রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ৫, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ কার্তিক ১৪১৩/০২ নভেম্বর ২০০৬

এস, আর, ও নং ২৮৮-আইন/২০০৬।—Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976) এর section 109 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

অধ্যায়-১

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (মেট্রোপলিটন থানা) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অধ্যাদেশ"** অর্থ Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976);

(খ) **"অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার;

(গ) **"অধঃস্তন কর্মকর্তা"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট, সাব-ইন্সপেক্টর, এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল, নায়েক ও কনস্টেবল;

(ঘ) **"উপ-পুলিশ কমিশনার"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার এবং ক্ষেত্রমত, যুগ্ম-কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ৬০.০০

(ঙ) **"উর্ধ্বতন কর্মকর্তা"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্মরত সহকারী পুলিশ কমিশনার ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা;

(চ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা;

(ছ) **"থানা"** অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধির section 4(1)(s) এর অধীন সরকার কর্তৃক ঘোষিত এবং নির্ধারিত ঢাকা মেট্রোপলিটনের কোন এলাকা যাহা প্রধানতঃ পুলিশের তদন্ত ইউনিট হিসাবে কাজ করে;

(জ) **"দন্ডবিধি"** অর্থ Penal Code, 1860 (Act. XLV of 1860);

(ঝ) **"পুলিশ বক্স"** অর্থ হেড কনস্টেবল বা, ক্ষেত্রমত, সার্জেন্ট এর নেতৃত্বে পরিচালিত থানার ক্ষুদ্রতম ইউনিট, যাহা মূলতঃ সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসাবে কাজ করে এবং সামাজিক অপরাধসমূহ বিশেষ করিয়া মাদক আসক্তি সম্পর্কে কিশোরদের সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং নিরাপদ সড়ক বিষয়ক উপদেশমূলক কার্য পরিচালনা করে;

(ঞ) **"পুলিশ প্রসিকিউটর"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে পুলিশের মামলা পরিচালনায় নিয়োজিত সাব-ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন কর্মকর্তা;

(ট) **"পুলিশ আউট পোস্ট বা ফাঁড়ি"** অর্থ একজন টাউন সাব-ইন্সপেক্টর বা, ক্ষেত্রমত, সার্জেন্ট এর নেতৃত্বে গঠিত থানার অধঃস্তন কোন ইউনিট যা মূলত থানার এলাকার মধ্যে অপরাধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত এলাকায় টহল কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(ঠ) **"পুলিশ কমিশনার"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার;

(ড) **"ফৌজদারী কার্যবিধি"** অর্থ Code of Criminal procedure, 1898 (Act. V of 1898);

(ঢ) **"ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** অর্থ বিধি ৪ এ উল্লিখিত কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ণ) **"মহা-পুলিশ পরিদর্শক"** অর্থ বাংলাদেশ পুলিশের মহা-পুলিশ পরিদর্শক;

(ত) **"রিজার্ভ ইন্সপেক্টর"** অর্থ বাংলাদেশ পুলিশের মহা-পুলিশ পরিদর্শক বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পুলিশ কমিশনার কর্তৃক নিযুক্ত পুলিশের সশস্ত্র শাখার একজন কর্মকর্তা যিনি বিশেষ সশস্ত্র ফোর্স এবং লাইনে পদায়িত, স্থায়ী বা অস্থায়ী যাহাই হউক না কেন, সকল ব্যক্তির ড্রিল, শৃঙ্খলা, ট্রেনিং এবং দক্ষতা বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং দাঙ্গা দমন বিভাগ, চান্সেরী ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগেও অনুরূপ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(থ) **"সহকারী পুলিশ কমিশনার"** অর্থ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং, ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অধ্যায়-২

স্টাফদের সাধারণ দায়িত্বসমূহ (general duties of the staff)

৩। **থানা, ইত্যাদি।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল থানার অধিক্ষেত্র সরকার কর্তৃক, সময় সময় নির্ধারিত হইবে।

(২) অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনানুযায়ী, সরকার ফাঁড়ি তৈরী করিতে পারিবে এবং উহা সংশ্লিষ্ট থানার অধিকারভুক্ত এলাকার অধঃস্তন ইউনিট হিসাবে চিহ্নিত হইবে, যাহার পরিচালনার দায়িত্বে থাকিবেন সার্জেন্ট বা সাব-ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার কোন পুলিশ কর্মকর্তা।

(৩) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত থানা, ফাঁড়ি কিংবা থানার অধিক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন ঘটানো যাইবে না।

(৪) থানা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিলে পুলিশ কমিশনার তদবিষয়ে পরিশিষ্ট ১ এর নির্ধারিত ফরমে সরকারের নিকট উপস্থাপনের জন্য মহা-পুলিশ পরিদর্শকের বরাবরে প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং মহা-পুলিশ পরিদর্শক উহা যাচাই-বাছাই করিয়া, তাহার নিজস্ব মতামত উল্লেখপূর্বক, সরকারের নিকট অগ্রায়ন করিবেন।

৪। **থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।**—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার প্রতিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হইবেন সহকারী পুলিশ কমিশনার কিংবা, ক্ষেত্রমত, ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার একজন পুলিশ কর্মকর্তা।

(২) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে কিংবা অসুস্থতা বা অন্যবিধ কারণে কর্তব্য পালনে অসমর্থ হইলে, উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অব্যবহিত নিম্ন পদে অধিষ্ঠিত কোন কর্মকর্তা কিংবা উক্তরূপ কর্মকর্তার অবর্তমানে সিপাহী পদের উর্ধ্বতন অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে।

(৩) কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অসুস্থতা কিংবা অন্যবিধ কারণে থানায় উপস্থিত হইতে না পারিলে, তিনি উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত উপস্থিত অন্য কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্বভার অর্পণ করিবেন এবং বিষয়টি আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনার ও বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারকে অবহিতকরণপূর্বক সাধারণ ডায়েরীতে রেকর্ড করিয়া রাখিবেন।

৫। **থানা বা ফাঁড়িতে দায়িত্ব হস্তান্তর।**—(১) কোন কর্মকর্তার বদলী বা ছুটিজনিত কারণে তদস্থলে অন্য কোন কর্মকর্তা থানা বা ফাঁড়ির দায়িত্ব গ্রহণ করিলে দায়িত্ব গ্রহণকারী কর্মকর্তাকে বিষয়টি অনতিবিলম্বে আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারকে, দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক, রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা সরকারী সম্পদ, নগদ অর্থ, রেজিস্টারসমূহ এবং সম্পদের রেজিস্টারে উল্লিখিত মালখানার যাবতীয় সামগ্রী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবেন এবং, সকল

এন্ট্রিসমূহ সঠিকভাবে পাইয়া থাকিলে, এতদবিষয়ে নিম্নোক্ত ফরমে একটি প্রত্যয়ন দাখিল করিবেন, যথা ঃ—

(ক) আমি সর্তকতার সহিত প্রচলিত সকল রেজিস্টার ও নথিসমূহ পরীক্ষণপূর্বক তদস্থলে আমার ক্ষমতার আওতায় সকল এন্টিসমূহের সঠিকায়ন নিশ্চিত হইয়াছি এবং অদ্য হাতে থাকা নগদ অর্থ যাহার পরিমাণ টাকা..... এবং নিম্নোক্ত হিসাব আমি সম্পূর্ণ বুঝিয়া পাইয়াছি (বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত);

(খ) আমি প্রত্যয়নকৃত তালিকায় প্রদর্শিত সরকারী মালপত্র, অস্ত্রভান্ডারের সংখ্যানুযায়ী অস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং মালখানায় রক্ষিত অন্যান্য অস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়াছি;

(গ) রেজিস্টারে প্রদর্শিত থানার মালামালসমূহ গ্রহণ করিয়াছি।

(৩) গণনাকালে কোন প্রকার ঘাটতি দেখা দিলে প্রত্যয়নপত্রে উক্ত ঘাটতিসমূহ উল্লেখ করিতে হইবে এবং দায়িত্ব প্রদানকারী কর্মকর্তাকে উক্ত ঘাটতির বিষয়ে ব্যাখ্যা পেশ করিতে হইবে এবং বিমোচন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্রের নিম্নে বিমুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতে হইবে যে, দায়িত্বগ্রহণকারী কর্মকর্তার বিবরণ সঠিক।

(৪) কোন অস্থায়ী অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, যেমন কখনো কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে অন্যত্র রওয়ানা হইলে, সংশ্লিষ্ট দুইজন কর্মকর্তা এইরূপ দায়িত্ব অর্পণ ও গ্রহণের বিষয়টি সাধারণ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৬। **থানা ভবন পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।**—(১) থানার অভ্যন্তরে কিংবা বাহিরে, সর্বত্র নিয়ম শৃংখলা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিতে হইবে।

(২) প্রতিটি জিনিষের জন্য আলাদা আলাদা স্থান রাখিতে হইবে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিটি বস্তু যথার্থ স্থানে রাখিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) প্রত্যেক সন্ধ্যায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একজন সাব-ইন্সপেক্টর বা সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরকে অর্ডারলি অফিসার হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(৪) সাধারণ ডায়েরীতে অর্ডারলি অফিসারের নাম উল্লেখ করিতে হইবে এবং ডায়েরীতে অর্ডারলি অফিসারকে স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

(৫) অফিস কক্ষ, ব্যারাক, রান্নাঘর এবং থানার সংলগ্ন এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা এবং ব্যারাকের জন্য স্থায়ী নির্দেশসমূহ যথাযথভাবে পালিত হইতেছে কিনা তদলক্ষ্যে অর্ডারলি অফিসার প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় থানার সকল অংশ পরিদর্শন করিবেন।

(৬) পরিদর্শনকালে অর্ডারলি অফিসার যাহা প্রত্যক্ষ করিবেন তদবিষয়ে একটি লিখিত প্রতিবেদন প্রতি সন্ধ্যায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন যাহাতে যে কোন ধরণের ঘাটতি উল্লেখ থাকিবে, যেমনঃ ভবন ও ভবনের চারিপাশ, যাহা পুলিশ সদস্যদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে।

(৭) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (৬) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদন প্রতিদিন পরীক্ষা করিবেন এবং আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারের অবগতির জন্য উহা পেশ করিবেন।

(৮) সার্জেন্ট ও টাউন সাব-ইন্সপেক্টরগণ তাহাদের দায়িত্বাধীন ফাঁড়ি ও পুলিশ বক্স পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন এবং উহা সাধারণ ডায়েরীতে সকাল ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ দিনে দুইবার এন্ট্রি করিবেন।

৭। **ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) কোন থানার আওতাধীন এলাকার মধ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার শান্তিরক্ষা, অপরাধ দমন ও চিহ্নিতকরণে এবং পুলিশ সদস্যদের কার্যকর কর্ম তত্ত্বাবধান, সদাচরণ এবং শৃংখলার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) কোন থানার এলাকার মধ্যে সকল পুলিশি কর্তব্যের যথাযথ সম্পাদন, আইন অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতার অনুশীলন, তাহাদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত রেজিস্টার, রেকর্ড এবং রিপোর্টসমূহের যথার্থতা নিশ্চিতকরণ এবং অধঃস্তন পুলিশ সদস্যদের প্রতি জারীকৃত নির্দেশাবলী ও তাহাদের দক্ষতা ইত্যাদি সকল বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জবাবদিহি করিবেন।

(৩) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিশিষ্ট ২ এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

৮। **সাব-ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে তাহার অধীনস্থ সাব-ইন্সপেক্টরদের মামলা তদন্তের কার্যে ব্যবহার করিতে পরিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সাব-ইন্সপেক্টরগণের দায়িত্ব হইবে আইন শৃংখলার রক্ষণাবেক্ষণ, প্রহরা কার্য সম্পাদন এবং রাতের বেলার রাউন্ড দেওয়া, অন্যান্য অনুসন্ধানী কার্য, তদন্ত কার্য, রেকর্ডপত্র ও রেজিস্টারসমূহ সংরক্ষণ এবং অপরাধীদের রেকর্ড তৈরী করা, ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদন করা।

(৩) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাধারণ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সাব-ইন্সপেক্টরগণ চব্বিশ ঘন্টা থানায় ডিউটি অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) সাব-ইন্সপেক্টরগণ থানা ভবনের বাহিরে দাপ্তরিক কর্তব্য পালনকালে বিপি. ফরম নং ১৮ (দুই ফর্দ) ব্যক্তিগত ডায়েরী হিসাবে সংরক্ষণ করিবেন এবং ইহার একটি কপি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৯। **সার্জেন্ট ও টাউন সাব-ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—থানা এলাকায় অবস্থিত ফাঁড়ি ও পুলিশ বক্সের দায়িত্বপ্রাপ্ত সার্জেন্ট ও টাউন সাব-ইন্সপেক্টরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) বীট হিসাবে পরিচিত নির্দিষ্ট এলাকা দেখাশুনা করার জন্য হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলগণকে দায়িত্ব প্রদান;

(খ) অধীনস্থ হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলদের যথাযথ কর্মসম্পাদন এবং তাহাদের শৃংখলা নিশ্চিতকরণ;

(গ) যে কোন ধরণের ত্রুটিযুক্ত ঘটনার বিষয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ;

(ঘ) অধীনস্থ হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলদের নৈতিকতার বিষয়সমূহ তদারক করা এবং তাহাদের বৈধ দুর্দশার বিষয়াবলী উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করা;

(ঙ) দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকর ফুটপাত ও রাস্তার সকল ধরণের প্রতিবন্ধকতা দূর করা, অপরাধ দমন করা এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নতি করা;

(চ) স্বয়ং বা অধীনস্থ হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলদের দ্বারা এলাকার পুরাতন, দাগী ও চিহ্নিত আসামীসহ এবং খারাপ চরিত্রের ব্যক্তিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা এবং উহাদের অনুপস্থিতি ও সন্দেহজনক গতিবিধি সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ;

(ছ) এলাকায় নূতন কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির আগমন ঘটিলে তাহা তাৎক্ষণিকভাবে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ এবং সংযুক্ত রেজিস্টার ও চার্ট যথাযথভাবে সংরক্ষণ;

(জ) থানার নোট বহি হইতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ক্লাব, হোটেল, জনসাধারণের চিত্ত-বিনোদনের স্থান, রাজনৈতিক অফিস, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ, ইত্যাদির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া নিজে পরিচিত হওয়া এবং অধীনস্থ হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলদেরকে পরিচিত করানো;

(ঝ) আওতাধীন এলাকায় বসবাসকৃত সম্মানিত ভদ্রলোকদের সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং আইন শৃংখলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে তাহাদের সহযোগীতা গ্রহণ করা;

(ঞ) দুশ্চরিত্রের লোকদের এবং এলাকার পুরাতন দাগী অপরাধীদের মিলনস্থল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, তাহাদের উপর নজরদারী করা এবং উক্ত বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট রিপোর্ট পেশ;

(ট) মাঝে মাঝে অধীনস্থ হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলদের দায়িত্বের পরিধি ও বসবাসকারীদের বিষয়ে তাহাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা এবং তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(ঠ) সর্বশেষ জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, নির্দেশাবলী ও কমিশনারের নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং অধীনস্থ হেড কনস্টেবল ও কনস্টেবলদিগকে উহা অবহিতকরণ;

(ড) স্বীয় নামে পৃষ্ঠাংকিত কোন সমন বা আদালতের যে কোন প্রসেস জারী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার যে কোন বৈধ আদেশ পালন;

(ঢ) সংযুক্ত ফাঁড়ির বা ইউনিটের নির্ধারিত সাধারণ ডায়েরীতে গতিবিধি লিপিবদ্ধকরণ;

(ণ) অফিসের বাহিরে কার্যরত থাকাকালীন সময়ে ব্যক্তিগত ডায়েরী সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিলকরণ।

১০। **সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরগণ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সাব-ইন্সপেক্টরকে অতিরিক্ত করণিক ও রুটিন দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবেন এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানে কাজ করিবেন।

(২) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারের অনুমোদনক্রমে সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরদের জন্য বিভিন্ন রেজিস্টারের বিতরণ প্রদর্শনপূর্বক একটি তালিকা তৈরী করিবেন এবং তাহা অফিসের দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিবেন।

(৩) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানার অফিস কার্যাদির সার্বিক নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন, তবে কোন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের নামে পৃষ্ঠাংকিত কোন রেজিস্টারে কোন ভুল তথ্য লিখিত হইলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরই দায়ী হইবেন, যদি না দেখা যায় যে, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যাপক অবহেলা করিয়াছেন এবং কোনরূপ তদারকি করেন নাই।

(৪) কোন অনিবার্য কারণ ব্যতিরেকে সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরগণকে কোন ধর্তব্য অপরাধের মামলায় বা সন্দেহভাজন অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত কোন মামলার তদন্তকার্যে নিয়োজিত করা যাইবে না, যদি না তাহাদিগকে বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক বিশেষভাবে ক্ষমতাবান করা হয়।

১১। **হেড কনস্টেবল এর দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) ফাঁড়ি বা পুলিশ বক্সে একজন হেড কনস্টেবলকে পদায়ন করা হইবে এবং তিনি সার্জেন্ট বা টাউন সাব-ইন্সপেক্টরের অনুপস্থিতিতে ইউনিটের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব ছাড়াও তিনি কোন বিটে বা কোন নির্ধারিত এলাকায় প্রহরার দায়িত্বে থাকিবেন এবং নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) অধীনস্থ কনস্টেবলদের সংগে করিয়া যথাযথভাবে পাহারা কার্য পরিচালনা;

(খ) অপরাধী, ভবঘুরে ও সন্দেহভাজন আগন্তকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ; এবং

(গ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য দায়িত্ব।

(৩) হেড কনস্টেবল উপ-বিধি (১) ও (২) এর কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি নোট বহি সংরক্ষণ করিবেন, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, সময়ে সময়ে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন এবং স্থানীয় এলাকার অপরাধ দমন, সনাক্তকরণ ও আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সংরক্ষণে ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করিবেন।

১২। **কনস্টেবলের নিযুক্তি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) নিম্নরূপ ক্ষেত্রে কনস্টেবলদের নিযুক্ত করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) থানা বা ফাঁড়ির বিট ও অন্যান্য এলাকাসমূহে, যেখানে অপরাধ দমন ও সনাক্ত করা প্রয়োজন;

(খ) বাজার, মেলা বা উৎসবাদিতে প্রহরা (Escort) ও গার্ড হিসাবে;

(গ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশে কোন নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করার জন্য;

(ঘ) সাক্ষীদের ডাকার জন্য, কাউকে গ্রেফতার করার জন্য এবং কোন সন্দেহভাজন ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক পরিদর্শনে তদন্তকারী কর্মকর্তার সহিত তদন্ত কর্মে; এবং

(ঙ) থানা বা ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রয়োজন মনে করিলে, জনস্বার্থে, অন্য যে কোন দায়িত্বে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দায়িত্ব ছাড়াও গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার কাজে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কনস্টেবলদিগকে সাদা পোশাকে নিয়োজিত করিতে পারিবেন।

(৩) কনস্টেবলগণকে এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত থাকিতে হইবে এবং প্যাট্রল বা পাহারা চলাকালীন সময়ে কোন চিন্তাকর্ষক বা অস্বাভাবিক ঘটনা পরিদৃষ্ট হইলে তাহাদের নিকট রক্ষিত নোট বহিতে উহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) হেড কনস্টেবল ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, যাহাদের অধীনে কনস্টেবল দায়িত্ব পালন করিবেন, উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত নোট বহিগুলি দেখিবেন এবং উহাতে অনুস্বাক্ষর করিয়া টোকেনে তারিখ প্রদান করিবেন।

১৩। **ডিউটি অফিসার।**—(১) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাব-ইন্সপেক্টর ও সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরদেরকে আট ঘন্টা পালাক্রমে (shifting) ডিউটি অফিসার হিসাবে কর্তব্য প্রদান করিতে হইবে এবং ইউনিটের কাজের ব্যাপকতার ভিত্তিতে ডিউটি অফিসারের সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) অফিস কক্ষ, অনুসন্ধান বা অভ্যর্থনা ডেস্কে কর্তব্য পালনকালে ডিউটি অফিসারকে ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় থাকিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন অভিযোগ দায়ের করিতে বা কোন তথ্য অবহিত হইবার জন্য থানায় আসিলে ডিউটি অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে তাহাদের মুখোমুখি হইতে হইবে এবং সকল টেলিফোন কল রিসিভ করিয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) ডিউটি অফিসার রুটিন, কম গুরুত্বপূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় প্রকৃতির সকল এন্টিসমূহ সাধারণ ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিবেন, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যেমন-পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, জনসাধারণের মধ্যে কোন সংঘাত, পাবলিক পরিবহনের কর্মচারীদের মধ্যে কোন সংঘাত, অগ্নিকান্ড, ব্যাপক দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত ঘটনাবলী, সভা, মিছিল ইত্যাদি ঘটনা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সিনিয়র সাব-ইন্সপেক্টরগণ রেকর্ড করিবেন।

(৫) এজাহার তৈরী বা রেকর্ডকারী কর্মকর্তাকে স্বয়ং সাধারণ জেনারেল ডায়েরীর সংশ্লিষ্ট স্থানে বিষয়টি এন্ট্রি করিতে হইবে।

(৬) ডিউটি অফিসার হিসাবে কোন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা কর্মরত থাকিলে এবং উক্ত সময়ে কোন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা থানায় আসিলে তাহা জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকেই ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৭) কোন আমলযোগ্য (Cognizable) অপরাধের রিপোর্ট পাইবার সংগে সংগে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিংবা তিনি অনুপস্থিত থাকিলে উপস্থিত সিনিয়র সাব-ইন্সপেক্টরকে তাহা রেকর্ড করিতে হইবে।

(৮) সকল সাব-ইন্সপেক্টর থানায় অনুপস্থিত থাকিলে এবং সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ডিউটি অফিসার হইলে তাহাকেই প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (এজাহার) লিখিতে হইবে এবং এজাহার রেকর্ড করিবার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সত্যতা যাচাই কিংবা মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য বিলম্ব করা যাইবে না।

(৯) কোন ট্রাফিক পুলিশ, হেড কনস্টেবল বা কনস্টেবল কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করিলে ডিউটি অফিসার উক্ত অফিসারের নিকটে থাকা পকেট বহি, কম্যান্ড সার্টিফিকেটে (সিসি) আসা ও যাওয়ার সময় উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

১৪। **ব্যারাক পরিদর্শন।**—(১) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা যাহাতে পরিদর্শন করিতে পারেন তদলক্ষ্যে প্রতিটি থানা, ফাঁড়ি ও পুলিশ বক্সের ব্যারাকসমূহ সকাল ছয়টা হইতে আটটা এবং বিকাল চারটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পরিদর্শন চলাকালীন সময়ে,—

(ক) বেল্ট ও গ্রেট কোট বাদে অন্যান্য পোশাকাদি কিট বক্সের ভিতরে রাখিতে হইবে;

(খ) বিছানায় পরিষ্কার চাদর বিছাইয়া রাখিতে হইবে;

(গ) মশারী খুলিয়া রাখিতে হইবে;

(ঘ) বুট ও জুতা খাটের নীচে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে;

(ঙ) কিট বক্সগুলি পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া রাখিতে হইবে;

(চ) বেল্ট ও গ্রেট কোট শেলফের অভ্যন্তরে রাখিতে হইবে এবং অন্যান্য পোশাক ও ব্যক্তিগত ব্যবহার্য পোশাকাদি ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে;

(ছ) গ্রেট কোট সুন্দরভাবে ভাজ করিয়া রাখিতে হইবে, তবে,—

(অ) ইউনিফরম ভিজা থাকিলে এবং তাহা কম্পাউন্ডে ঝুলাইয়া রাখা সম্ভব না হইলে ব্যারাকে ঝুলাইয়া রাখা যাইবে; এবং

(আ) রাত্রিকালীন ডিউটিতে ছিলেন এমন পুলিশ সদস্য তাহার পোশাকাদি এই বিধি অনুযায়ী সাজাইয়া রাখিয়া বিছানায় থাকিতে পারিবেন।

(৩) থানা, ফাঁড়ি ও পুলিশ বক্সের ব্যারাকসমূহের কক্ষসমূহ ঝাড়ু দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রহিয়াছে কিনা পরিদর্শনের পূর্বে তদবিষয়ে নিশ্চিত হইতে হইবে এবং প্রত্যেক ফাঁড়ি ও পুলিশ বক্সের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্দেশসমূহ প্রতিপালনের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনার বিষয়টি তদারক করিবেন।

১৫। **জনসাধারণ ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের প্রতি পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) জনসাধারণের সহিত সঠিক আদব-কায়দা, যথাযথ সম্ভাষণ, সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শনপূর্বক কথা বলিতে হইবে।

(২) অভিযোগ বা তথ্য রেকর্ড করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি থানায় আগমন করিলে অনুসন্ধান ডেস্ক বা অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ডিউটি অফিসার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাগত জানাইবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সহিত তাহার যোগাযোগের সুযোগ করিয়া দিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যস্ত থাকিলে এবং ফৌজদারী অপরাধ দমন, আসামী গ্রেফতার বা সনাক্ত করিবার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শ্রবণ করা জরুরী না হইলে আগমনকারী ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিবার জন্য আসন প্রদান করিতে হইবে।

(৪) সাধারণভাবে একজন পুলিশ কর্মকর্তার কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) রাস্তায় কোন ব্যক্তি বা শিশু অক্ষম বা অসহায় অবস্থায় থাকিলে সাধ্যমত তাহাকে সাহায্য করা;

(খ) মাতাল নেশাগ্রস্ত বা মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি যাহাদের বিপদজ্জনক অবস্থায় পতিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বা যাহারা নিজেদের রক্ষা করিতে অক্ষম, এইরূপ ব্যক্তিবর্গকে নিরাপদ স্থানে আনয়ন করা;

(গ) গ্রেফতারে থাকা কিংবা হেফাজতে (Custody) থাকা কোন ব্যক্তি আহত বা অসুস্থ হইলে এবং পাহারায় বা অন্য কোনভাবে এইরূপ ব্যক্তি আহত বা অসুস্থ হইলে তাহার অবস্থার উন্নতির জন্য ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা;

(ঘ) গ্রেফতার বা পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যথাযথ খাবার পানীয় ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা;

(ঙ) তল্লাশি পরিচালনাকালে অপ্রয়োজনীয় হঠকারিতা ও অনাবশ্যক বিরক্তি সৃষ্টি হইতে নিবৃত্ত থাকা;

(চ) মহিলা ও শিশুদের সহিত সুন্দর আচরণ ও যৌক্তিক সম্মান প্রদর্শন করা;

(ছ) যে কোন দুর্ঘটনা বা বিপদে জনগণকে সাহায্য করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নেওয়া।

১৬। **টহল (Patrol) ডিউটি ও রাত্রিকালীন পরিদর্শন (Night Rounds)**।—(১) প্রতিটি অপরাধ বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার পয়েন্ট ও বিট নির্ধারণ করিয়া উক্ত এলাকায় টহল পরিচালনার জন্য স্থায়ী নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) অপরাধ দমন ও স্থানীয় অধিবাসীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সৃজনশীল উপাদানসমূহ মাথায় রাখিয়া উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ পরিকল্পিতভাবে প্রণয়ন ও ইস্যু করিতে হইবে।

(৩) উপ-পুলিশ কমিশনার টহল বিন্যাস করিতে তাহার অধীনস্ত জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনার, সহকারী পুলিশ কমিশনার (টহল) এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার টহল পরিদর্শকদের সহিত আলোচনা করিবেন এবং উক্ত পরিকল্পনায় টহল ও রাত্রিকালীন পাহারা কার্যের জন্য পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৪) টহল পরিকল্পনা বৎসরের এক চতুর্থাংশ সময়কালের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে, তবে স্থানীয় এলাকার অপরাধের বিভিন্নতার কারণে, নতুন আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বৃদ্ধি সাধনের কারণে, প্রয়োজনে পরিকল্পনা সংশোধন করা যাইবে।

(৫) রাত্রিকালীন টহল একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রত্যেক কর্মকর্তাও উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিবেন।

(৬) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সাব-ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্টগণ সাধারণভাবে প্রতিমাসে আটটি নাইট রাউন্ড ডিউটি পালন করিবেন এবং উক্ত নাইট রাউন্ড ডিউটি মধ্যরাত্রির পূর্বে না মধ্যরাত্রির পরে হইবে তাহা বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৭) সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরদিগকে গার্ড পরিদর্শনের জন্য রাউন্ড অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৮) টহল পরিদর্শকগণ মাসে ন্যূনতম আটটি কিংবা উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক যেভাবে নির্দেশিত হইবেন সেইভাবে নাইট রাউন্ড ডিউটি পালন করিবেন।

(৯) নাইট রাউন্ড ডিউটির কর্মকর্তাগণ কর্তব্যে আসা ও ফিরিয়া যাওয়ার সময় সাধারণ ডায়েরীতে স্বাক্ষর করিবেন এবং তাহারা কী ধরণের রাউন্ড সম্পাদন করিয়াছেন তাহার একটি লিখিত রিপোর্ট রাউন্ড শেষে দাখিল করিবেন।

(১০) যে সকল হেড কনস্টেবল, কনস্টেবল ডিউটিরত ছিলেন তাহাদের নাম, কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা থাকিলে তাহা এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ, ইত্যাদি বিষয়াদি উপ-বিধি (৯) এ উল্লিখিত রিপোর্টে উল্লেখ করিতে হইবে।

(১১) নদীপথ ও হাইওয়েতে টহল কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও এই বিধির বিধান ও নির্দেশাবলী প্রতিপালন করিতে হইবে।

১৭। **ব্যক্তিগত ডায়েরী**।—(১) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপি ফরম নং ১৮ (বিডি ফরম নং ৫৩৬৩) তে সমগ্র দিনের কার্যাদি প্রদর্শনপূর্বক প্রতিদিন ব্যক্তিগত ডায়েরী আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন এবং আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনার তাহার মন্তব্যসহ উহা বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট অগ্রায়ন করিবেন।

(২) সাব-ইন্সপেক্টর ও সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরসহ থানার সকল স্টাফ তাহাদের ব্যক্তিগত ডায়েরী বি.পি ফরম নং ১৮ তে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন যিনি তাহার মন্তব্যসহ আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) ব্যক্তিগত ডায়েরীতে কোন কেস ডায়েরীর সার-সংক্ষেপ থাকিবে না, তবে কোন তদন্তের সময়কাল এবং কেস ডায়েরীর যোগসূত্র ইহাতে উল্লেখ থাকিবে।

১৮। **ভেরিফিকেশন রোল**।—(১) সরকারী কোন চাকুরীতে কোন প্রার্থীকে নিয়োগদানের স্বার্থে থানায় কোন ভেরিফিকেশন রোল প্রেরণ করা হইলে বিষয়টি, সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহেন এমন পদের কোন কর্মকর্তার দ্বারা, স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বয়ং উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) কোন লাইসেন্সের আবেদনের প্রেক্ষিতে থানায় কোন ভেরিফিকেশন রোল প্রেরণ করা হইলে তাহা সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্টসহ প্রত্যয়ন করিতে হইবে এবং কোনভাবেই তাহা আবেদনকারীকে হস্তান্তর করা যাইবে না।

১৯। **অধীনস্থদের প্রশিক্ষণার্থে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব**।—(১) পুলিশ সংশ্লিষ্ট আইনে কোন পরিবর্তন বা সংযোজন ঘটিলে এবং যে কোন আদেশ-নির্দেশ বা প্রজ্ঞাপন জারী করা হইলে যাহা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জানার বিষয় তাহা তিনি নিজে জানিয়া ও পড়িয়া রোলকলের মাধ্যমে তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের পুনঃপুনঃ ব্যাখ্যা করিবেন, যতক্ষণ না তাহারা বিষয়টি বুঝিতে পারেন।

(২) কুখ্যাত দুশ্চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের নাম, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আস্তানা এবং পলাতক আসামী ও অন্যান্য যাহাদিগকে পুলিশ খুজিতেছে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ ও বিস্তারিত তালিকা সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানার অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবেন।

২০। **সরকারী সম্পদ**।—(১) উপ-পুলিশ কমিশনার (সরবরাহ) কর্তৃক স্বাক্ষরিত সরকারী সম্পদের একটি হালনাগাদ তালিকা প্রতিটি থানা, ফাঁড়ি, পুলিশ বক্স এবং অন্যান্য ইউনিট ও অফিসে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং নষ্ট হইবার পর প্রয়োজনীয় প্রতিস্থাপনের জন্য বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে আদেশ সংগ্রহ করিতে হইবে।

(২) বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার এবং আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারগণ পরিদর্শনকালে প্রত্যায়িত তালিকার সাথে সরকারী সম্পদ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং কোন ত্রুটি পাইলে তাহা নোট করিবেন এবং উপ-পুলিশ কমিশনার প্রত্যায়িত তালিকা উপ-পুলিশ কমিশনার (সরবরাহ) অফিসের স্টক বহির সহিত বৎসরে কমপক্ষে একবার তুলনা করিবেন এবং তালিকা হালনাগাদ করিবেন।

(৩) কোন সরকারী সম্পদ বিক্রয় বা ধ্বংস করিবার পূর্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-পুলিশ করিশনারের নিকট হইতে পরিদর্শন রেজিস্টারে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবেন এবং ঐ আদেশের একটি অনুলিপি ইস্যুকৃত অফিসের স্টক বহিতে এন্ট্রি করার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৪) কার্য সম্পন্নের পর প্রত্যায়িত তালিকা থানায় বা ইউনিটে সংশোধন করিতে হইবে, মন্তব্য কলামে উপ-কমিশনারের আদেশের যোগসূত্র উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) কোন সম্পদ বিক্রি করা হইলে তাহার মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে সরকারী ট্রেজারী বা কোন অনুমোদিত ব্যাংকে জমা করিতে হইবে এবং বিক্রিত সংখ্যা, রশিদ ও তারিখ মূল আদেশের এবং থানার নগদ হিসাব বইয়ের বিপরীতে নোট করিয়া রাখিতে হইবে।

(৬) কোন সম্পদ নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনরূপ বিলম্ব ব্যতিরেকে তাহা তদন্ত করিবেন এবং এইরূপ ক্ষতি বা নষ্টের কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে একটি রিপোর্ট উপ-পুলিশ কমিশনারকে প্রদান করিবেন এবং উপ-পুলিশ করিশনার বিষয়টি যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিবেন।

২১। **কেস প্রপার্টি বা আলামত।**—(১) পুলিশ কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত আইনের অধীন ফৌজদারী মামলার সহিত সম্পর্কিত ঘটনায় অস্ত্র, হাতিয়ার বা যে কোন দ্রব্যসামগ্রী এবং সম্পদ জব্দ করিলে উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭০ (২) এর অধীন;

(খ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫১, ১৬৫ ও ১৬৬ এবং অধ্যাদেশের ধারা ২০ এর আওতায় কোন তল্লাশিকালে;

(গ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৩ এবং অধ্যাদেশের ধারা ২৪ এর অধীন ওজনের সঠিকতা পরিমাপের জন্য বাটখারা বা সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি পরিমাপণ;

(ঘ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৫০ এর অধীন সন্দেহজনক চোরাইমাল আটক;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মালের মধ্যে কোন প্রাণী থাকিলে তাহা মালিকের নিকট বা অন্য কোন ব্যক্তিকে, যাহাকে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ৫২৩ ধারাবলে মনোনীত করিয়া নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন, তাহার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে;

(ঙ) অধ্যাদেশের ধারা ২২ এর বিধান অনুযায়ী দাবীদারবিহীন বা বেওয়ারিশ সম্পদ;

(চ) কার্যকরী কোন স্থানীয় বা বিশেষ আইনের বিধানমতে।

(২) প্রতিটি হাতিয়ার বা দ্রব্যাদি (গো-মহিষ ব্যতীত) যথাযথ নিয়মে জব্দ করিয়া যে ব্যক্তির নিকট হইতে বা যেস্থান হইতে মালগুলি জব্দ করা হইবে তাহা উল্লেখপূর্বক চিহ্নযুক্ত ও লেবেলযুক্ত করিতে হইবে এবং ইহার যোগসূত্র কেস ডায়েরীতে নোট করিয়া থানা হইতে রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-বিধি (১) এর দ্রব্যগুলি পার্সেল আকারে হইলে উক্ত পার্সেল থানার সীলমোহরযুক্ত সীলগালা করিয়া নিরাপদে রাখিতে হইবে এবং একজন দায়িত্ববান কর্মকর্তার স্বাক্ষরযুক্ত করিয়া লেবেলযুক্ত করিতে হইবে এবং আইন বা বিধিবলে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ দ্রব্যাদি বা পার্সেলসমূহ নিরাপদ জিম্মাদারীতে রাখিতে হইবে।

(৩) গো-মহিষ খোয়াড়ে রাখিয়া সাধারণ ডায়েরীতে উহার বর্ণনা প্রদান করিতে হইবে।

২২। **হারাইয়া যাওয়া, চুরি হওয়া কিংবা দাবীদারবিহীন মোটরযান।**—(১) থানায় কোন মোটরযান চুরি বা হারাইয়া যাওয়ার রিপোর্ট করা হইলে কিংবা দাবীদারবিহীন কোন মোটরযান জমা হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ডিউটি অফিসার বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে টেলিফোনে বা ওয়্যারলেসযোগে মটরযানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ইঞ্জিন ও চেসিস নম্বর, উৎপাদনকারীর নাম, মডেল, রং, বৈশিষ্ট্য যেমন দুর্ঘটনার কারণে যানটির বডিতে কোন প্রভাব, কোন দাগ বা আচড় ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক সহকারী পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ কন্ট্রোল রুমকে অবহিত করিবেন।

(২) সহকারী পুলিশ কমিশনার কন্ট্রোল রুমের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে উপ-বিধি (১-) এর অধীন প্রাপ্ত সংবাদটি সকল ট্রাফিক ইউনিট, পুলিশ মোবাইল, ভ্রাম্যমাণ দল, থানা, ফাঁড়িকে এই মর্মে

বার্তা প্রদান করিবেন যাহাতে হারানো বা চুরি যাওয়া, যাহাই হউক না কেন, মোটরযানের সন্ধানে সবাই সতর্ক থাকেন এবং তিনি নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকেও বিষয়টি অবহিত করিবেন, যথা ঃ—

(ক) পুলিশ কমিশনার;

(খ) যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার (ডিবি);

(গ) সকল বিভাগীয় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট (সিআইডি);

(ঙ) স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট (সিটি এসবি); এবং

(চ) কেন্দ্রীয় ওয়্যারলেস বেস, রাজারবাগ।

(৩) বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন বার্তা প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চুরি যাওয়া বা হারাইয়া যাওয়া যানটি উদ্ধারের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং নিশ্চিত করিবেন যে, থানা ফাঁড়িসমূহে যেখানে হারানো, চুরি যাওয়া কিংবা দাবীদারবিহীন যানের রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয়, সেখানে যেন এইরূপ মোটরযানের বিস্তারিত বিবরণ নোট করা হয়।

(৪) গোয়েন্দা শাখার অপরাধ রেকর্ড সেকশন তাৎক্ষণিকভাবে চুরি যাওয়া, হারাইয়া যাওয়া বা দাবীদারবিহীন মোটরযানের বিষয়ে একটি নোট তৈরী করিবে এবং একটি সূচী বা নির্দেশক কার্ড তৈরী করিয়া অপরাধ গোয়েন্দা গেজেটে (সিআইজি) প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিবে।

২৩। **দাবীদারবিহীন সম্পদের দায়িত্ব ও নিষ্পত্তিকরণ**।—কোন পুলিশ সদস্য দাবীদারবিহীন কোন সম্পদ প্রাপ্ত হইলে বা সরকারী রাস্তায় পড়িয়া থাকা কোন সম্পদের মালিক সংশ্লিষ্ট সম্পদ সরাইতে অস্বীকৃতি জানাইলে বা সরাইতে ব্যর্থ হইলে তিনি দুই বা ততোধিক সাক্ষীর সম্মুখে জব্দ তালিকা তৈরী করিয়া সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উহা হস্তান্তরপূর্বক জেনারেল ডায়েরীতে নোট লিখিয়া বিষয়টি বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

২৪। **দায়িত্বপ্রাপ্ত মালামালের নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া**।—(১) অধ্যাদেশের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন সম্পদের দায়িত্ব গ্রহণ করা হইলে, পুলিশ কমিশনার সংশ্লিষ্ট মালামালের উল্লেখপূর্বক এইমর্মে একটি ঘোষণা জারী করিবেন যে, কোন ব্যক্তির উক্ত সম্পদের মালিকানার দাবী থাকিলে ঘোষণা জারীর তিন মাসের মধ্যে তাহার সম্মুখে কিংবা তাহার পক্ষে যাহাকে তিনি প্রাধিকার প্রদান করিয়াছেন তাহার সম্মুখে দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য হাজির হইতে হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট সম্পদ বা উহার কোন অংশ শীঘ্রই নিষ্পত্তিযোগ্য বা প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়যোগ্য হইলে কিংবা সম্পদটি পশুপক্ষী হইলে বা সম্পদের মূল্য ৫০০ টাকা বা তাহার কম মূল্যের হইলে, ইহা অতিসত্ত্বর পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে নিলামে বিক্রি করা যাইবে এবং এইরূপ বিক্রয়ের সমুদয় প্রক্রিয়া অন্যান্য সম্পদের মত একই পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) অধ্যাদেশের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৪) এ প্রদত্ত ঘোষণাবলে কোন ব্যক্তি সম্পদের দাবী করিয়া পুলিশ কমিশনার বা তদ্‌কর্তৃক প্রাধিকার প্রদত্ত কোন কর্মকর্তার সামনে হাজির হইয়া তাহার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিলে ঐ কর্মকর্তা তাহার তদন্ত প্রতিবেদনসহ সামগ্রিক প্রক্রিয়ার রেকর্ডপত্র পুলিশ কমিশনারের নিকট অগ্রায়ন করিবেন।

২৫। **স্বত্বাধিকারীর নিকট সম্পদ হস্তান্তরকরণ।**—(১) অধ্যাদেশের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৪) এর আওতায় ইস্যুকৃত ঘোষণা অনুযায়ী কোন দাবীর মালিকানা স্বত্ব পুলিশ কমিশনারের নিকট গ্রহণযোগ্য হইলে তিনি উক্ত মালামাল জব্দ করিতে এবং পুলিশের হেফাজতে রাখিতে যে ব্যয় সাধিত হইয়াছে তাহা দাবীদার স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে আদায় করিয়া বা কর্তন করিয়া দাবীদারকে সংশ্লিষ্ট মালামাল সরবরাহ করার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) পুলিশ কমিশনার ইচ্ছা করিলে অধ্যাদেশের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন কোন আদেশ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি যাহাকে ডেলিভারি প্রদান করিবেন তাহার নিকট হইতে জামানত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৬। **দাবী না থাকিলে সরকারীভাবে নিষ্পত্তিকরণ।**—(১) বিধি ২৬ এর অধীন ঘোষণায় নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে কোন ব্যক্তি এইরূপ মালামালের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে কিংবা ঐ সম্পদ বা সম্পদের কোন অংশ বিক্রয় না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (৫) এর আওতায় উক্ত মালামাল পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা যাইবে এবং বিক্রিত অর্থ সরকারের তহবিলে জমা করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন সরকারী তহবিলে জমাদানের প্রক্রিয়ায় কোন দাবী করা হইলে এবং এই দাবী সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে পুলিশ কমিশনারের সন্তুষ্টিক্রমে দাবীদারের দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন দাবী করা এবং এইরূপ দাবী সংক্রান্ত পদ্ধতি কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২৭। **গবাদি পশু খোয়াড়ে রাখা।**—(১) গরু, মহিষ বা অন্য কোন গবাদি পশু কোন রাস্তা বা সড়কে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে চলাফেরা করিলে কিংবা সরকারী বা বেসরকারী কাহারো কোন সম্পত্তিতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে উহা জব্দ করিয়া কোন খোয়াড়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন খোয়াড়ে প্রেরিত গবাদি পশুর জন্য নির্ধারিত রেটে খাদ্য প্রদান করিতে হইবে।

(৩) এই বিধির আওতায় খোয়াড়ে গবাদি পশু রাখার বিষয়টি সাধারণ ডায়েরীতে লাল কালিতে এন্ট্রি করিতে হইবে।

(৪) গবাদি পশু খোয়াড়ে রাখার ১০ (দশ) দিনের মধ্যে মালিক কর্তৃক খোয়াড় ভাড়া ও গবাদি পশুর খাবার খরচ বাবদ অর্থ পরিশোধকরতঃ পশুটি পুনরুদ্ধার না করা হইলে উক্ত পশু প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রি করিতে হইবে এবং বিক্রিত অর্থ হইতে বর্ণিত ফি ও খাবার খরচ প্রদান করিয়া গবাদি পশুর মালিককে প্রদান করা হইবে অথবা বিক্রয়ের ১৫ দিনের মধ্যে কোন দাবীদার পাওয়া না গেলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী তহবিলে জমা করিতে হইবে।

(৫) Cattle-Trespass Act, 1871 (Act. I of 1871) এর section 19 এর বিধান অনুযায়ী নিলাম ক্রয়কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পুলিশ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২৮। **উত্তরাধিকারবিহীন সম্পত্তির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম।**—(১) কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকার না রাখিয়া মারা গিয়াছে এবং উক্ত সম্পত্তির কোন দাবীদার নাই, সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই তথ্য জানার পর ঐ সম্পত্তি দখলে লইবেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদের তালিকা তৈরি করিয়া পুলিশ কমিশনারকে অবহিত করিবেন, তবে উক্ত তালিকায় কোন পশু থাকিলে সেই পশুর মূল্যসহ সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে এবং বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পশুটি খোয়াড়ে রাখিতে হইবে।

(২) উত্তরাধিকারবিহীন সম্পত্তি রাখিয়া যাওয়া ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য ন্যূনতম ৫ হাজার টাকা হইলে পুলিশ কমিশনার এ্যাডমিনিস্ট্রেটর জেনারেলের সহিত যোগাযোগ করিবেন যাহাতে বিষয়টি Administrator General's Act, 1913 (Act. III of 1913) কিংবা কার্যকর অন্য কোন আইনের আওতায় নিষ্পত্তি করা যায়।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার সংশ্লিষ্ট মালামালের উল্লেখপূর্বক এইমর্মে একটি ঘোষণাপত্র জারী করিবেন যেন কোন ব্যক্তির উক্ত সম্পদের মালিকানার দাবী থাকিলে সংশ্লিষ্ট ঘোষণা জারীর ৩ মাসের মধ্যে তাহার সম্মুখে কিংবা তাহার পক্ষে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার সম্মুখে দাবী পেশ করিয়া দাবী প্রতিষ্ঠা করেন।

(৪) সংশ্লিষ্ট সম্পদ বা উহার কোন অংশ শীঘ্রই নিষ্পত্তিযোগ্য বা প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয়যোগ্য হইলে কিংবা সম্পদটি পশুপক্ষী হইলে বা সম্পদের মূল্য ৫০০ টাকা বা তাহার কম মূল্যের হইলে, ইহা অতিসত্ত্বর পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে নিলামে বিক্রি করা যাইবে এবং এইরূপ বিক্রয়ের সমুদয় প্রক্রিয়া অন্যান্য সম্পদের মত একই পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) পুলিশ কমিশনার কোন দাবীদারের স্বত্ব প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইলে কিংবা উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত মতে দাবীদার প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ সম্পদ জব্দ করিতে এবং পুলিশের হেফাজতে রাখিতে যে ব্যয় সাধিত হইয়াছে তাহা দাবীদারের নিকট হইতে কর্তন করিয়া বা আদায় করিয়া দাবীদারকে সংশ্লিষ্ট মালামাল বা সম্পদ সরবরাহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদানের পূর্বে পুলিশ কমিশনার যথার্থ মনে করিলে বর্ণিত সম্পত্তি যাহাকে হস্তান্তর করিবেন তাহার নিকট হইতে জামানত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৩) এর অধীন ঘোষণায় উল্লিখিত সময়কালের মধ্যে কোন ব্যক্তি এইরূপ মালামালের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে তাহা সরকারের নির্দেশ মোতাবেক নিষ্পত্তি করা হইবে এবং উপ-বিধি (৪) অনুযায়ী তাহা বিক্রীত না হইয়া থাকিলে কমিশনারের নির্দেশে নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

২৯। **ওজন ও পরিমাপ কারচুপি বিষয়ে পরিদর্শন জব্দ ও তল্লাশীতে পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা।**—(১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা পুলিশ কমিশনার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষভাবে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, কোন ওয়ারেন্ট ব্যতিরেকে, কোন দোকান বা তদসংলগ্ন এলাকায় ব্যবহৃত ও রক্ষিত কোন ওজন পরিমাপক বা যন্ত্র ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মনে করিলে, তল্লাশী ও পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) কোন পুলিশ কর্মকর্তা কোন দোকান বা স্থানে ওজন পরিমাপক বা যন্ত্রসমূহে কোন ত্রুটি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ খুজিয়া পাইলে তিনি তাহা জব্দ করিয়া জব্দকৃত মালামালের তথ্য সংশ্লিষ্ট উপ-পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং পুলিশ কমিশনার বা তাহার নিকট হইতে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত ওজন পরিমাপক বা যন্ত্রাদিতে কোন কারচুপির প্রমাণ পাইলে উহা ধ্বংস করিবেন এবং যথার্থ আইনী উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(৩) আদর্শ ওজন পরিমাপন যন্ত্র পুলিশ কমিশনার এবং অপরাধ বিষয়ক বিভাগ ও গোয়েন্দা শাখার সকল উপ-পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে রক্ষিত থাকিবে, কোন ওজন পরিমাপক বা যন্ত্র এইরূপ আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে তাহা কারচুপি বলিয়া গণ্য হইবে।

৩০। **বেওয়ারিশ কুকুর ধ্বংসকরণ।**—পুলিশ কমিশনার সময়ে সময়ে, সরকারী বিজ্ঞপ্তির দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, কোন কুকুর বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সময়কালে রাস্তায় বা সরকারী কোন স্থানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করিলে বা ঘোষিত সময়কালের মধ্যে পাওয়া গেলে তাহা ধ্বংস করা হইবে এবং প্রয়োজন হইলে, এইরূপ ধ্বংস সাধনে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে।

৩১। **কুকুরের কামড়ে আহত হওয়ার তথ্য প্রাপ্তির পর পুলিশের দায়িত্ব।**—(১) কোন ব্যক্তিকে কুকুর কামড়াইয়াছে এইরূপ কোন ঘটনা থানায় রিপোর্ট হইলে ডিউটি অফিসার জেনারেল ডায়েরীতে তাহা রেকর্ড করিবেন এবং কুকুরে কামড়ানো ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কুকুরটি যদি কোন মালিকের হইলে কুকুর কামড়ানোর ১ দিনের মধ্যে উক্ত মালিককে কুকুরটি বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করিতে বলিতে হইবে এবং একই সাথে বিষয়টি জেনারেল ডায়েরীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) উপ-পুলিশ কমিশনার সংশ্লিষ্ট কুকুরের র‍্যাবিজ আছে কিনা তাহা ভেটেরিনারি কর্মকর্তার মাধ্যমে সনাক্ত করার ব্যবস্থা করিবেন এবং র‍্যাবিজ থাকিলে উহা ধ্বংস করার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং র‍্যাবিজ সনাক্তের বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে কুকুর কামড়ানো ব্যক্তিকে জানাইবেন।

(৪) উপ-পুলিশ কমিশনার কুকুরের মালিককে ভেটেরিনারী অফিসার দ্বারা পরীক্ষাকরণ, কুকুরটি ধ্বংসকরণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী, আক্রান্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ সমুদয় ব্যয়ের অর্থ প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং অধ্যাদেশের ধারা ৭০ এর অধীন মালিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) মালিকহীন মিশ্র জাতের কুকুর হইলে, সম্ভব হইলে ইহার অবস্থান জানিয়া, জব্দ করিয়া সিটি কর্পোরেশন খোয়াড়ে, পর্যবেক্ষণ বা ধ্বংসসাধনের জন্য যাহা প্রয়োজন হয়, রাখা যাইতে পারে।

৩২। **ব্যক্তি বা শিশু হারানো**।—(১) শিশুসহ যে কোন ব্যক্তি হারানোর ঘটনা থানায় এবং ফাঁড়িতে রিপোর্ট করা হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট ইউনিটের জেনারেল ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন নিখোঁজ সংবাদ জানার পর যে ব্যক্তি বা শিশু হারাইয়াছে তাহার বিবরণ ও ছবি সংগ্রহকরতঃ গোয়েন্দা শাখাসহ সকল পুলিশ ইউনিটকে ত্বরিৎগতিতে জানাইতে হইবে।

(৩) গোয়েন্দা শাখা উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন নিখোঁজ সংবাদ প্রাপ্ত হইলে মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা লইবে এবং বিবেচ্য সময়কালে হারানো ব্যক্তি বা শিশুর কোন সন্ধান না পাওয়া গেলে, বিবরণ তালিকা অপরাধ গোয়েন্দা গেজেটে (Criminal Intelligence Gazette) প্রকাশ করিতে হইবে।

৩৩। **অসুস্থ্য প্রাণীর ধ্বংসকরণ**।—(১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা রাস্তায় বা কোন সরকারী স্থানে কোন প্রাণীকে অসুস্থ বা মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় দেখিলে এবং এইরূপ অবস্থায় ইহা ধ্বংস করা উচিত মনে করিলে এবং ইহার মালিক উক্ত প্রাণী ধ্বংস করার জন্য অস্বীকৃতি জানাইলে বা অনুপস্থিত থাকিলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভেটেরিনারী অফিসারকে তাৎক্ষণিকভাবে আহবান করিবেন।

(২) ভেটেরিনারী অফিসার যদি প্রত্যায়ন করেন যে, প্রাণীটি এত বেশী অসুস্থ বা আহত যে, এইরূপ পরিস্থিতিতে ইহা বাঁচিয়া থাকিলে ভয়ংকর হইয়া পড়িবে, তবে পুলিশ কর্মকর্তা উহার মালিকের সহিত পরামর্শ ব্যতিরেকে ইহা ধ্বংস করিতে বা ধ্বংস করার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী কোন প্রাণী ধ্বংসকালীন সময়ে ইহা গণ দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।

(৪) অসুস্থ প্রাণীর চিকিৎসার্থে কোন অর্থ ব্যয়িত হইলে সংশ্লিষ্ট প্রাণীর মালিক উক্ত চিকিৎসা ব্যয় পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩৪। **ভাসমান বা বিপজ্জনক মানসিক রোগীর বিষয়ে পুলিশের ক্ষমতা ও কর্তব্য।**—প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহার কার্যপরিধির এলাকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘোরাফেরারত কোন ব্যক্তিকে পাগল মনে করিলে তিনি তাহাকে গ্রেফতার করিতে বা গ্রেফতার করণের উদ্যোগ লইতে পারিবেন এবং তাহার কার্যপরিধির এলাকায় পাগলামির কারণে কাউকে বিপদজনক মনে করিলে তিনি তার বিরুদ্ধে Lunacy Act, 1912 (Act. IV of 1912) অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৫। **ভবঘুরে ও ভিক্ষুক।**—(১) পুলিশ কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পুলিশ কর্মকর্তা আপাত দৃষ্টে প্রতীয়মান কোন ভবঘুরেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ভবঘুরে পুলিশ কর্মকর্তার সহিত যাইতে অস্বীকৃতি জানাইলে বা ব্যর্থ হইলে তাহাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা যাইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে Vagrancy Act, 1943 (Act. VII of 1943) এর section 20 এবং অধ্যাদেশের ধারা এর ৮১ অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) রাস্তায়, বিশেষভাবে রাস্তার কোনায় এবং জংশনে (ত্রিরাস্তা, চৌরাস্তা) যেখানে সিগন্যালিং পদ্ধতির কারণে যানবাহনের ট্রাফিক বিরতি থাকে, বাজারে, ব্যাংকে, বিদেশীদের জন্য আকর্ষণীয় স্থানে এবং অভিজাত আবাসিক এলাকায় ভিক্ষুকের উৎপাত নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য থানার সহিত সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাগণ বিশেষ নজর রাখিবেন।

(৪) পুলিশ কর্মকর্তাগণ ভিক্ষুক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা লইতে অসুবিধার সম্মুখীন হইলে বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার এতদ্‌বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৬। **বিস্ফোরণ জাতীয় ঘটনা।**—(১) কোন স্থানে কখনও কোন মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটিলে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত তথ্য জিডি এন্ট্রি করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুততম মাধ্যমে যেমন টেলিফোন, ওয়্যারলেস ইত্যাদি দ্বারা নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে বিষয়টি অবহিত করিবেন, যথা ঃ—

(ক) পুলিশ কমিশনার;

(খ) বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার;

(গ) উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিবি);

(ঘ) স্পেশাল এস, পি (সিটি এসবি);

(ঙ) আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনার;

(চ) পুলিশ কন্ট্রোল রুম;

(ছ) প্রধান পরিদর্শক, বিস্ফোরক পরিদপ্তর।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন বিস্ফোরণ ঘটিলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও ফোর্স লইয়া দ্রুত ঘটনাস্থলে যাইবেন এবং তিনি ঘটনাস্থল কর্ডন করিয়া আলামত সংরক্ষণ করিবেন এবং বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন, তবে তিনি আলামত ঠিক রাখিয়া তদন্ত চালাইতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন তদন্তের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত তত্ত্বাবধান করিবেন।

(৪) বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান পরিদর্শক বা বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ নির্দেশ প্রদান করিলে বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার এর নির্দেশ ছাড়া কোন ছিন্নভিন্ন অংশ এবং ধ্বংসাবশেষ স্পর্শ করা বা সরানো যাইবে না।

(৫) বিস্ফোরক তৈরী হয় বা ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোন স্থানে বা বিস্ফোরক পরিবাহিত কোন যানে অথবা বিস্ফোরক সামগ্রী বোঝাই বা খালাস হয় এইরূপ কোন স্থানে দুর্ঘটনা ঘটিয়া হতাহতের ঘটনা ঘটিলে ও সম্পদ হানি হইলে, এইরূপ সংশ্লিষ্ট যান বা স্থানের মালিককে বা উহার পরিচালনাকারীকে বিষয়টি নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান পরিদর্শককে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) সশস্ত্র বাহিনীর নিয়ন্ত্রিত কোন এলাকা, পরিবহন বা বাহনে কোন বিস্ফোরণ সংঘটিত হইলে সংশ্লিষ্ট বাহিনী উহার নিজস্ব বিধি-বিধান দ্বারা বিষয়টির তদন্ত করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটিয়া জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতি হইলে পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের নিম্নে নহেন এইরূপ কোন কর্মকর্তাকে দিয়া তদন্ত করাইবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এ উল্লিখিত তদন্তের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ উল্লেখ করিয়া একটি রিপোর্ট তৈরী করতঃ উহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান পরিদর্শক এইরূপ তদন্তে উপস্থিত থাকিবেন।

(৯) ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় কোন অপরাধের তদন্তে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের যেইরূপ ক্ষমতা থাকিবে এই বিধির অধীন তদন্ত পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

৩৭। **বোমা, বিস্ফোরক ইত্যাদি ব্যবহার (হ্যান্ডলিং)**।—(১) বিস্ফোরক সামগ্রীর ব্যবহার বিষয়ে নির্দেশনা সম্বলিত একটি পুস্তিকা তৈরী করিয়া পুলিশ কমিশনার ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল থানায় এবং সকল আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিকট ইস্যু করিবেন এবং সকল কর্মকর্তা পুস্তিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ করিবেন।

(২) সন্দেহজনক কোন বোমা আবিষ্কৃত হইলে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহার তথ্য জিডি এন্ট্রি করিয়া তাৎক্ষণিকভাবে বিধি ৩৭ এ বর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ দ্বারা বোমা বিকল না করা পর্যন্ত, বোমাটি হইতে যুক্তিসঙ্গত দূরত্বে গার্ড রাখার ব্যবস্থা করিবেন।

৩৮। **পেট্রোল, গ্যাস দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনার প্রতিবেদন।**—(১) কোন স্থানের নিকটে পেট্রোল স্টোরেজ করিলে বা গ্যাস স্টেশন চালু অবস্থায় থাকিলে এবং উক্ত পেট্রোল বা গ্যাস দহনের কারণে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া কাহারো জানমালের ক্ষতিসাধন করিলে ঐ সময়কালে ঐ পেট্রোল বা গ্যাস স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অতিদ্রুত নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক কর্মকর্তা বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষকে জানাইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ঘটনা ঘটিলে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত তথ্য জিডি এন্ট্রিকরতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্ঘটনাস্থলে গমন করিবেন এবং স্পটে যাওয়ার পূর্বে তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করিবেন ও প্রয়োজন হইলে বিষয়টি ফায়ার সার্ভিস বিভাগের নিকটস্থ ইউনিটকে জানাইবেন।

(৩) কোন স্থানে এই বিধিতে উল্লিখিত কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে পুলিশ কমিশনার দুর্ঘটনার কারণ ও প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য এই বিধিমালা অনুযায়ী একটি তদন্ত সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৯। **সালফার, সল্টপিটার, ক্লোরেট।**—(১) সীসা, গন্ধক, সল্টপিটার Arms Act, 1878 (Act. XI of 1878) তে গোলাবারুদের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় সরকার, সময়ে সময়ে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়া এই সকল সামগ্রীকে উক্ত আইনে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্স ছাড়া ক্লোরেট ব্যবহার করা যাইবে না; তবে চিকিৎসাজীবী ও কেমিস্টগণ লাইসেন্স ছাড়া এই উপাদান ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং চিকিৎসার প্রয়োজনে কোন চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ক্লোরেটযুক্ত ঔষধ বিক্রয় করা যাইবে।

(৩) ক্লোরেট বিস্ফোরক সাধারণতঃ আতসবাজি, পটকা ও স্বদেশজাত বোমার ভেতরে পাওয়া যায় এবং এই সকল আতসবাজি Explosives Act, 1884 (Act. IV of 1884) এর section 4 অনুযায়ী বিস্ফোরকের ক্যাটাগরিভুক্ত।

(৪) Explosives Act, 1884 (Act. IV of 1884) এর section 5 ও 6 এর বিধান অনুযায়ী আতস বা পটকার অননুমোদিতভাবে রক্ষণ, পরিবহন, উৎপাদন, গুদামজাতকরণ বা বিক্রি শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তবে আতস বা পটকার ডিলারগণ ১ কেজি পটকা বা আতস বিক্রির জন্য প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

৪০। **ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম**।—(১) Explosives Act, 1884 (Act. IV of 1884) এবং Explosives Substances Act, 1908 (Act. VI of 1908) এর আওতায় সকল ঘটনার রিপোর্ট গোয়েন্দা শাখায় এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান পরিদর্শকের নিকট দ্রুত পাঠাইতে হইবে এবং উক্ত রিপোর্টে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) তথ্য প্রদানকারী বা অভিযোগকারীর নাম;

(খ) ঘটনার স্থান;

(গ) সম্পদ জব্দ করার ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার তারিখ ও সময়;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও পেশা;

(ঙ) জব্দকৃত বস্তুর প্রকৃতি, পরিমাণ, সনাক্তকরণ চিহ্ন যেমন—সংখ্যা, উৎপাদনকারীর নাম ইত্যাদি;

(চ) অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাখ্যা, যদি থাকে, অপরাধকৃত মালামাল বা হাতিয়ার কোন্ উৎস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন;

(ছ) আইনের ধারার যোগসূত্র;

(জ) জেনারেল ডায়েরীর এন্ট্রি সংখ্যা।

(২) কোন বিস্ফোরণ ঘটনা বা কোন বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করার ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসার নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী পালন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) যখন বিস্ফোরক দ্রব্যের মুখোমুখি হইবেন, পুলিশ অফিসারগণ তাহার কোন কিছুই স্পর্শ করিবে না, তবে সেইগুলো দ্রুত সঠিকভাবে পাহারার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এলাকাটিকে কর্ডন করিয়া সকল অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গকে উক্ত স্থান হইতে দূরে সরাইয়া দিতে হইবে;

(খ) স্থানীয় অফিসার তাহার উর্ধ্বতন অফিসারকে অবহিত করিবেন;

(গ) যদি সামান্যতম কারণেও ধারণা হয় যে, যে পদার্থ নিয়া ঘটনাটি ঘটিয়াছে তাহা বিপজ্জনক, তবে অন্য কোনভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পদার্থটিকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে;

(ঘ) কর্ডনকৃত এলাকায় বা তার নিকটে ধূমপান, আলো, দিয়াশলাই বা আগুন জ্বালানো যাইবে না;

(ঙ) কোন কিছু নাড়াচাড়ার প্রয়োজন হইলে, তাহা ধীরে মৃদুভাবে এবং চিন্তা করিয়া সামান্য বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নাড়াচাড়া করিতে হইবে;

(চ) কোন কারণেই কোন কিছু নাড়াচাড়া, উল্টানো বা সরানো যাইবে না;

(ছ) তদন্ত শেষে কোন বস্তু বিপদজনক মনে হইলে উহা ২৪ ঘন্টা পরিষ্কার পানিতে রাখিয়া পাত্রটি ঢাকিয়া দিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের নিকট হাতে হাতে পাঠাইতে হইবে;

(জ) গান পাউডার ও ক্লোরেট মিশ্রিত অশোধিত বোমা সঠিকভাবে পানিতে রাখিয়া নিষ্ক্রিয় করিতে হইবে;

(ঝ) পানিভেজা অশোধিত বোমা ভেজা খড়, তুলা বা পশমী দ্বারা সতর্কতার সহিত প্যাক করিয়া বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠাইতে হইবে;

(ঞ) পরিবহনের সময় যাহাতে খুব কম নাড়াচাড়া বা ঝাকুনি হয় তদ্‌বিষয়ে উহার বহনকারীকে সতর্ক করিতে হইবে;

(ট) সন্দেহভাজন বোমার সহিত বিস্তারিত পুলিশি রিপোর্ট থাকিতে হইবে;

(ঠ) বোমা সুগঠিত হইলে, বোমার ভিতরে পানি ঢোকানো সম্ভব না হইলে কিংবা ওজনের দিক হইতে ইহা এক পাউন্ডের অধিক হইলে বিস্ফোরক পরিদর্শক বা বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে।

৪১। **বিষাক্ত দ্রব্যের দোকান।**—(১) যদি এই মর্মে সন্দেহ হয় যে, Poisons Act, 1919 (Act XII of 1919 এর section 7(1) অনুযায়ী মেট্রোপলিটান এলাকায় কোন স্থানে উক্ত আইনের পরিপন্থী কোন বিষাক্ত পদার্থ কাহারো দখলে রহিয়াছে যাহা উক্ত আইনের অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে পুলিশ কমিশনার উক্ত স্থানে তল্লাশি চালানোর জন্য ওয়ারেন্ট ইস্যু করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন যে ব্যক্তির নিকট ওয়ারেন্ট পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হইবে তিনি উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং তল্লাশী করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ারেন্ট নির্বাহ করিতে তল্লাশী ওয়ারেন্ট সম্পর্কিত ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

৪২। **ড্রাগস দ্বারা সংঘটিত অপরাধ।**—কোন ব্যক্তি মাদক দ্রব্য দখলে রাখিলে বা বিক্রি করিলে কিংবা উৎপাদন করিলে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ এর আইন নং ২০) এর আওতায় অভিযোগ হিসাবে পুলিশ কর্মকর্তাগণ ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪৩। **মটর দুর্ঘটনা মামলায় ব্যবস্থা গ্রহণ।**—মটরযান দ্বারা যে কোন দুর্ঘটনা ট্রাফিক পুলিশ স্পেশাল তদন্ত স্কোয়াড দ্বারা তদন্ত না হইয়া থাকিলে কেবল তখনই সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং তদন্ত চালাইবেন এবং স্থানীয় পুলিশ ট্রাফিক ব্রাঞ্চের তদন্ত দলকে সফল তদন্ত কার্য সম্পাদনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা করিবেন।

৪৪। **বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা।**—(১) যে কোন ধরণের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় কোন জানমালের ক্ষতি-সাধিত হইলে ডেসা ও ডেসকোকে, যাহা প্রযোজ্য, জানাইতে হইবে যাহাতে তাহারা তদন্ত কার্যের উদ্দেশ্যে উহাদের দায়িত্ববান কর্তকর্তাকে নিয়োগ দিতে পারেন এবং উক্তরূপ তদন্তের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধিত তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, যদি থাকে, ও রেকর্ড করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠাইতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাধারণ ডায়েরীতে ঘটনা এন্ট্রি করিয়া দুর্ঘটনায় কেহ আহত হইলে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন এবং বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

৪৫। **গুপ্তধন**।—মাটির নীচে পুতিয়া রাখা কোন মূর্তি, মুদ্রা বা অন্য কোন ধন সম্পদ এর সংবাদ কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবগত হইলে তিনি Treasure-Trove Act, 1878 (Act VI of 1878) এর section 4 এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তাহা পুলিশ কমিশনার এবং সরকারকে অবহিত করিবেন।

৪৬। **রাস্তায় থাকা লাশ অপসারণ**।—(১) স্থানীয় পুলিশ রাস্তায় বা হাটা পথে কোন লাশ পড়িয়া রহিয়াছে সংবাদটি জানার সাথে সাথে যথাশীঘ্র সম্ভব তাহা সরানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইবেন এবং প্রয়োজন হইলে, তদন্তানুষ্ঠানের জন্য স্থানীয় থানায় একটি জিডি এন্ট্রি করিবেন এবং প্রয়োজনে লাশটি অপসারণের জন্য কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করা যাইবে।

(২) কোন লাশ অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত তাহা সুন্দরভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হইবে এবং যতশীঘ্র সম্ভব তাহা রাস্তার পাশে বা কোন খোলা জায়গায় পাবলিক দৃষ্টির বাইরে সরাইতে হইবে।

৪৭। **রাস্তা হইতে পশুর মৃতদেহ অপসারণ**।—কোন পশুর মৃতদেহ রাস্তায় পড়িয়া আছে এইরূপ সংবাদ প্রাপ্তির পর জিডি এন্ট্রি করিয়া বিষয়টি টেলিফোনের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন অফিসে জানাইতে হইবে যাহারা যথাশীঘ্র সময়ে উহা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৪৮। **নেশাগ্রস্থ, মাতলামি ও মেডিক্যাল পরীক্ষা**।—(১) কোন ধরণের মাতাল পুলিশের হাতে গ্রেফতার হইলে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন) এর বিধানমতে মামলা প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) নেশাগ্রস্থ মাতাল এবং অজ্ঞান অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে তাহাকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪৯। **পোস্টার ও বিজ্ঞাপনাদি**।—(১) শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিতে সিটি কর্পোরেশন, টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ বিভাগের কিংবা সরকারের অন্যবিধ কোন সংস্থার কোন দেয়ালে, গাছে, খুটিতে বা পোস্টে কোন পোস্টার বা বিজ্ঞাপন সরাইয়া ফেলা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত স্থানে পোস্টার, বিজ্ঞাপন বা কোন পেইন্টিং করিতে থাকিলে তাহাকে গ্রেফতার করিয়া অধ্যাদেশের section ৯৫ এর আওতায় কিংবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন আইনে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা যাইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন ভবনের দেওয়ালে বা অন্য কোন স্থানে, উহার মালিকের অনুমতি ব্যতীত, কেহ পোস্টার, বিজ্ঞাপন বা কোন পেইন্টিং করিতে থাকিলে সংশ্লিষ্ট মালিকের বা দখল ভোগকারীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপ-বিধি (২) উল্লিখিত একই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫০। **আর্থিক দৈন্যঘটিত পরোয়ানা Distress warrant** ।—(১) প্রত্যেক থানায় জরিমানার ওয়ারেন্ট রেজিস্টার বিপি ফরম নং ৭২ দ্বারা সংরক্ষিত হইবে।

(২) Public Demands Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) এর আওতায় সার্টিফিকেট মামলায় ইস্যুকৃত ওয়ারেন্ট ও অন্যান্য সকল আর্থিক দূর্দশাঘটিত ওয়ারেন্ট সঠিকভাবে নির্বাহের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন এবং তিনি বাস্তবায়িত কিংবা আংশিকভাবে বাস্তবায়িত সকল আর্থিক দুর্দশাঘটিত ওয়ারেন্টগুলি ব্যক্তিগতভাবে যাচাই বাছাই করিবেন এবং ওয়ারেন্টগুলির ফলাফল ইহার পশ্চাৎপৃষ্টে পৃষ্ঠাংকন করিবেন এবং এইরূপ প্রত্যেকটি ওয়ারেন্ট যে সময়কালের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে ইহাতে সেই সময় উল্লেখ থাকিতে হইবে, যাহা সচরাচর ছয় মাসের বেশী হইবে না।

(৩) আরোপিত জরিমানা আদায় হউক বা না হউক, পুলিশ সেইগুলি নির্ধারিত সময়ে ফেরৎ প্রদান করিবে।

(৪) সময়োত্তীর্ণ ওয়ারেন্ট, কিংবা প্রত্যর্পণ হইয়াছে এমন ওয়ারেন্ট পুলিশ সদস্যগণ নিজেদের দখলে রাখিতে পারিবেন না কিংবা বকেয়া জরিমানা বা এর অংশ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন অনাদায়ীর নিকট তল্লাশীমূলক পরিদর্শন করিতে পারিবেন না যদি না তাহাদের জন্য তাহা করিতে কোন পুনঃ আদেশ জারী করা হয়।

(৫) যদি প্রতীয়মান হয় যে কোন দেনাদার ব্যক্তি তাহার বকেয়া জরিমানার টাকা প্রকৃতই পরিশোধ করিতে পারিবেন, তবে পুলিশ কর্মকর্তাগণ সাথে সাথে নতুন ওয়ারেন্ট পাওয়ার লক্ষ্যে উক্ত অধিক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিষয়টি রিপোর্ট করিবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মন্তব্য কলামে "কোন সম্পদ নাই" শুধু ইহাই লিখিবেন।

(৬) যখন কোন নতুন ওয়ারেন্ট পাওয়া যাইবে (প্রথমটির পরবর্তী) উহা রেজিস্টারে লাল কালিতে এন্ট্রি করিতে হইবে এবং ইহা নতুন এন্ট্রি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং মন্তব্য কলামে মূল ওয়ারেন্টের বৎসর এবং মাসের রেফারেন্স উল্লেখ করিতে হইবে।

(৭) কোন দেনাদার মৃত্যুবরণ করিলে তিনি কোথাও কোন সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন কি না উহা নিরুপণের জন্য একটি চূড়ান্ত ও নিয়মমাফিক তদন্ত করিতে হইবে।

(৮) সকল আদায়কৃত জরিমানা ওয়ারেন্ট এর সাথে যথাশীঘ্র ম্যাজিস্টেটের নিকট জমা দিতে হইবে।

(৯) সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রতি তিন মাসে একবার প্রত্যেক থানার রেজিস্টার চাহিয়া পাঠাইবেন এবং আদালতের জরিমানা রেজিস্টারের সাথে তাহা মিলাইয়া দেখিবেন এবং তিনি আরো দেখিবেন যে পুলিশি তদন্ত নিয়মিত এবং যথাযথভাবে রেকর্ড করা হইয়াছে কিনা।

(১০) জরিমানা রেজিস্ট্রারের দায়িত্বপ্রাপ্ত করণিক কোনভাবেই তুলনার কার্যটি সম্পন্ন করিবেন না, ইহা ম্যাজিস্ট্রেট যখনই সম্ভব নিজেই করিবেন এবং যখন অন্য অধিক্ষেত্রের (Jurisdiction) আরোপিত জরিমানা তাহার অধিক্ষেত্রের জন্য প্রয়োগযোগ্য অথচ আদায় হয় নাই, সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করতঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নজরে আনিবেন, যাহাতে ইহার প্রতিকার এবং রেজিস্টার হইতে তাহা অপসারণ করা যায়।

(১১) অন্য অধিক্ষেত্র হইতে আরোপিত জরিমানার আদায় বিষয়ে থানার রেজিস্টারের এন্ট্রিগুলি ম্যাজিস্ট্রেটের নগদান বইয়ের সহিত প্রতি ৩ মাসে একবার মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

৫১। **সমন**।—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত সব ধরণের বৈধ সমন দ্রুততার সহিত যথাস্থানে পৌছাইতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তির জন্য সমনটি জারী হইবে সম্ভব হইলে সমনটির একটি ডুপ্লিকেট কপি তাহাকে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬৯ এর বিধানুযায়ী সমন বহনকারী কর্মকর্তা সমনের এক কপি প্রাপককে প্রদান করিয়া অন্য কপির উল্টাপৃষ্ঠে সমন প্রাপকের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমন গ্রহণে বা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে প্রদানকারী কর্মকর্তা সমনের উপর তাহা লিখিয়া কোর্টে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

(৪) যথাযথ প্রচেষ্টার পরও সমনকৃত ব্যক্তিকে না পাওয়া গেলে সমনটির এক কপি ঐ পরিবারের কোন পুরুষ সদস্য বা তাহার সাথে বসবাসকারী অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রদান করা যাইবে।

(৫) যে ব্যক্তির হাতে সমনটি প্রদত্ত হইবে তাহার নিকট হইতে অন্য কপির উল্টোপিঠে স্বাক্ষর লইতে হইবে এবং সমন প্রদানকারী সমনের ডুপ্লিকেট কপিতে লিখিয়া রাখিবেন যে তিনি তাহার সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো সত্ত্বেও সমনকৃত মূল ব্যক্তিকে পান নাই কিংবা ঐ ব্যক্তি কৌশলে তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন।

(৬) যথাযথ প্রয়াস সত্ত্বেও সমন প্রদান না করা গেলে সমন প্রদানকারী কর্মকর্তা কোন সাক্ষীর উপস্থিতিতে, সমনকৃত ব্যক্তি যে বাড়ীতে সচরাচর বাস করেন সেই বাড়ীর কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য অংশে, সমনটির একটি ডুপ্লিকেট কপি লটকাইয়া রাখিয়া আসিবেন।

(৭) কোন সমন যথাযথভাবে জারী করা না গেলে উহা ফেরৎ আনা চলিবে না সমন প্রদানের সকল পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে পালন করিতে হইবে।

(৮) কোন সমন সাধারণত কোন ভাবেই প্রদান করা সম্ভব না হইলে সকল কার্য্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে মর্মে রিপোর্টে উল্লেখকরতঃ গরজারী হিসাবে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

(৯) কোন সমন ফেরৎযোগ্য দিনের পর ফেরত দেওয়া যাইবে না অর্থাৎ মামলার শুনানীর দিনের আগের দিন সকাল সাড়ে দশটার পরে সমন ফেরত দেওয়া যাইবে না।

৫২। **জামিন বন্ড।**—(১) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিংবা জামিনের ক্ষেত্রে যদি নির্ধারিত তারিখের ঘরটি ফাঁকা থাকে কিংবা অস্পষ্টভাবে পূরণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, এইরূপ বন্ড সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন হইবে বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৯৬ ও ৪৯৭ এ বর্ণিত জামিনের বন্ড পূরণ করিতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(২) জামিন বন্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অবশ্যই স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যথাযথভাবে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন এবং বন্ডটি কার্যকর করিবেন।

(৩) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত মুচলেকায় জামিন বা জামিন ব্যতিরেকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না এবং কোন ক্রমেই ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে জামিন বন্ড স্বাক্ষর করা যাইবে না।

৫৩। **রিক্সা আটকানো।**—(১) পুলিশ থানায় বা ফাঁড়িতে কোন রিক্সা বা অন্য কোন বাহনের ড্রাইভারকে আদালতে হাজির করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তর প্রদানে বাধ্য করণার্থে আটকানো যাইবে না, এইরূপ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে জামিন মঞ্জুর করা হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি জামিন দাখিল করিতে অসমর্থ হইলে, রিক্সাটি যথাশীঘ্র সময়ের মধ্যে বুঝিয়া নেওয়ার জন্য রিক্সা মালিকের নিকট সংবাদ পাঠাইতে হইবে।

৫৪। **সিভিল কোর্ট স্টাফের প্রতি সহায়তা।**—(১) বেইলিফ বা কোন আইন বিষয়ক কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্মকর্তা সিভিল কোর্ট ওয়ারেন্ট বা ডিক্রী সম্পাদনে কোন পুলিশের সহায়তার জন্য আবেদন করিলে, সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে শান্তিভঙ্গের যৌক্তিক আশংকা রহিয়াছে কেবল তখনই এইরূপ সহায়তা প্রদান করা যাইবে, তবে কোন বাড়ীতে প্রবেশ, দরজা বা তালা ভাঙ্গার মত কোন প্রক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা প্রদান করা যাইবে না, এবং শুধুমাত্র শান্তি ভঙ্গ ঠেকাইতে সীমিত পর্যায়েই সহায়তা প্রদান করা যাইবে।

(২) কোন উপযুক্ত কোর্ট অফিসিয়াল কর্তৃক কোন কিছু দখলে নেওয়ার বা ডিক্রী সম্পাদনে শান্তি ভঙ্গের আশংখায় পুলিশের সাহায্য চাওয়া হইলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাটিতে পুলিশ সরবরাহ বাবদ কোন লেভী চার্জ ছাড়াই পুলিশি সাহায্য বা সহায়তা প্রদান করিবেন।

(৩) ঢাকা কালেক্টরেট এর কর্মচারী কর্তৃক সরকারী পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন সাহায্য চাওয়া হইলে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এতদ্‌বিষয়ে পুলিশি সাহায্য বা সহায়তা প্রদান করিবেন এবং এইরূপ অনুরোধের বিষয়ে উক্ত পুলিশি সহায়তার একটি রিপোর্ট কমিশনারের জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) ও (৩) এর আওতায় পুলিশি সাহায্য প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকিলে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দফতর) কে ফোর্স এর জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

৫৫। **কোর্ট হাজিরা দেওয়ার সার্টিফিকেট**।—(১)পুলিশ অফিসার কোর্টে হাজির হইলে কোর্ট হইতে কোর্টে আগমন ও নির্গমনের সময় ও তারিখ উল্লেখসহ কোর্ট হাজিরা সার্টিফিকেট পাইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সংযুক্ত থানা বা ফাঁড়িতে সংযুক্ত থাকিবে, যাহা আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনার পরীক্ষা করিবেন, তিনি ইহা জেনারেল ডাইরী ও ব্যক্তিগত ডায়েরীতে এন্ট্রির সহিত মিলাইয়া দেখিবেন।

(৩) কোর্টে আগমন ও নির্গমনে বিলম্ব হইলে বা দীর্ঘ বিরতি ঘটিলে উহা তদন্ত করিতে হইবে।

৫৬। **বিপজ্জনক ড্রাগ জব্দকরণ**।—(১) থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা মাদ্রক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন) এর আওতায় তাহার আওতাধীন এলাকায় কোন মাদক জব্দ করিলে যথাযথভাবে উহার রেকর্ড রাখিবেন।

(২) কোন ড্রাগ জব্দ করা হইলে তিনি গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারকে একটি রিপোর্ট প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত রিপোর্টে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম ও বিস্তারিত বিবরণ, কেস নম্বর ও তারিখ, ড্রাগের পরিমাণ, কোথায় পাওয়া গিয়াছে এবং জব্দকৃত মালের মূল্য এবং জব্দকৃত ড্রাগের পরিমাণ ও ওজন উল্লেখ করিতে হইবে, কেবল প্যাকেট এর সংখ্যা উল্লেখ করিলে চলিবে না।

অধ্যায়-৩

তথ্য (information)

৫৭। **আমলযোগ্য অপরাধের প্রাথমিক তথ্য রেকর্ডকরণ**।—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের অধিভুক্ত এলাকার কোন থানায় কোন আমলযোগ্য অপরাধ এর রিপোর্ট প্রথম আসিলে তথ্যটি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫৪ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিপি ফরম নং ২৭ (বিডি ফরম নং ৫৩৫৬)তে প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুযায়ী লিখিতে হইবে এবং তথ্যটির সারমর্ম জেনারেল ডায়েরী (বিপি ফরম নং ৬৫)তে ক্রস যোগসূত্র টানিয়া নোট করিতে হইবে।

(২) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানায় উপস্থিত থাকিলে প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট (এফ আই আর) তিনি নিজেই লিখিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র সাব-ইন্সপেক্টর উহা রেকর্ড করিতে পারিবেন।

(৩) প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট (এফ আই আর) যে কর্মকর্তা পাইবেন তিনি স্বহস্তে উহা লিখিয়া স্বাক্ষরযুক্ত ও সীলযুক্ত করিবেন।

(৪) কোন আমলযোগ্য অপরাধ আপাতঃ দৃষ্টিতে সত্য বা মিথ্যা, মারাত্মক বা সামান্য প্রকৃতির, দন্ড বিধির আওতায় বা কোন বিশেষ আইনে বা স্থানীয় আইনে বর্ণিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ, যাহাই হউক, পুলিশের নিকট উত্থাপিত প্রতিটি ধর্তব্য অভিযোগ এফ আই আর হিসাবে রেকর্ড করিতে হইবে।

(৫) ঘটনার সহিত পরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক সরাসরি বা জনশ্রুতিতে প্রাপ্ত হইয়া যে কোন ব্যক্তি তথ্য দিতে পারিবেন, তবে উভয় ক্ষেত্রেই আইন অনুযায়ী বিষয়টি প্রাথমিক তথ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং যাহার ভিত্তিতে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৭ এর আওতায় তদন্ত করিতে হইবে।

(৬) কোন অপরাধের তথ্য জনশ্রুতির ভিত্তিতে প্রদত্ত হইলে—

(ক) অভিযোগকারী বা প্রত্যক্ষকারীর অপেক্ষায়, সত্যতা যাচাইয়ের বা মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্য এজাহার রেকর্ড করিতে বিলম্ব করা যাইবে না;

(খ) তথ্য প্রদানকারী কর্তৃক লিখিত বা স্বাক্ষরিত পত্রের বিষয়বস্তু হইতে কোন কিছু বাদ দেওয়া যাইবে না;

(গ) জেনারেল ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৭) টেলিফোন আমলযোগ্য অপরাধের রিপোর্ট পাওয়া গেলে জেনারেল ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়া বার্তাটির সত্যতা সম্পর্কে পরীক্ষাকরণের জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে এবং তদন্তে তথ্যটি সত্য হইলে তথ্য প্রদানকারীকে না পাওয়া গেলেও বার্তাপ্রাপক কর্মকর্তা নিজেই প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এজাহার লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৮) পুলিশ কর্মকর্তাগণ অভিযোগের সত্যতা নির্ণয় করার জন্য এজাহার লিখা স্থগিত করিবেন না এবং গুরুতর আঘাত বা ধর্তব্য অপরাধের ক্ষেত্রে এজাহার রেকর্ড করার পূর্বে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করিবেন না।

(৯) সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর থানার দায়িত্বে থাকিলে কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত লিখিত রিপোর্ট গ্রহণ করিতে পারিবেন, জেনারেল ডায়েরীতে বিষয়টির সারাংশ রেকর্ড করিতে পারিবেন এবং ঘটনাটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন সাব-ইন্সপেক্টরকে জানাইতে পারিবেন।

(১০) যদি সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের নিকট কোন রিপোর্ট মৌখিকভাবে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তিনি একইভাবে ইহার সার-সংক্ষেপ জেনারেল ডায়েরীতে লিখিবেন এবং তথ্য প্রদানকারীকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত করিতে পারেন এইরূপ ক্ষমতাবান কর্মকর্তার আগমন অবধি অপেক্ষা করিতে বলিবেন।

(১১) উপ-বিধি (১০) এ উল্লিখিত রিপোর্টটি যদি জঘন্য অপরাধ সম্পর্কিত হয়, তবে সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর তাৎক্ষণিকভাবে আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারকে বিষয়টি অবহিত করিবেন এবং বিষয়টি যদি ডাকাতি বা খুন সম্পর্কিত হয় এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতারের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া তাহাদের গ্রেফতার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১২) প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট (এফ আই আর) একবার রেকর্ড হইলে কোন পুলিশ অফিসার কর্তৃক কোনভাবেই তাহা বাতিল করা যাইবে না।

(১৩) অভিযোগ প্রদানকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টটিতে সংঘটিত অপরাধের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান বা সংশ্লিষ্ট দিকগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়নি বলিয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিবেচনা করিলে তিনি মৌখিক জবানবন্দীর ভিত্তিতে ইহাকে এফ আই আর হিসাবে বিবেচনা করিয়া রেকর্ড করিতে পারিবেন এবং এইরূপ করিতে তাহাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৪ এর শর্তাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

(১৪) এজাহারকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহির পর এজাহারকারীর সকল টেলিফোন নম্বর, যদি থাকে, এজাহারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫৮। **আহত করার কতিপয় ঘটনা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রতিস্থাপন।**—সরকারী কর্মচারী হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে কেহ আহত হইয়াছেন বা প্রহৃত হইয়াছেন এইরূপ কোন প্রাথমিক তথ্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা পাইলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহার প্রাথমিক তথ্য লিখিবেন এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা এতদবিষয়ে তাহার উপ-পুলিশ কমিশনার এর পূর্ব অনুমতি পাইয়াছেন কিনা তাহাসহ ঘটনাটি জেনারেল ডায়েরীতে নোট করিয়া রাখিবেন।

৫৯। **কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের তথ্য।**—কোন পুলিশ কর্মকর্তা কোন ধর্তব্য অপরাধ সংঘটন করিয়া থাকিলে এবং তাহা থানায় তথ্য হিসাবে পাওয়া গেলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্যটি এফ আই আর হিসাবে লিখিবেন এবং বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার ও আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারকে বিষয়টি টেলিফোনে অবগত করাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত শুরু করিবেন।

৬০। **ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত কোন ধর্তব্য অপরাধ।**—(১) যখন কোন ম্যাজিস্ট্রেট কোন ধর্তব্য অপরাধের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ প্রদান করেন, যাহার কোন প্রাক-তথ্য পুলিশ পায় নাই, সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের এইরূপ লিখিত তথ্য প্রাথমিক তথ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) তদন্তের জন্য প্রেরিত প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের তারিখ উল্লেখ থাকিবে, যাহাতে ঐ ঘটনার রিপোর্ট ও বিলম্বের কারণ এর ব্যাখ্যা ম্যাজিস্ট্রেট পাইতে পারেন।

৬১। **প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট পাঠানো প্রসংগে।**—(১) এফ আই আর এর প্রথম পৃষ্ঠা (যাহা অভিযোগকারী বা তথ্য প্রদানকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত সীলযুক্ত বা চিহ্নযুক্ত) মূল পৃষ্ঠা হিসাবে বিবেচিত হইবে। এবং বিলম্ব ব্যতিরেকে ইহা প্রসিকিউশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র পুলিশ প্রসিকিউটরের মাধ্যমে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) এফ আই আর এর প্রথম কার্বন কপি অপরাধ বিভাগের সংশ্লিষ্ট উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, দ্বিতীয় কপি থানায় ভবিষ্যত রেফারেন্সের জন্য রাখিতে হইবে এবং এক কপি (কার্বনবিহীন) একই সময়ে মূল কপি হিসাবে আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৬২। **থানার সীমানা এলাকার অপরাধ**।—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকা সংলগ্ন থানাসমূহের কর্মকর্তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা নিশ্চিত করণার্থে কোন থানা কোন মারাত্মক অপরাধ সংঘটনের তথ্য পাইয়া থাকিলে তাহা সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপি ফরম নং ২৭ (ক) এ অন্য থানায় প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী তথ্য পাইয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাহাদের অপরাধ মানচিত্রে ঘঠনাস্থল চিহ্নিত করিয়া রাখিবেন এবং জেনারেল ডায়েরীতে ঘটনাটি তুলিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৩) অপরাধ বিষয়ক বিশেষ রিপোর্ট এবং কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সংঘটিত কোন মারাত্মক অপরাধের কোন তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার এবং গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারকে তাৎক্ষণিকভাবে টেলিফোনে অবহিত করিবেন।

৬৩। **অধিক্ষেত্র (Jurisdictions) নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা**।—(১) দুই বা ততোধিক থানার মধ্যে কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে এবং উহার অধিক্ষেত্র নির্ণয়ে জটিলতা দেখা দিলে, যে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সংবাদটি প্রথম পৌছিবে তিনি কোনভাবেই তাহা তদন্ত করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না, কাল বিলম্ব না করিয়া ঘটনার তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্তের পর যদি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনে করেন ঘটনাটি তাহার অধিভুক্ত এলাকার বাহিরে সংঘটিত হইয়াছে, তিনি তখন মামলাটি যে থানার অধিভুক্ত সে থানায় হস্তান্তর করিবেন।

(৩) কোনক্ষেত্রে একই অপরাধ দুই বা ততোধিক থানার অধিভুক্ত হইয়া থাকিলে বা থানাসমূহে যুগপৎভাবে অভিযোগ করা হইয়া থাকিলে পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্বে উপ-পুলিশ কমিশনারের নির্দেশের জন্য সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আবেদন করিবেন।

(৪) কোন অপরাধের রিপোর্ট রিপোর্টকৃত কর্মকর্তার অধিক্ষেত্রের বাহিরে হওয়ার কারণে আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ যে থানার অধিক্ষেত্রে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে সেই থানায় প্রেরণ করিবেন এবং ঘটনা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সতর্কতা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির গ্রেফতারের তথ্যাদিও ঐ থানায় জানাইতে হইবে।

(৫) যখন কোন অপরাধের কোন অংশ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে এবং অবশিষ্ট অংশ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে কিংবা অপরাধ এক এলাকায় শুরু হইয়া অন্যান্য এলাকায় ক্রমশঃ সংঘটিত হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এবং উপ-পুলিশ কমিশনারগণ পত্র যোগাযোগ মাধ্যমে একটি মামলার সিদ্ধান্তে আসিলে তবেই পুলিশ রিপোর্ট দাখিল করা যাইবে।

৬৪। **মামলা বাতিলকরণ**।—(১) অন্য কোন থানায় বা জেলায় কিংবা ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় কোন মামলার তদন্ত স্থানান্তরিত বা বদলী না হইলে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর অনুমতি ছাড়া কোন এফ আই আর বাতিল করা যাইবে না।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৪ অনুসারে কোন তথ্য ও গোয়েন্দা রিপোর্ট রেকর্ডকৃত হইলে এবং তদন্ত শেষে উহা বিদ্বেষজনক মিথ্যা হইলে কিংবা আইনের ঘটনার ভুলের কারণে মিথ্যা হইলে কিংবা আদালত অগ্রাহ্য (Non cognizable) হইলে, কিংবা সিভিল মামলার বিষয় হইলে উপ-পুলিশ কমিশনার এফ আই আর এবং চূড়ান্ত রিপোর্টের সাথে যাবতীয় রেকর্ড পত্রাদি বাতিলকরণের আদেশের জন্য সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন আদেশ প্রাপ্তির পর লাল কালি দ্বারা ক্রস চিহ্নিত করিয়া এফ আই আর এর বাতিল করিয়া আদেশকৃত ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, নম্বর, ও তারিখ নোট করিবেন এবং অতঃপর তিনি মামলার রেকর্ডসহ মূল আদেশ নথিজাত করিবার জন্য উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৬৫। **অভিযোগ প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত চুরি হইয়া যাওয়া মালামালের তালিকা**।—(১) কোন সম্পদ হারানো বা চুরির ক্ষেত্রে অভিযোগ প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট হইতে চুরি হওয়া মালামালের একটি স্বাক্ষরিত তালিকা, বিবরণসহ, গ্রহণ করিতে হইবে এবং এফ আই আর এ নোট করিয়া রাখিতে হইবে।

(২) কোন অভিযোগকারী ব্যক্তি প্রাথমিক তথ্য প্রদানকালে মালামালের তালিকা প্রদানে ব্যর্থ হইলে, তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট একটি লিখিত তালিকা শীঘ্রই পেশ করিবেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তালিকাটি যেদিন পাইবেন সেইদিনই কেস ডায়েরীতে উহা উল্লেখ করিবেন এবং এফ আই আর এ রাখার জন্য চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট তাহা প্রেরণ করিবেন।

৬৬। **রেলওয়ে এলাকায় সংঘটিত অপরাধের তথ্য**।—রেলওয়ে অঙ্গণে সংঘটিত কোন অপরাধের তথ্য ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় কোন থানায় প্রদত্ত হইলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা সাদা কাগজে লিখিয়া সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন যাহাতে মামলাটি নিবন্ধিত হইয়া রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক তদন্ত করা হয় এবং প্রয়োজন হইলে ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬৭। **শোরগোল নোটিশ জারীকরণ**।—(১) গোয়েন্দা তথ্যের তাৎক্ষণিক প্রচারের প্রয়োজনে এবং সীমান-সংলগ্ন থানাসমূহের মধ্যে সহযোগীতা বৃদ্ধিকল্পে রেলওয়ে পুলিশ ইচ্ছা করিলে এইরূপ শোরগোল নোটিশ বিপি ফরম নং ২৮ দ্বারা জারী করিবেন এবং এই নোটিশ নিম্নলিখিত শ্রেণীর মামলাসমূহের ক্ষেত্রে জারী করিতে হইবে, যেই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ গ্রেফতার হয় নাই কিংবা চুরি হওয়া মালপত্র উদ্ধার হয় নাই, যথাঃ—

(ক) খুন;

(খ) ডাকাতি;

(গ) হাইওয়ে ও বাড়ীতে ডাকাতি;

(ঘ) আইনগত হেফাজত হইতে কয়েদি পলাতক;

(ঙ) পেশাদার অপরাধী কর্তৃক প্রতারণার ঘটনা;

(চ) অস্ত্র ও গোলাবারুদ চুক্তি;

(ছ) সকল ধরণের সংগঠিত অপরাধ যাহাতে ডাকাতদল সংশ্লিষ্ট বা অন্য এলাকায় অধিবাসী হিসাবে পরিচিত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট;

(জ) এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ মামলা যাহাতে অপরাদী অপরাধ সংঘটনের পর পলাতক কিংবা যাহাতে বিরাট মূল্যমানের সম্পদ চুরি হইয়া গিয়াছে।

(২) যে কর্মকর্তা এজাহার (এফ আই আর) পাইবেন তিনিই শোরগোল নোটিশ লিখিবেন এবং নোটিশটির অতিরিক্ত কপি উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট এফ আই আরসহ পাঠাইতে হইবে, যিনি অপরাধ গোয়েন্দা গেজেট দ্বারা তাহা প্রচারের ব্যবস্থা লইবেন।

(৩) কোন থানা শোরগোল নোটিশ পাওয়ার সাথে সাথে রেজিস্টারে এবং জেনারেল ডায়েরীতে লাল কালি দ্বারা এন্ট্রি করিবে এবং সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, নোটিশে উল্লিখিত বিষয়ের উপর তদন্ত সম্পন্ন করিবে এবং ইহার ফলাফল সংক্ষিপ্তাকারে সম্পূরক কেস ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিবে।

(৪) শোরগোল নোটিশ বিষয়ে গৃহীত সকল পদক্ষেপ প্রতিটি নোটিশে সুস্পষ্টভাবে লিখিয়া রাখিতে হইবে যাহা ধারাবাহিকভাবে নম্বরকৃত ও ফাইলযুক্ত হইবে এবং দুর্বৃত্তের সফল সনাক্তকরণ এবং চুরি যাওয়া সম্পদের খোঁজ প্রদানকারীকে পুরস্কৃত করা হইবে।

৬৮। **ওজন, পরিমাপনে কারচুপি বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির পর গৃহীতব্য ব্যবস্থা**।—(১) যখন কোন দোকানে বা এলাকায় ওজন ও পরিমাপে কারচুপির আশ্রয় নেওয়া হয়, কোন উৎস হইতে এইরূপ তথ্য কোন থানা পাইয়া থাকিলে, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৩-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশ কমিশনার কর্তৃক এই বিষয়ে বিশেষভাবে বা সাধারণভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পুলিশ কর্মকর্তা কোন ওয়ারেন্ট ব্যতিরেকে ঐ স্থানে প্রবেশ করিয়া ওজন বা পরিমাপনের জন্য ব্যবহৃত বাটখারা, পরিমাপযন্ত্র পরিদর্শন ও তল্লাশি করিতে পারিবেন।

(২) কোন দোকান বা উহার আঙ্গিণায় কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি এইরূপ কোন বাটখারা বা পরিমাপ যন্ত্র পান যাহা নকল বা জাল বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে তিনি উক্ত দ্রব্যাদি জব্দ করিয়া জব্দকৃত বস্তুর বিবরণসহ তথ্যাদি সাথে সাথে পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) পুলিশ কমিশনার উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিবেন এবং উহা জাল বা নকল প্রমাণীত হইলে সেইগুলিকে ধ্বংস করাইবেন।

৬৯। **শান্তি ভংগের আশংকা আসন্ন হইলে কোন ভূমির মালিক বা দখলভোগকারীকে সর্তকতা জানানো।**—(১) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কোন বিরোধের কারণে শান্তি ভঙ্গের কোন রিপোর্ট পাইলে থানা বা ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিংবা সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা, তাহার পক্ষে জরুরী প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজন না হইলে, বিপি ফরম নং ৩২ এ মালিকের প্রতি বা দখলভোগকারীর প্রতি কিংবা ঐ ভূমির স্বার্থ দাবীকারী কোন ব্যক্তির প্রতি সর্তকতা জারী করিবেন এবং উক্ত সর্তকতা ঐ ভূমির মালিক বা দখলভোগকারী বা স্বার্থ দাবীকারী ব্যক্তিকে দন্ড বিধির ১৫৪ ধারার আওতায় আনিলে দাঙ্গা সৃষ্টির শীর্ষাবস্থায় থাকিয়া আপত্তি ঠেকানোর জন্য প্রয়াসী হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সর্তকতা নোটিশ দুই কপি করিয়া ইস্যু করিতে হইবে এবং যে ব্যক্তির নিকট ইহা পাঠানো হইবে তাহার দস্তখত বা টিপসহি ডুপ্লিকেট কপিতে নির্ভরযোগ্য কোন স্বাক্ষীর সামনে লইতে হইবে, স্বাক্ষীর নাম ও ঠিকানা নোট করিতে হইবে এবং উক্ত সর্তকতা প্রদান করার সময় ও তারিখ সর্তকতার নোটিশের ডুপ্লিকেট কপিতে বসাইতে হইবে, যাহা পরবর্তীতে অফিস কপিতে বসাইতে হইবে।

৭০। **মুদ্রা নোট জালিয়াতি।**—(১) কোন থানা মুদ্রা নোট জালিয়াতির কোন সংবাদ কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত শুরু করিবেন এবং বিষয়টি গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারকে রিপোর্ট করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন রিপোর্টপ্রাপ্ত হইলে উপ-পলিশ কমিশনার কারেন্সী অফিসার, বাংলাদেশ ব্যাংক-কে বিষয়টি অবগত করাইবেন এবং রিপোর্টের একটি কপি যুগপৎভাবে অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিআইডি-কে পাঠাইবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রিপোর্টের প্রতিটি নোট ও নোটের ক্রমসংখ্যার বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্যাদি থাকিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) মুদ্রার একক (Denominations);

(খ) ক্রম অক্ষর ও সংখ্যা;

(গ) সাধারণ সংখ্যা;

(ঘ) সার্কেল এবং পুরোনো টাইপের নোটের তারিখ;

(ঙ) প্রকাশের স্থান;

(চ) প্রকাশের তারিখ;

(ছ) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাকি হাতে তৈরী।

(৪) নোট পদ্ধতিগতভাবে তৈরী নাকি হাতে তৈরী প্রথম দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া না গেলে যথাশীঘ্র সময়ের মধ্যে বিশেষজ্ঞ মতামত সংগ্রহ করিতে হইবে এবং কারেন্সী অফিসারের নিকট একটি সম্পূরক রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কারেন্সী অফিসার উপ-বিধি (৪) এর অধীন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর যদি মনে করেন যে, জালিয়াতিটি নতুন এবং ইহা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তৈরী এবং রিপোর্টের সাথে নোট পাঠানো না হইয়া থাকিলে, তিনি সাথে সাথে উক্ত নোট পাঠাইবেন যাহাতে অন্যান্য কারেন্সী অফিসারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা যায় এবং অতঃপর উক্ত নোট তিনি পুনরায় পুলিশের নিকট ফেরৎ পাঠাইবেন যাহাতে আরো তদন্ত করা যায়।

(৬) তদন্তের জন্য কারেন্সী অফিসার পুলিশকে সকল প্রক্রিয়াজাত তৈরী নতুন জাল নোটসমূহ সকল মূল্যমান নির্বিশেষে পাঠাইতে বলিবেন এবং ১০ টাকা ও তদূর্ধ্ব মানের সকল জাল মুদ্রা কারেন্সী অফিসার এর নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৭) যদি জালিয়াতির অপরাধের সম্ভাবনা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে একটি মামলা শুরু করা হইবে এবং বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্ত করা হইবে এবং গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার উক্ত মামলা যথাযথ ও সঠিকভাবে দায়ের করার বিষয় এবং উক্ত মামলার তদন্ত অনুষ্ঠানের বিষয় দেখাশুনার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৮) যেক্ষেত্রে তদন্ত সম্পন্নের পর মামলা শুরু করা হইবে না, সেক্ষেত্রে জাল টাকাসহ চূড়ান্ত রিপোর্ট কারেন্সী অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে যাহাতে তদন্তের ফলাফল প্রথম রিপোর্ট এর চলমান প্রক্রিয়ার সাথে প্রদর্শন করা থাকিবে।

(৯) চার্জ শীট আকারে কোন মামলা প্রেরণ করা হইলে চূড়ান্ত রিপোর্টের সাথে একটি রায়ের কপি প্রেরণ করিতে হইবে।

(১০) গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিআইডি-কে সরকারের অবগতির জন্য কারেন্সী নোটের মারাত্মক জালিয়াতির ঘটনাটি রিপোর্ট করিতে হইবে এবং উক্ত রিপোর্টে জালিয়াতি কোন্ এলাকায় সংঘটিত হইয়া কোথায় ছড়াইতেছে, ব্যাপক সংখ্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে কি না, তদন্তে জালিয়াতির কোন সিরিজ সনাক্ত হইয়াছে কি না ইত্যাদি বিস্তারিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

৭১। **প্রাথমিক তথ্য প্রদান করা হয় নাই এমন মামলা।**—প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট প্রয়োজন হয় নাই অথচ পুলিশ কর্তৃক তদন্ত হইয়াছে অধ্যাদেশের অধীন এইরূপ মামলাসমূহ, সিটি করপোরেশনের আওতায় মামলাসমূহ, (Motor Vehicles Ordinance. 1983 (Ord. No. LV of 1983) এর অধীন মামলাসমূহ, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৭, ১০৯, ১১০ ও ১৪৫ এর অধীন মামলাসমূহ এবং দন্ড বিধির আওতায় ধর্তব্য অপরাধসমূহ, যদি বর্ণিত বিধিসমূহ আদালত গ্রাহ্য (cognizable) অপরাধের সহিত সম্পর্কিত না থাকে, বিপি ফরম নং ৩৩ (বিডি ফরম নং ৫৩৫৭)-এ রেজিস্টারে রক্ষিত থাকিবে।

অধ্যায় ৪

তদন্ত (investigation)

৭২। **তদন্ত**।—ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুযায়ী তদন্ত বলিতে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ব্যক্তি (ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত) কর্তৃক সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহের জন্য পরিচালিত সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং যাহা,—

(ক) সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম;

(খ) ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে পুলিশ অফিসার বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংগৃহীতব্য সাক্ষ্য প্রমাণ; এবং

(গ) কোন অপরাধের সন্দেহভাজন; সংঘটনকে অনুসরণ করিবে।

৭৩। **তদন্তের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব**।—(১) কোন থানার অধিক্ষেত্রে সকল তদন্ত কার্যের সার্বিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর থাকিবে।

(২) অনিবার্য ও জরুরী পরিস্থিতি ব্যতীত কোন ফৌজদারী মামলার তদন্তে সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নের কোন পদাধিকারী কর্মকর্তাকে সাধারণভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, তবে জরুরী পরিস্থিতিতে সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরকে সংশ্লিষ্ট উপ-পুলিশ কমিশনার তদন্ত করার ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

৭৪। **তদন্ত হইতে বর্জন**।—(১) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ব্যতীত প্রত্যেক আদালতে কোন অপরাধের বিচার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তদন্ত হইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৭ এর আওতায় কোন মামলার তদন্ত হইতে কোন থানার কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিবৃত্ত হইতে পারিবেন;

(খ) যদি চুরিকৃত মালামাল সনাক্তযোগ্য না হয়;

(গ) মালামাল খুব কম মূল্যমানের হয়;

(ঘ) যদি সংবাদদাতা বা অভিযোগকারী কর্তৃক বর্ণিত পরিস্থিতিতে কোন ইঙ্গিত বা সনাক্তকরণের জন্য তেমন কোন সুযোগ না থাকে, তাহা হইলে তদন্ত হইতে নিবৃত্ত হওয়া যাইবে।

(২) কোন মামলার তদন্ত হইতে নিবৃত্ত হওয়ার বিষয়টি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সকল থানার জেনারেল ডায়েরী এবং অপরাধ রেজিস্টারে অভিন্নভাবে নোট করিতে হইবে।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৭ এর আওতায় কোন তদন্ত অস্বীকৃত হইলে বিপি ফরম নং ৩৭ক দ্বারা ইহার কারণ এবং বর্জনের কারণটি অভিযোগকারী বা তথ্য প্রদানকারীকে জানাইতে হইবে।

৭৫। **অধিক্ষেত্রের বাইরে তদন্ত**।—ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৬ এর শর্তানুযায়ী আঞ্চলিক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পদের কোন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিত থানার কোন কর্মকর্তা অন্য কোন থানা এলাকায় কোন কর্তব্য পালন কিংবা কোন তদন্তকার্য চালাইতে পারিবেন না।

৭৬। **গণ হয়রানি বর্জন**।—(১) কোন পক্ষ বা জনগণের প্রতি যাহাতে কোন অহেতুক হয়রানি বা অসুবিধা না হয় সেইদিকে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ লক্ষ্য রাখিবেন।

(২) তদন্তে যে সকল ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে কেবলমাত্র তাহাদেরকেই সমন করিতে হইবে।

(৩) যদি সাক্ষী থানায় যাইতে অসুবিধা বোধ করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা সেক্ষেত্রে নিজে সাক্ষীর গৃহে গমন করিবেন।

(৪) অনানুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষীকে একান্তে প্রশ্ন করিতে হইবে, কোনভাবে কোন সাক্ষীকে কটূক্তি করা যাইবে না।

৭৭। **তদন্তের সময়কাল, বিলম্ব বর্জনীয়**।—(১) তদন্তকারী কর্মকর্তা যখনই সম্ভব কোন বিরতি ছাড়া তদন্ত করিবেন, তবে অনিবার্য পরিস্থিতিতে বিরতি নিতে হইলে উহা কেস ডায়েরীতে লিখিতে হইবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের স্বার্থে যাহা সহজভাবে দ্রুততম সময়ে করা যাইতে পারে উহা না করিয়া তাহার অধিক্ষেত্রের বাইরে অগ্রসর হইতে চাহিলে, তাহার ইচ্ছা আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারকে জানাইতে হইবে এবং উপ-পুলিশ কমিশনার এর নিকট হইতে এইরূপ কার্যের অনুমতি লইতে হইবে।

(৩) আঞ্চলিক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার দেখিবেন যে,—

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭৩ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়কালে তদন্ত সম্পন্ন করিয়াছেন কি না;

(খ) উপ-বিধি (২) এর বিধান অপব্যবহার হয় নাই; এবং

(গ) উক্ত তদন্ত সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছে।

(৪) তদন্ত শেষে রিপোর্ট প্রদানে বিলম্ব ঘটানোর চর্চাকে নিরুৎসাহিত করিতে হইবে এবং যে ঘটনার তদন্তে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ পরিচিত সেই ঘটনার রিপোর্ট চটজলদি সম্পন্ন করার জন্য আঞ্চলিক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার জোর তাগিদ দিবেন।

(৫) কোন ম্যাজিস্ট্রেট কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কোন তদন্তের নির্দেশ দিলে ইহা সম্ভাব্য দ্রুততার সহিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং সম্ভব না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অগ্রগতি জানাইয়া প্রত্যাশিত সম্পন্নের তারিখ জানাইবেন।

(৬) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৫ অথবা ধারা ২০২ এর আওতায় আনীত অভিযোগের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৭৮। **ভবঘুরে মামলা**।—(১) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৪ কিংবা অধ্যাদেশের ধারা ১০০-তে বর্ণিত যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ানো ভবঘুরে গ্রেফতার হইলে এবং গ্রেফতার পূর্ববর্তী কোন সময়ে জেল হাজতে প্রেরিত হইয়া থাকিলে এবং কোন অপরাধমূলক রেকর্ড পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে কাগজ পত্রাদি তাৎক্ষণিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ড নাই বা রেকর্ড নাই এইরূপ কোন ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয়ভাবে জেল হাজতে যাহাতে না থাকে, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহা দেখিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

৭৯। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি কর্তৃক পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ**।—(১) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি সরাসরি গ্রেফতার হইলে পুলিশ কর্তৃক তাহার প্রতি কোন নিষ্ঠুর আচরণ করা হইয়াছে কি না বা কোন অভিযোগ আছে কি না এতদ্বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং উক্ত প্রশ্ন এবং উত্তর কেস ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) যদি নিষ্ঠুর আচরণের কোন অভিযোগ থাকে তদন্ত কর্মকর্তা তখনই বন্দী সম্মত হইলে সেখানেই বন্দীর দেহ পরীক্ষা করিবেন এবং নিষ্ঠুরতার কোন চিহ্ন তাহার দেহে পাওয়া গেলে উহা রেকর্ড করিবেন তবে এইক্ষেত্রে দৃশ্যমান চিহ্নটি নিষ্ঠুর আচরণ ব্যতীত অন্য কোনভাবে হইয়াছে কি না, যেমন গ্রেফতারে বাধা প্রদান, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

(৩) বন্দী যদি তাহার দেহ পরীক্ষা করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তবে ঐ অস্বীকৃতি এবং ইহার কারণ রেকর্ড করিতে হইবে।

(৪) যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা নিষ্ঠুর ব্যবহারের অভিযোগ বিশ্বাস করার মত কারণ পান, তাহা হইলে বন্দীর অভিযোগ, শারীরিক পরীক্ষার রেকর্ড, অন্য কোন সাক্ষ্য প্রমাণসহ সম্ভব হইলে বন্দীর অভিযোগের সহিত জড়িত পুলিশ কর্মকর্তা সহকারে বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট বিষয়টি তদন্তপূর্বক নির্দেশ প্রদানের জন্য প্রেরণ করিবেন।

৮০। **কেস ডায়েরী ও সম্পূরক কেস ডায়েরী**।—(১) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭২-তে উল্লিখিত কেস ডায়েরীর বিধানমতে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তাকে কেস ডায়েরীতে নিম্নলিখিত বিষয়াদি দেখাইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যে সময়ে তিনি তথ্য পাইয়াছেন;

(খ) তদন্ত শুরু এবং বন্ধ করার সময়;

(গ) যে সকল স্থান পরিদর্শন করা হইয়াছে;

(ঘ) পরিস্থিতির বর্ণনা, যাহা তাহার তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চত হওয়া গিয়াছে;

(ঙ) ঘটনা যতটুকু নিশ্চিতভাবে অর্জিত হইয়াছে;

(চ) যে দিকটির উপর পুনঃ সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ জরুরী;

(ছ) তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয় ব্যতিত অন্য কিছু এন্ট্রি করার প্রয়োজন হইবে না, তবে পাবলিক প্রতিনিধি, ওয়ার্ড কমিশনার এবং এইরূপ কাহারো সহযোগীতা গ্রহণ করা হইলে উহা নোট করিতে হইবে।

(৩) কোন তথ্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদান করা হইলে তাহার নাম কেস ডায়েরীতে উঠানো যাইবে না, তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার নাম এবং প্রাপ্ত তথ্য পৃথক একটি গোপনীয় রিপোর্টে সন্নিবেশ করিবেন এবং একই সাথে উহা কেস ডায়েরীতে সংক্ষেপে নোট করিয়া রাখিবেন।

(৪) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৩ এর বিধানমতে কোন তল্লাশি চালানো হইলে, গ্রেফতার কার্যকর করা হইলে, কোন সম্পদ পাওয়া গেলে, ঘটনার বিবরণ কি ধরনের, ঘটনার কত অংশ নিশ্চিত হওয়া গিয়াছে, পুনরায় সাক্ষ্য প্রমাণ জরুরী এমন বিষয় এবং তদন্ত সম্পন্ন করিতে পুনঃ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে ডায়েরীতে প্রাপ্ত প্রতিটি ক্লু উল্লেখ করিতে হইবে, এমনকি অহেতুক মনে হইলেও তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিটি পদক্ষেপ সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করিতে হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় সাক্ষীর রেকর্ডকৃত বক্তব্যও রাখিতে হইবে।

(৫) অন্য কোন কর্মকর্তা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সহায়তা করিয়া থাকিলে পূর্বোক্ত কর্মকর্তা অভিন্নভাবে একটি সম্পূরক কেস ডায়েরী (প্রতিটি কেসের তদন্ত সম্পর্কে) দাখিল করিবেন।

৮১। **কেস ডায়েরী লেখার নির্দেশাবলী**।—(১) প্রত্যেকটি কেসের তদন্ত শেষে কেস ডায়েরী দাখিল করিতে হইবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় লইয়া বিপি ফরম নং ৩৮ এ কেস ডায়েরী লিখিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) দিনের শেষে না লিখিয়া তদন্ত অগ্রগতির সাথে সাথেই লিখিতে হইবে;

(খ) প্রতিটি এন্ট্রির সময় যে স্থানে লিখিত সেই স্থানের নাম সর্ব বামের কলামে লিখিতে হইবে;

(গ) প্রতিটি ডায়েরীর শেষে স্থান, সময় এবং যে মাধ্যমে ইহা ডেসপাচ বা বিলি হইয়াছে ইত্যাদি বিষয়ে ইহার একটি নোট লিখিতে হইবে;

(ঘ) মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে পরিদর্শন করা হইলে এবং সেখানে থাকিতে হইলে তাহাও ডায়েরীতে নোট করিতে হইবে;

(ঙ) দুই বা ততোধিক দিনের ডায়েরী এক শীটে লেখা বা ডেসপাচ করা যাইবে না;

(চ) এক ডায়েরীতে দুই বা ততোধিক কেস এর রিপোর্ট করা যাইবে না;

(ছ) প্রতিদিন পৃথক পৃথক ডায়েরী প্রতি কেসের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

(২) ডায়েরী কার্বন দিয়া দুই কপি লিখিতে হইবে এবং দিনের শেষে কার্বন কপিটি ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬১ তে রেকর্ডকৃত বক্তব্য এবং ধারা ১০৩ ও ১৬৫ এর আওতায় উদ্ধারকৃত মালামালের তালিকার সাথে একত্র করিয়া আঞ্চলিক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৩) সি আই ডি'র কোন কর্মকর্তা দ্বারা তদন্ত নিয়ন্ত্রিত হইলে উক্ত কর্মকর্তা আঞ্চলিক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট ডায়েরীর কপি প্রেরণ করিবেন।

(৪) বিশেষ রিপোর্টের কেস, এস আর কেস, গোয়েন্দা শাখা যাহা নিয়ন্ত্রণ করে তাহা বাদে, এর ক্ষেত্রে ডায়েরীর এবং সাক্ষীর জবানবন্দীর একটি অতিরিক্ত কার্বন কপি তৈরী করিতে হইবে এবং মামলাটি রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক বা রাজনৈতিক প্রকৃতির হইলে ডায়েরীটির কপি সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্টের নামে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নামে পাঠাইতে হইবে।

(৫) প্রতিটি ফরমে পৃথক ছাপানো নম্বর থাকিবে যাহা ধারাবাহিকভাবে গোটা বইটিতে বসাইতে হইবে, যাহাতে একই সংখ্যা সম্বলিত দুইটি ফরম না থাকে এবং তদন্ত সমাপ্তিতে মূল ডায়েরীর শীটগুলি বই হইতে সরাইয়া একত্রে ফাইলবন্দ করিতে হইবে এবং প্রতিটি ফইলকে প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট এর নম্বর, মাস ও বছর সহকারে ডকেট করিতে হইবে, তাহা ছাড়া পেশকৃত চূড়ান্ত রিপোর্টে অভিযোগকারী, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তদন্তকারী কর্মকর্তা নামও থাকিবে।

(৬) প্রতিটি মামলায় ডায়েরী উপর হইতে নীচের দিকে লিপিবদ্ধ হইবে, যাহাতে সর্বশেষ লেখা ডায়েরী সর্বনিম্নে থাকে এবং প্রতিটি মামলার ডায়েরী নথির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ক্রমানুসারে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নম্বরকৃত হইবে।

(৭) জটিল কেসসমূহে অনেক ক্লু এবং অনেক ব্যক্তি তদন্তের আওতায় আসিয়া থাকে এই কারণে এইরূপ ব্যক্তি ও প্রতিটি ক্লু তদন্তকারী কর্মকর্তা সূচিভুক্ত করিবেন এবং অন্য একটি পৃষ্ঠায় ব্যক্তি বা ক্লু সমূহের যোগসূত্র উপযুক্ত স্থানে দিনক্ষণ অনুসারে টানিতে হইবে এবং ইহা নিশ্চিত করিতে হইবে যে, তদন্তে কোন ব্যক্তি বা ক্লু খোজার ক্ষেত্রে কোন সময়ের অপচয় হয় নাই।

(৮) কোর্ট অফিসারের নিকট চার্জশীট প্রেরণ করার সময় তদন্ত কর্মকর্তা তাহার মূল কেস ডায়েরীগুলি পাঠাইবেন এবং কেসটি নিষ্পত্তি হওয়ার পর কোর্ট অফিসার তাহা ফেরৎ পাঠাইবেন।

(৯) কেস ডায়েরী বাংলা ভাষায় লিখিতে হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৩ অনুযায়ী জবানবন্দী সর্বদা সাক্ষীর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা উহা করিতে অপারগ হইলে তিনি উহা অনুবাদ করিয়া দেশী ভাষায় লিখিবেন।

(১০) সাক্ষীদের সমন করিবার বিষয়ে এবং আদালতের জন্য পেশকৃত কাগজপত্র সঠিকভাবে উপস্থাপনের দায়িত্ব থাকিবে প্রসিকিউটিং অফিসারের এবং বিচারের জন্য প্রেরিতব্য পূর্ণাঙ্গ কেস ডায়েরীতে নিম্নরূপ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কেসটির প্রকৃত ঘটনার সারাংশ এবং সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা এবং প্রমাণযোগ্য দিক;

(খ) ডকুমেন্টারী হিসাবে পেশকৃত সাক্ষ্যসমূহ ডায়েরী হইতে পৃথক করিয়া নথিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ক্রমিক নম্বর দিতে হইবে;

(গ) অফিসার এবং অন্যান্য ব্যক্তির নাম যাহারা অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্বের কোন দন্ড প্রমানের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন; এবং

(ঘ) বন্দী সনাক্তকৃত কিনা তাহা লাল কালিতে লিখিতে হইবে।

(১১) কোন হত্যা মামলার ক্ষেত্রে কোন আলোকচিত্র থাকিলে, ঐ আলোকচিত্রের একটি কপি কেস নম্বর, নাম, ভিকটিমের বয়স, বাবা-মার নামসহ ঠিকানা আলোকচিত্রের নিম্নে নোট করিয়া ডায়েরীর সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(১২) কেসের সহিত সম্পর্কযুক্ত এনকোয়ারী স্লিপের বহিঃস্থ মুড়ী স্পেশাল ডায়েরীর সাথে নথিবদ্ধ করিতে হইবে, স্লিপের কাউন্টার ফয়েলে একটি ক্রস রেফারেন্স প্রদান করিতে হইবে।

(১৩) মামলার নিষ্পত্তির পর তদন্ত কর্মকর্তা সহকারী পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে ডাইরী গ্রহণ করিয়া অসনাক্তকৃত এবং অন্যান্য নিষ্পন্ন কেসের সহিত একত্র করিয়া নথিবদ্ধ করিবেন।

(১৪) ৬ মাসের ডায়েরীগুলি (জানুয়ারী—জুন এবং জুলাই—ডিসেম্বর) নিম্নোক্ত নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করিতে হইবে, তারিখ ও সময়কাল চিহ্নিত করিতে হইবে, সংরক্ষণার্থে গোয়েন্দা শাখার সেন্ট্রাল রেকর্ড অফিসে পাঠাইতে হইবে, যেখানে-সেগুলি থানাভিত্তিক নথিবদ্ধ হইবে এবং রেকর্ড অফিসে জমাকৃত কোন ডায়েরী কোন স্টেশন অফিসার চাহিলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি চাহিদাপত্র পাঠাইবেন, যথাঃ—

(ক) ডাইরীসমূহ বান্ডিল আকারে মাসিক ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া নিম্নোক্ত উপায়ে রাখিতে হইবে, যথা ঃ—

(অ) জামিনযোগ্য মামলার ডাইরীগুলী ১ বছর সংরক্ষিত থাকিবে অতঃপর ধ্বংস করিতে হইবে;

(আ) বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যা মামলার ডাইরীসমূহ দুই বছর সংরক্ষণ করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে;

(ই) দন্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৪৮৬, ৪০৭, ৪১১, এবং ৪১৪ এর আওতায় মামলাসমূহ এবং ১০০ টাকা বা ইহার নীচের মূল্যের সম্পদ চুরি বা ধারা ৪৫১, ৪৫২, ও ৪৫৩ এর আওতায় মামলা বা মামলার ন্যায় ক্ষেত্রসমূহের ডায়েরী তিন বছর সংরক্ষণ করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে;

(ঈ) অধ্যাদেশ বা দন্ডবিধির আওতায় পুলিশ কর্মকর্তা বা কনস্টেবল অভিযুক্ত হইয়াছেন এইরূপ মামলার স্পেশাল ডায়েরীর কার্বন কপি পাঁচ বছর সংরক্ষিত থাকিবে, অতঃপর ধ্বংস করিতে হইবে এবং এইরূপ মামলার মূল ডায়েরী অন্য চার শ্রেণীর যে কোন একটির বিধান মোতাবেক সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(উ) অন্যান্য সকল ডায়েরী ১০ বছর সংরক্ষণ করিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।

(খ) মামলা শেষ পর্যায়ে 'ঘটনার ভুল' বা "আইনের ভুল" কিংবা আমল অযোগ্য (Non-cognizable) হিসাবে ঘোষিত হইলে ঐগুলির জন্যও ডাইরীর শ্রেণীবদ্ধকরণ অনুসরণ করিতে হইবে;

(গ) কার্বন পদ্ধতিতে ডায়েরীর কপিকরণ ফটোকপি পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যাইবে, তবে গোপনীয়তা নিশ্চিত করিতে ঢাকা মেট্রোপলটন পুলিশের মেশিনে ফটোকপি করিতে হইবে এবং এর প্রতিটি কপি তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

৮২। **কেস ডায়েরী হেফাজতকরণ**।—(১) কেবলমাত্র নিম্নোক্ত পুলিশ কর্মকর্তাগণ কেস ডায়েরী দেখিতে পারিবেন, যথাঃ—

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তা;

(খ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপরস্থ কোন পুলিশ কর্মকর্তা;

(ঘ) কোর্ট অফিসার;

(ঙ) উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসের কোন কর্মকর্তা বা সহকারী, বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে; এবং

(চ) উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তা।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-পুলিশ কমিশনার পুলিশ কর্মকর্তা ছাড়াও অন্য কোন ব্যক্তিকে কেস ডায়েরী দেখার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তা তাহার দখলে থাকা কেস ডায়েরীর নিরাপদ হেফাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৪) কোন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা আপীল হইলে, উহার মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কেস ডায়েরী ' গোপনীয়' হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) কেস ডায়েরী তালাবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত হইবে এবং যখন এক কর্মকর্তা হইতে অন্য কর্মকর্তার নিকট পোস্ট অফিসের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে প্রেরিত হইবে তখন আচ্ছাদিত কভারে প্রাপকের নামে পাঠাইতে হইবে এবং উপরে "কেস ডায়েরী " লিখিতে হইবে এবং কোর্ট অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইলে উহা তাহার নামে পাঠাইতে হইবে।

(৬) যাহার নিকট কেস ডায়েরী পাঠানো হইবে কেবল তিনিই ইহার কভার খুলিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা অনুপস্থিত থাকিলে, কভারটির উপর তারিখসহ সীলযুক্ত করিয়া দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা উহা রাখিবেন বা অগ্রায়ন করিবেন।

(৭) কেস ডায়েরী উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসে প্রেরিত হইলে তাহার সম্মুখে খুলিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার বা অফিস সহকারীর নিকট কার্যকর ব্যবস্থার জন্য প্রদান করিতে হইবে এবং এইরূপ অফিসার বা অফিস সহকারী বিধি (৯) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি উপ-পুলিশ কমিশনার বা অন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিবেন।

(৮) কোর্ট অফিসে গৃহীতব্য কেস ডায়েরীর কভারটি কোর্ট অফিসার কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা বা অন্য কোন উপরস্থ কর্মকর্তা খুলিতে পারিবেন।

(৯) যখন কোন কর্মকর্তা কেস ডায়েরীর কভার খুলিবেন তিনি উপ-বিধি (৬) অনুযায়ী কভারের উপরে স্ট্যাম্প করিয়া লিখিবেন কিংবা কভারে কোন তারিখ না থাকিলে যে তারিখে তিনি ইহা গ্রহণ করিয়াছেন ঐ তারিখ বসাইবেন অথবা ডায়েরীটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া একই বিষয় সংশ্লিষ্ট অন্য ডায়েরীর সাথে নথিবদ্ধ করিয়া তাহার হেফাজতে রাখিবেন।

(১০) আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং কোর্ট অফিসার ডায়েরীর প্রতি পৃষ্ঠায় স্ট্যাম্প ও তারিখ বসাইবেন এবং প্রতিটি সংলগ্নিতে, যেমন-ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬১ অনুযায়ী রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, মানচিত্র, ফটোগ্রাফ ও সার-সংক্ষেপ ইত্যাদিতেও তারিখ ও স্ট্যাম্প বসাইবেন।

(১১) প্রত্যেক তদন্ত কর্মকর্তার একটি আয়রন চেস্ট থাকিবে এবং প্রত্যেক আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারের এইরূপ যথোপযুক্ত কোন আধার থাকিবে যাহাতে কেস ডায়েরীসমূহ তালাবদ্ধ করিয়া রাখা যায়।

৮৩। **ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় জবানবন্দী রেকর্ডকরণ**।—(১) কোন মামলার তদন্ত কালীন সময়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬১ এর আওতায় তদন্ত কর্মকর্তার প্রতি যদি নির্দেশ থাকে যে, তিনি কোন স্বাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করিবেন বা তদকর্তৃক কোন স্বাক্ষীকে পরীক্ষা করা যাইবে না, তবে তিনি উক্ত নির্দেশের অযৌক্তিক চর্চা করিতে পারিবেন না।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬১ মোতাবেক তদন্তকালে একজন তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা মামলার ঘটনার সহিত পরিচিত যে কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং পরীক্ষার পর উপযুক্ত মনে হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবেন এবং জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিবার সময় তিনি ঘটনার সহিত প্রাসঙ্গিক কোন কিছুই বাদ দিবেন না।

(৩) তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকৃত সাক্ষীদের পরীক্ষাকরণের সময় সকল বক্তব্য রেকর্ড করিতে হইবে এবং বক্তব্য সাক্ষীর নিজস্ব ভাষায় রেকর্ড করিতে হইবে এবং ইহা মামলার ঘটনার সহিত সম্পর্কিত হইতে হইবে এবং সাক্ষীর নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, সেল ফোনসহ আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর, যদি থাকে, জবাববন্দীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) তদন্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬১ মোতাবেক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী ধারা ১৭২ এ উল্লিখিত শর্তে কেস ডায়েরীর অংশ গঠন করিবে না, তবে ইহা পৃথকভাবে রেকর্ডকৃত হইবে এবং কেস ডায়েরীর সাথে সংযুক্ত হইবে, কার্বন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করিয়া কেস ডায়েরীতে চলমান শীটে সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৫) কোন নির্দিষ্ট কেস ডায়েরীতে সংযুক্ত জবানবন্দীর সংখ্যা এবং প্রতিটি জবানবন্দীতে পৃষ্ঠা সংখ্যা কেস ডায়েরীতে নোট করিতে হইবে এবং কোন তদন্ত কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে পরীক্ষা করিয়া কিংবা ধারা ১৬১তে জবানবন্দী রেকর্ড করিয়া কেস ডায়েরীতে একটি সংক্ষিপ্ত নোট তৈরী করিবেন।

৮৪। **মৃত্যুকালীন ঘোষণা**।—(১) কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও জবানবন্দী গ্রহণ করিতে না পারিলে এবং কোন ব্যক্তির আসন্ন মৃত্যুর আশংকা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ডকৃত হইয়া থাকিলে ঐ মৃত্যু ঘোষণা রেকর্ড করার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রয়োজন হইবে এবং ইহা অভিযুক্ত ব্যক্তি কিংবা সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে করিতে হইবে এবং স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) মারাত্মকভাবে আহত কোন ব্যক্তির আসন্ন মৃত্যুর আশংকা থাকিলে, এবং তাহাকে হাসপাতালে পাঠানো হইলে, তদন্ত কর্মকর্তা মেডিক্যাল অফিসারকে সতর্ক করিয়া জানাইবেন যে, উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দী প্রয়োজনে একজন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক রেকর্ড করিতে হইবে।

(৩) উপ-দফা (১) বা (২) এর কোন্‌টি গ্রহণীয় হইবে, এই বিষয়ে দ্বিধা থাকিলে তদন্ত কর্মকর্তা উপ-দফা (১) অনুযায়ী কার্য করিবেন।

৮৫। **অপ্রকৃতস্থতার বিষয়ে পুলিশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না।**— ধর্তব্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি পাগল কিনা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে না, পুলিশ কর্মকর্তাগণ সকলকে সুস্থ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং যদি অপরাধ প্রমাণিত হইলে বন্দীকে বিচারের জন্য প্রেরণ করিবেন, কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা আসামীর মধ্যে অপ্রকৃতস্থের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলে তিনি আদালতকে অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করার অনুরোধ করিবেন।

৮৬। **আদালত অগ্রাহ্য মামলায় (Non-cognizable) তদন্ত।**—(১) কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৫ এর আওতায় কোন পুলিশকে কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য প্রদান করা হইলে, যে মামলাটি আদালত গ্রাহ্য নয় কিংবা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২০২ এর অধীন তদন্ত কোন্ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা উল্লেখপূর্বক ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার উক্ত তারিখের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইলে, উক্ত তারিখে বা উহার পূর্বে বিলম্বের কারণ ও কোন তারিখে উহা পৌছানো সম্ভব হইবে তাহা জানাইয়া একটি রিপোর্ট প্রদান করিবেন এবং অভিযোগ প্রদানকারী ব্যক্তিকে নির্ধারিত তারিখ জানাইয়া ঘটনাস্থলে তদন্ত কর্মকর্তার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পিটিশন এবং অভিযোগ একত্র করিয়া আঞ্চলিক উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোন অনিয়মিত নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে কিনা কিংবা উক্ত কার্যক্রমে কোন অতিরিক্ত কিছু আছে কিনা উহা উপ-পুলিশ কমিশনারের নজরে আনিবেন।

(৪) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ কোন ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৫ ও ২০২ এর আওতায় পুলিশকে আদালত অগ্রাহ্য মামলার তদন্ত নির্দেশ দিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন কিনা উহা সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে।

৮৭। **সাক্ষীর বাধ্যবাধকতা।**—চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে, কোন সাক্ষী ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার জন্য বাধ্য থাকিবেন, তবে কোন ঘটনা গেজেটেড ছুটির দিনে সংঘটিত হইলে এবং তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ঘটনার শুনানীর প্রয়োজন হইলে এবং সাক্ষীর পক্ষে হাজির হওয়া অসম্ভব হইলে, সেই ক্ষেত্রে ছুটির পরের দিন তিনি উপস্থিত হইবেন এবং যদি কোন বিলম্ব বা অন্য কোন কারণে উপস্থিত হইতে না পারেন তাহা হইলে বর্ণিত পরিস্থিতি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইতে হইবে।

৮৮। **প্রেরিতব্য সাক্ষির সংখ্যা।**— (১) প্রত্যেক ঘটনার স্পষ্ট সাক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং ঘটনা প্রমাণের জন্য কতকগুলি সাক্ষী প্রয়োজন হইবে উহা সংশ্লিষ্ট ঘটনার বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) যেখানে প্রমাণিতব্য ঘটনা তেমন বিতর্কিত নয় সেইক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা প্রমাণে অপ্রয়োজনীয় সাক্ষীর প্রয়োজন হইবে না।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭১ বলে কোন সাক্ষী বা অভিযোগকারী পুলিশকে সঙ্গ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না এবং কোন অভিযোগকারী বা সাক্ষী ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭০ এর বর্ণনা মোতাবেক কোন বন্ড নির্বাহ করিতে অস্বীকৃত জানাইলে তাহাকে কাস্টডিতে রাখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অগ্রায়ন করিতে হইবে।

৮৯। **ডাক ও টেলিগ্রাফ অফিসের রেকর্ড হইতে তথ্য**।— (১) ডাক অথবা টেলিগ্রাফ অফিসের রেকর্ডপত্র কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় তদন্তের স্বার্থে লিখিতভাবে চাহিত হইলে সংশ্লিষ্ট পোস্টমাস্টার বা টেলিগ্রাফ মাষ্টার তাহাদের নিকটে থাকা তথ্যাদিসহ রেকর্ডগুলি উপস্থাপন করিবেন, বেসংঘটিত অপরাধের তদন্তের জন্য যাহা সংশ্লিষ্ট কেবলমাত্র ঐসব রেকর্ডের এন্ট্রিসমূহ দেখাইতে হইবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পোস্টমাস্টার বিষয়টি পোস্টমাস্টার জেনারেলের নিকট আদেশের জন্য প্রেরণ করিবেন এবং তিনি Evidence Act, 1872 (Act 1 of 1872) এর section 124 অনুযায়ী চাহিত তথ্যগুলি দিতে হইবে কিনা, তাহার সিদ্ধান্ত দিবেন।

(২) পুলিশ অফিসার কর্তৃক চাহিত তথ্য পোস্ট অফিসে না থাকিলে, চাহিত তথ্যগুলি আছে কি নাই কিংবা দেওয়া হইবে কি হইবে না উহা পুলিশ অফিসারকে জানাইতে হইবে।

(৩) টেলিফোন, মোবাইল ফোন এবং সাইবার ক্যাফে কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কর্তৃক কোন তদন্তের স্বার্থে লিখিত চাহিদার ভিত্তিতে কোন তথ্য চাইলে তাহা প্রদানপূর্বক সহযোগিতা করিবেন।

৯০। **চার্জশীট**।— (১) ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ১৪ এর অধীনে কোন তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ শুরু হইলে, উক্ত কর্মকর্তা যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে বা যে কোন কাউকে গ্রেফতার করিতে অসমর্থ হইয়া থাকিলেও ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭৩ এর বিধানমতে তৎক্ষণাৎ বিপি ফরম নং ৩৯ দ্বারা চার্জশীট দাখিল করিবেন।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক থাকিলে কিংবা বিচারের জন্য নিরাপত্তা হেফাজতে থাকিলে কিংবা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭০ বলে বন্ড দিয়া থাকিলে চার্জশীট দাখিল করিতে হইবে এবং আসামী পলাতক থাকিলে তদন্ত কর্মকর্তা চার্জশীটের সাথে পলাতক আসামীর সম্পত্তির তালিকা দাখিল করিবেন যাহাতে আদালত ক্রোক এর আদেশ দিতে পারেন।

(৩) চার্জশীট প্রদানকালে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী পালন করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) চার্জশীট আঞ্চলিক সহকারী কমিশনারের মাধ্যমে দ্রুততম উপায়ে ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট দাখিলের জন্য কোর্ট অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে;

(খ) আপাততঃ প্রমাণীত কোন ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন দ্রব্য রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইলে, উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট প্রাপ্তির পর চার্জশীট প্রদান বিলম্বিত করা যাইবে না;

(গ) কোন ঘটনা সংঘটনের পর পরই চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করা হইয়া থাকিলে এবং পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বা অন্যভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারে আনা হইয়া থাকিলে, চূড়ান্ত রিপোর্ট ফরম বাতিলকৃত হইবে এবং চার্জশীট দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) থানা হইতে কোর্টে স্থানান্তরকালে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিলে চার্জশীট বহাল হইবে এবং উক্ত পলাতক আসামী গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত কিংবা গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা না থাকার বিবেচনা সৃষ্টি হওয়া অবধি মামলাটি স্থগিত থাকিবে;

(ঙ) চার্জশীট দাখিল হওয়ার পর তদন্ত কর্মকর্তা বিপি ফরম নং ৪০ মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে অবহিত করিবেন, যাহার দ্বারা অপরাধ সংঘটনের তথ্য প্রথমে দেওয়া হইয়াছিল;

(চ) চুরি যাওয়া মালের তালিকা, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত মালামালের তালিকা, পূর্বেকার দোষী সাব্যস্তকরণের রিপোর্ট, জামিন এবং ফৌজদারী কার্যবিধির তফসিল ৫ এর ফরম ২৫ ও ২৬ এবং ১৭০ ধারামতে বাস্তবায়িত এবং কেসের একটি ম্যাপ যাহাতে বিধিসম্মত প্রয়োজনীয় ম্যাপ ইত্যাদি চার্জশীট ফরমের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে;

(ছ) কেবলমাত্র কলাম শিরোনামে চাহিত মূল্যবান বিবরণীসমূহ চার্জশীটে নোট করিতে হইবে;

(জ) চার্জশীটে একটি বার্ষিক ক্রম নম্বর থাকিবে এবং একটি কাউন্টার ফয়েল থানায় সংরক্ষিত থাকিবে;

(ঝ) তদন্ত কর্মকর্তা চার্জশীট একবার দাখিল করিলে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ তাহা ফেরৎ নিতে বা রাখিতে পারিবেন না, তবে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশাবলী স্থগিত করিয়া পুনঃতদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির সঠিক নাম ও ঠিকানা নিশ্চিত না হওয়া গেলে তদন্ত কর্মকর্তা রিম্যান্ড চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবেন;

(ঞ) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক পাঠানোর সময় চার্জশীটের উল্টো পৃষ্ঠে প্রত্যায়ন করিতে হইবে যে, তিনি আসামীর রেজিস্টার সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে তিনি সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে তদন্ত করিয়াছেন এবং অনুরূপ একটি সার্টিফিকেট পলাতক আসামীর ক্ষেত্রেও প্রদান করিতে হইবে;

(ট) কোন ব্যক্তির নাম যিনি আসামীর পূর্বের অভিযোগের প্রমাণ করিতে পারেন তাহাদের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নোট চার্জশীটের সহিত প্রেরণ করিতে হইবে যাহাতে কোর্ট অফিসার ফৌজদারী কার্যবিধির ৫১১ ধারাবলে তাহাদেরকে প্রমাণ করাইতে সক্ষম হন;

(ঠ) সার্টিফিকেট ছাড়াও অভিযুক্ত ব্যক্তি তার আয়ত্বাধীন এলাকায় ১০ বছরের কম বা বেশী সময় ধরিয়া বাস করিয়াছেন, এবং পূর্বেও এক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন সেই কারণে পুনঃ দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহাকে বর্ধিত শাস্তি প্রদান করা যাইতে পারে উক্ত বিষয়গুলি উল্লেখপূর্বক চার্জশীটের উল্টা পৃষ্ঠে নোট করিতে হইবে;

(ড) আসামীর পূর্বের দোষ সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে এন্ট্রিটি বিচারের জন্য পাঠাইয়া থাকিলে ঐ এন্ট্রি চলমান আইনে অন্য থানার রেজিস্টারে থাকিলে তদন্ত কর্মকর্তা এই ঘটনাটি চার্জশীটে নোট করিবেন এবং ঐ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জানাইয়া রাখিবেন যে, এইরূপ এক ব্যক্তিকে বিচারের জন্য পাঠানো হইয়াছে, যাহার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে ঐ থানার রেজিস্টার কোর্ট কর্তৃক চাহিত হইতে পারে, তিনি যেন ঐ পূর্বের অপরাধ ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেন এবং উক্ত রিপোর্টটি কোর্ট অফিসার চার্জশীটের সাথে সংযুক্ত করিয়া রাখিবেন;

(ঢ) চার্জশীটের ডুপ্লিকেট কপিতে লাল কালি দ্বারা ভলিউম সংখ্যা, দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠা এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের রেজিস্টার যাহাতে অপরাধীদের নাম রেজিস্ট্রেটকৃত আছে, এবং মামলাসমূহ যাহা সাব্যস্তকৃত বা অসাব্যস্তকৃত, সম্পদ রেজিস্টার এর এন্ট্রি সংখ্যা (যদি থাকে) ইত্যাদিও নোট করিতে হইবে;

(ণ) প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্ববর্তী অবস্থা চার্জশীটের পেছনে নীচে নিম্নোক্ত শিরোনামে লিখিতে হইবে, যথা ঃ—

(অ) পরিচিত চোর, ডাকাত, দস্যু;

(আ) নির্ধারিত আবাসবিহীন ভবঘুরে;

(ই) সন্দেহজনক চরিত্র;

(ঈ) নেশাকরণে অভ্যস্ত বা ড্রাগ আসক্ত;

(উ) গনিকা;

(ঊ) সৎ চরিত্র;

(ঋ) পূর্বগামিতা অজানা।

(৩) চার্জশীট কমপক্ষে পূর্ণ ১ (এক) দিন পূর্বে কোর্ট অফিসারের নিকট পৌছাইতে হইবে এবং এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং চূড়ান্ত ডায়েরীতে মামলার সার-সংক্ষেপ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণের সারবস্তু সংযুক্ত থাকিবে।

৯১। **কতিপয় মামলায় ম্যাপ (মানচিত্র) বা পরিকল্পনার সন্নিবেশকরণ।**—(১) চার্জশীটের সহিত একটি ম্যাপ বা পরিকল্পনা সংযুক্ত করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া খুন, ডাকাতি, ভয়ানক দাঙ্গা, ও বিস্ফোরণের দ্বারা মৃত্যু এবং ধ্বংস সংঘটিতকরণ, ডাকাত, দস্যুতা, হাইওয়ে ডাকাতি, ব্যাপক সিঁধ কাটা চুরি বা ১০০০০/- টাকার উর্ধ্বে চুরি হইয়াছে এইরূপ ক্ষেত্রে।

(২) উপ-দফা (১) এ উল্লিখিত ঘটনা ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ম্যাপ এর প্রয়োজন নাই, তবে তদন্ত কর্মকর্তা চাহিলে যে কোন কেসে ম্যাপ তৈরী করিয়া উহা পাঠাইতে পারিবেন এবং উহা তদন্তের শুরুতেই করিতে হইবে।

(৩) ম্যাপ স্কেল দ্বারা আঁকিতে হইবে, তবে স্কেলে অংকন করা সম্ভব না হইলে উহা ম্যাপের উপর নোট করা থাকিবে।

(৪) যে তদন্তকারী কর্মকর্তা ম্যাপ তৈরী করিবেন তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, আদালত কর্তৃক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের জন্য ইহা আবশ্যক এবং যাহাতে,—

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজে যাহা দেখিয়াছেন; এবং

(খ) সাক্ষী হলফ করিয়া যাহা বলিয়াছেন আদালত তাহার মধ্যে একটা পার্থক্য সৃষ্টি করিতে পারে এবং তদন্ত কর্মকর্তার বক্তব্য প্রথম গ্রুপ অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক, তাহার বক্তব্য দ্বিতীয় গ্রুপ অনুযায়ী আপাততঃ প্রমাণিত অস্বীকৃত এবং তাহা প্রাথমিক সাক্ষী হিসাবে ব্যবহার্য নয় এমন বিষয়াদি থাকিবে।

(৫) কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি ম্যাপে অন্তর্ভুক্ত হইবে, যাহাতে,—

(ক) ভবন, গাছপালা, রাস্তা, পথ এবং কেসসংশ্লিষ্ট কতকগুলি পয়েন্ট যেমন রক্ত, পদচিহ্ন, কাপড়, লাশ ইত্যাদি এবং উক্ত ব্যক্তির প্রকৃত দেখা নির্দেশিত হইবে বড় হাতের অক্ষরে "অ", "আ", "ই", ও "ঈ" ইত্যাদি দ্বারা, উক্ত অক্ষরগুলির ব্যাখ্যা ম্যাপের মার্জিনে দিতে হইবে, তবে ইহা সুবিধাজনকভাবে দেওয়া না গেলে একটি আলাদা কাগজে ব্যাখ্যা দিয়া উহা ম্যাপের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে;

(খ) সাক্ষীর নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য, যেমন- যে জায়গাটিতে সাক্ষী 'ক' দাঁড়াইয়াছিলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি কোথায় দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া 'ক' দেখিয়াছিলেন, ঘুষিটি কোথায় মারিয়াছিলেন ইত্যাদি ম্যাপে চিহ্নিত করিতে হইবে এবং ১, ২, ৩, ৪ নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে, পৃথক শীটে দেওয়া হইবে না, তবে ইহার ব্যাখ্যা দিতে হইবে অন্য একটি পৃথক শীটে।

(৬) কেসের নম্বর এবং অপরাধীদের নাম ম্যাপ এর শীর্ষে রাখিতে হইবে এবং যিনি ইহা তৈরী করিয়াছেন তাহার স্বাক্ষর সর্বনিম্নে থাকিবে এবং ম্যাপ হইবে বড় স্কেলে।

(৭) তদন্ত কর্মকর্তা ম্যাপ প্রস্তুতকারীকে একজন সাক্ষী হিসাবে বিচারে উপস্থাপন করিবেন।

৯২। **সাক্ষ্য মেমো।**— (১) চার্জশীট এবং তাহার সংলগ্নী জমা প্রদানকালে তদন্ত কর্মকর্তা যুগপৎভাবে একটি সাক্ষ্য স্মারক বিপি ফরম নং ৪১-৪৩ দ্বারা দাখিল করিবেন যাহা চূড়ান্ত কেস ডায়েরীতে সংযুক্ত হইবে এবং সাক্ষ্য স্মারকটি আলাদা রাখিতে হইবে এবং কেস স্থগিতের সময় ইহা কেস ডায়েরী হইতে খন্ড সৃষ্টি করিবে না।

(২) সহকারী পুলিশ কমিশনার বা উপ-পুলিশ কমিশনার মামলার কার্যক্রম বিষয়ে কোন পরামর্শ প্রদান করিলে তদন্ত কর্মকর্তাকে তাহা কোর্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যিনি মামলা সম্পন্ন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং কোনক্রমেই ত্রুটি অপসারণের পূর্বে, যাহা তাহার নিকট আপাততঃ দৃষ্টিতে ত্রুটি মনে হইবে, এইরূপ পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করিবেন না।

৯৩। **চূড়ান্ত রিপোর্ট**।— (১) প্রতিটি মামলার তদন্ত শেষে একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট, বিপি ফরম নং ৪২ (বিডি ফরম নং ৫৩৬৯) এ, যাহা চার্জশীটে কোন কাজে আসিবে না, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তৈরী করা হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হইবে না সেইক্ষেত্রে কেসের এবং সাক্ষ্য প্রমাণের একটা সুস্পষ্ট বিবরণ কলাম ৮ এ প্রদান করিতে হইবে এবং তদন্ত কর্মকর্তা একই কলামে কারণসহ পরামর্শ প্রদান করিবেন, যাহাতে ম্যাজিস্ট্রেট পরিসংখ্যানগত উদ্দেশ্যে কোন মামলাটি সত্য ইচ্ছাকৃতভাবে ভূয়া, ঘটনার ভুল-কিংবা আদালত অগ্রাহ্য তাহা তুলিতে পারেন।

(৩) প্রতিটি চূড়ান্ত রিপোর্ট তিন কপি করিতে হইবে এবং উহাতে একটি বার্ষিক ক্রম নম্বর দিতে হইবে উক্ত কপির এক কপি থানায় রক্ষিত হইবে, কেইস ডায়েরীর সাথে নথিবদ্ধ হইবে এবং চূড়ান্ত স্মাকের রশিদ এবং অন্যান্য দুই কপি আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) তিনটি কপিতেই প্রকৃত তারিখ এবং ডেসপাচের তারিখ তুলিতে হইবে এবং আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনার এক কপি কেস ডায়েরীতে সংযুক্ত করিবেন এবং অন্যটি মন্তব্য ও সুপারিশ সহকারে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অগ্রায়ন করিবেন।

(৫) চূড়ান্ত রিপোর্টে কোন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির হেফাজত হইতে মুক্তির জন্য বা বন্ড হইতে তাহার অব্যাহতির জন্য একটি নির্ধারিত আবেদনপত্র থাকিবে এবং জামিন ও মুচলেকা বন্ডসমূহ চূড়ান্ত রিপোর্টে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৯৪। **চূড়ান্ত রিপোর্টের উপর ম্যাজেস্ট্রিয়াল নির্দেশ**।— (১) চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,—

(ক) মামটলারি পুলিশি তদন্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন;(খ) আইনানুযায়ী কেসটি ঘোষণা করিতে পারিবেন;

(গ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩) এর আওতায় পুনঃতদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন;

(ঘ) কোন বিশেষ বিষয়ের উপর কিংবা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৯০(খ) মোতাবেক আমালে নিতে পারেন;

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি ইতিমধ্যে গ্রেফতার না হইয়া থাকেন তবে, তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২০৪ এর অধীন প্রক্রিয়া জারী করিতে পারিবেন; এবং

(চ) তদন্ত কর্মকর্তাকে সাক্ষীর নাম ঠিকানা দাখিলের জন্য বলিতে পারিবেন।

(২) রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পুনঃতদন্তের আদেশ হইলে ইহা এন্ট্রি করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করিতে হইবে এবং যদি এইরূপ তদন্তের পর তদন্ত কর্মকর্তা অভিযোগ প্রমাণিত বিবেচনা করিলে তিনি একটি চার্জশীট ফরম পেশ করিবেন, অন্যথায় প্রচলিত নিয়মে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

৯৫। **তদন্ত পুনরুজ্জীবন।**— (১) কোন ক্ষেত্রে কোন মামলার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করা হইয়া থাকিলে এবং অতঃপর কোন তথ্য বা ক্লু পাওয়া গেলে পুনরায় তদন্ত করিতে হইবে।

(২) যখন কোন কেসের তদন্ত পুনরুজ্জীবিত হইবে তখন পূর্বের রেজুলেশনটি মূল তদন্তের ন্যায় পুনঃ তদন্তের বেলায় প্রযোজ্য হইবে।

(৩) পুনরুজ্জীবিত তদন্তে বিচারের প্রয়োজনে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমান সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে, একটি চার্জশীট তৈরী করিতে হইবে বা একটি সম্পূরক চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরী করিতে হইবে যাহা মূল চূড়ান্ত রিপোর্টের মতই কার্য করিবে।

৯৬। **তদন্ত সমাপ্তির পর অভিযোগকারী বা তথ্য প্রদানকারীর সহিত যোগাযোগ কার্যক্রম।**— বিপি ফরম নং ৪২(এ) তদন্ত শেষে যখন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয় তখন তদন্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্য বিধির ধারা ১৭৩(১)(বি) এর আওতায় তথ্যদানকারীর সহিত বিপি ফরম নং ৪৩ বা ৪৩ক এর মাধ্যমে তাহার গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ে যোগাযোগ করিবেন।

৯৭। **ভুয়া কেসের কার্যক্রম।**— (১) কোন রিপোর্টকৃত মামলার তদন্ত শেষে পুলিশের নিকট বিষয়টি ভুয়া প্রতীয়মান হইলে তদন্ত কর্মকর্তা, দন্ডবিধির ধারা ১৮২ বা ২১১ এর আওতায় অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রমের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ থাকিলে চূড়ান্ত রিপোর্টের সাথে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ যুক্ত করিবেন যাহাতে ম্যাজিস্ট্রেট অবগত হইয়া ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ ধারা অনুযায়ী মামলাটি আমলে নিতে পারেন এবং তদন্ত কর্মকর্তা একই সাথে কোর্ট অফিসারকে মামলাটির একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিবেন।

(২) কেবল তখনই কোন অভিযোগ প্রদানকারীর বিরুদ্ধে ভুয়া মামলার দায়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে যখন অভিযোগটি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং বিদ্বেষপূর্ণভাবে করা হইয়াছিল।

(৩) যখন আঞ্চলিক সহকারী পুলিশ কমিশনার অভিযোগ সম্পর্কে এইমর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, ইহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য সকল সম্ভাব্য তদন্ত সম্পন্ন হইয়াছে তখন তিনি অভিযোগটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অগ্রায়ন করিবেন।

(৪) কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোন অভিযোগ পুলিশের নিকট তদন্ত বা অনুসন্ধানের জন্য প্রেরিত হইলে উহা যদি বিদ্বেষপূর্ণভাবে ভুয়া প্রমাণিত হয়, তবে তদন্ত কর্মকর্তা যে যুক্তির উপর ঘটনাটি ভুয়া প্রমাণিত উহা উল্লেখপূর্বক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং অভিযোগটি সম্পর্কে কি কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে তদ্‌বিষয়ে সুপারিশ করিবেন।

৯৮। **সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা।**—কোন সরকারী কর্মচারী তাহার অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনকালে কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়া অভিযুক্ত হইলে কিংবা সন্দেহভাজন হইলে তাহার অব্যবহিত বিভাগীয় উর্দ্ধতন কর্মকর্তা পুলিশি তদন্তের জন্য অবহিত করিবেন।

৯৯। **সাধন পদ্ধতি এবং ফৌজদারী মামলার রেকর্ড।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার অধীনে সি, আই, ও নামে ফৌজদারী মামলার রেকর্ড অফিস হইতে এবং সি আই ডি হইতে তদন্ত কর্মকর্তাগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা গ্রহণ করিবেন। উক্ত কর্মকর্তাগণ অপরাধের ও অপরাধীদের রেকর্ডসমূহ অধ্যয়নের জন্য সিআইও নিয়মিত পরিদর্শন করিবেন।

১০০। **অস্ত্র, বিস্ফোরক ও বিষাক্ত পদার্থ আইনের অধীনে মামলা সিনিয়র কর্মকর্তাদের নিকট রিপোর্ট।**—(১) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কর্মকর্তা অস্ত্র, বিস্ফোরক এবং বিষাক্ত দ্রব্য আইনের আওতায় সকল মামলার রিপোর্ট গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারসহ সকল সিনিয়র কর্মকর্তাদের নিকট মামলার কার্যক্রম শুরু করার পর কিংবা ঐ সকল দ্রব্য জব্দকরণের পর তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত রিপোর্টে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

(ক) সংবাদদাতা বা অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা;

(খ) সংঘটিত ঘটনার স্থান;

(গ) মামলার জব্দ এবং আসামীর গ্রেফতারের তারিখ ও সময়;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, পেশা, রাজনৈতিক অবস্থান (যদি থাকে);

(ঙ) জব্দকৃত মালের প্রকৃতি ও পরিমাণ, সনাক্তকরণ চিহ্ন যেমন-সংখ্যা, উৎপাদকের নাম ইত্যাদি;

(চ) অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাখ্যা (যদি থাকে), নিষিদ্ধ দ্রব্য বা হাতিয়ারের প্রাপ্তির উৎস অনুযায়ী যে ধারা ও আইনে অভিযোগ আনীত।

(৩) মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর ইহার ফলাফলের উপর একটি সম্পূরক রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

১০১। **এসিড নিক্ষেপ মামলা।**—(১) সকল এসিড নিক্ষেপ মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা এসিড নিক্ষেপে ব্যবহৃত পাত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিবেন।

(২) ঘটনাস্থলে কিংবা নিকটবর্তী স্থানে, এবং অন্যান্য প্রদর্শন সামগ্রী যাহা ঘটনাস্থলে বা নিকটবর্তী স্থানে পাওয়া যাইতে পারে যেমন-কাঁচের ভাংগা টুকরা, অন্যান্য পাত্র এবং গার্মেন্টস সামগ্রী যাহাতে এসিড নিক্ষেপিত হইয়াছিল, জব্দকরতঃ সতর্কতার সহিত সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং যদি কোন এসিড মাটির উপর পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য সামান্য পরিমাণ মাটিও জব্দ করিতে হইব।

(৩) এসিড নিক্ষেপের মামলায় কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ হইলে তাহার আংগুলে কোন হলুদ রঞ্জন রহিয়াছে কিনা যাহা সাধারণতঃ নাইট্রিক এসিড বা সাধারণ হলুদ রংয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে উহা সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(৪) তদন্ত কর্মকর্তা এসিড নিক্ষেপ মামলায় মেডিকো লিগ্যাল মতামত বা অন্য কোন বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ২ নং আইন) এর ২০ নং ধারার শর্তসমূহ অনুসরণ করিবেন এবং তদন্ত কর্মকর্তা আদালতের উদ্দেশ্য আনীত প্রদর্শন সামগ্রীর প্রমাণ রাসায়নিক পরীক্ষক (সি আই ডি) মহাখালী, ঢাকা বরাবরে পরীক্ষা ও মতামতের জন্য বিধি ৭০৪ মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসারে প্রেরণ করিবেন।

১০২। **জাল নোট ও মুদ্রা**।—(১) যখন কোন জাল কারেন্সি নোট বা জাল মুদ্রা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয় বা পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দুই বা ততোধিক সাক্ষীর সম্মুখে যথাযথ জব্দকৃত তালিকা প্রদর্শন করাইবেন এবং অনুরূপ সতর্কতার সহিত সংরক্ষণ করিবেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বিশেষ সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, ঢাকা বা জেনারেল ম্যানেজার সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস, গাজীপুর, বা কারেন্সি অফিসার বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত জাল কারেন্সি পরীক্ষা ও মতামতের জন্য প্রেরণ করবেন।

(২) জাল কারেন্সি নোট বা জাল মুদ্রার কোন প্রদর্শনী বস্তু বিচারাধীন আদালত কর্তৃক ধ্বংসের জন্য পুলিশের নিকট প্রদান করা হইলে, বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন প্রদর্শনী গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারকে জানাইয়া বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০৩। **রক্তের দাগ প্রদর্শন**।—কোন রক্তের দাগ মনুষ্য রক্ত নাকি অন্য কোন রক্ত তাহা নিরুপনের জন্য পরীক্ষাকরণের উদ্দেশ্যে প্রধান রসায়নিক পরীক্ষক (সি আই ডি), মহাখালী, ঢাকা বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

১০৪। **রক্ত সংগ্রহ, রক্তদাগ ও অন্যান্য দলিলাদি রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ**।—(১) যথাযথ পদ্ধতিতে রক্ত সংগ্রহ ও রক্তদাগ আদালতে প্রদর্শনের নিমিত্ত রাসায়নিক পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট প্রদানের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) বিশেষজ্ঞ মতামতের জন্য চাহিদা নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) জাল নোট , ডকুমেন্ট বা স্বাক্ষর, পদছাপ টেক্সটাইল, সুতা, অস্ত্র, গোলাবারুদ, ইত্যাদি তদন্ত কর্মকর্তা বিশেষজ্ঞ দিয়া পরীক্ষার জন্য স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট (বিজ্ঞান) (সি আই ডি) অথবা, ক্ষেত্রমত, গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন;

(খ) সকল রাসায়নিক দ্রব্য, রক্ত, রক্তমাখা বস্তু এবং চুল তদন্তকারী কর্মকর্তা ঢাকার মহাখালীস্থ প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক (সিআইডি) এর নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) রক্ত মাখা কোন দ্রব্য পাঠাইতে হইলে চিকিৎসা-আইনের (medico-legal value) আওতায় পড়ে এমন সকল তথ্যাদি যেমন-ব্যবহৃত হাতিয়ারের শ্রেণী, আঘাতজনিত বিবরণ ইত্যাদি দাখিল করিতে হইবে এবং পুলিশ রিপোর্টের একটি কপিও পাঠাইতে হইবে এবং যদি কোন রক্তের দাগ মানুষের রক্তের ভিন্ন হয় তাহা হইলে উল্লেখ করিতে হইবে জড়িত প্রাণীটিকে কোন প্রাণী বলিয়া সন্দেহ করা যায়।

(৪) সকল মামলায় রক্ত পরীক্ষাকরণের প্রয়োজন হইবে না, গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ, সেগুলিতে সঠিক তথ্য বাহির করার জন্য রসায়নিক পরীক্ষকের মতামত গুরুত্বপূর্ণ, কেবলমাত্র সেই সকল মামলায় রক্ত পরীক্ষাকরণের প্রয়োজন হইবে।

(৫) বিধি মোতাবেক যে সকল কেসের চূড়ান্ত ফলাফল সম্পন্ন হইয়াছে বা হইবে কিংবা ঐ সকল কেসসমূহ যাহা সেশন আদালতে বিচারাধীন ঐ সকল কেসের জন্যই কেবল দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ কেস বা সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই সেইসব ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য কোন দ্রব্য পাঠানোর প্রয়োজন নাই।

(৬) কোন জীবিত মানুষের রক্ত পাওয়া গেলে, কম জায়গায় রক্তের বেশি সংযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে, ইহাতে এক ফোটা লবণ দ্রবণ মিশাইতে হইবে তারপর ইহাকে শুকনা চুষ কাগজে চুষাইয়া (আধা বর্গ ইঞ্চি চুষ কাগজ) নিতে হইবে, তবে ব্লটিং পেপার ভালভাবে বাতাসে শুকাইয়া লইতে হইবে অন্যথায় ব্যাকটেরিয়া ও ফাংগাস ঐ রক্তকে খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিতে পারে এবং বেরোলজিক্যাল পরীক্ষা পর্যন্ত রাখা যাইবেনা।

(৭) আদালতে পেশযোগ্য প্রদর্শনী প্যাককরণ এবং পাঠানোর বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ—

১-সাধারণ নির্দেশাবলী

(ক) আদালতে পেশযোগ্য সকল প্রদর্শনী মালামাল এর পরীক্ষার জন্য ইহার প্যাককরণ এবং পাঠানোর দায়িত্ব পালন করিবেন পুলিশ কর্মকর্তাগণ, তবে যেইগুলির সংরক্ষণ মেডিক্যাল অফিসার করিয়াছেন সেইগুলি ব্যতীত;

(খ) যখন মেডিক্যাল অফিসার, ফরেনসিক বিভাগ বা অন্য কোন মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক পোষ্ট-মর্টেম পরীক্ষা করা হয়, ভিসেরা এবং অন্যান্য পদার্থে (যদি থাকে), কেসের সাথে সম্পর্কিত কোন দ্রব্য পরীক্ষার সময় দেখা গেলে বা থাকিলে তাহার প্যাককরণ, সীলকরণ এবং পাঠানোর দায়িত্ব পালন করিবেন সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল অফিসার;

(গ) পাকস্থলী ধোয়, বমি, পায়খানা ইত্যাদি মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক সংরক্ষিত হইলে এবং তাহা প্যাক, সীল ও পাঠানোর দায়িত্ব পালনের জন্য মেডিক্যাল অফিসারকে তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল অফিসার নিজেই তাহা করিবেন এবং কোন কারণে মেডিক্যাল অফিসার কোন ক্ষেত্রে তাহার দ্বারা পরীক্ষিত কোন বস্তু বিশেষ বাহক দ্বারা পাঠাইতে চাহিলে, তাহাকে গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার বা বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার এর নিকট আবেদন করিতে হইবে;

(ঘ) তদন্ত কর্মকর্তা বা কোন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই নির্দেশাবলী মোতাবেক একই পদ্ধতিতে সকল মালামাল কোর্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কোন বিশেষজ্ঞকে একটি অগ্রায়ন পত্রসহ পাঠাইবেন এবং যদি দ্রব্যসমূহের ক্ষয় হওয়ার বা বিশ্লিষ্ট হওয়ার সম্ভবনা থাকে তাহা হইলে এইগুলি ব্যাক করিবেন তদন্ত কর্মকর্তা;

(ঙ) পরীক্ষণযাগ্য মালপত্র সীলযুক্ত প্যাকেটে পাঠাইতে হইবে এবং অগ্রায়নপত্র কোন ক্রমেই সংশ্লিষ্ট পার্শ্বেল এর ভিতর ঢুকাইয়া প্রেরণ করা যাইবে না এবং এই রিপোর্ট কোন বিশেষ বাহক মারফত বা রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে ব্যবহৃত সীলের একটি নমুনাসহকারে [দফা (জ্ঞ) দ্রষ্টব্য] পাঠাইতে হইবে, ইহাতে পার্শ্বেলটি পাঠানোর তারিখ উল্লেখ থাকিতে হইবে;

(চ) সন্দেহযুক্ত পদার্থ বা হাতিয়ার পাঠাইতে মালামালের সঠিক বিবরণী রিপোর্টটিতে প্রবেশ করাইতে হইবে;

(ছ) কোন রক্ত বিবর্ণ রঞ্জন পাঠাইতে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গুড়িয়ে যাওয়া পদার্থের চেয়ে গোটা পদার্থে রক্তের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ণয় করা রসায়নিক পরীক্ষকের নিকট সহজতর, কাজেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন দাগ এবং পদার্থ (যাহাতে দাগটি পড়িয়াছে) কেমিক্যাল পরীক্ষকের নিকট পাঠানোর সময় যেন উহা অক্ষত অবস্থায় পাঠানো যায়;

(জ) কোন দাগ যদি কঠিন পদার্থের উপর হয়, যেমন সিমেন্ট ফ্লোর বা দেয়ালের উপর বা বড় এবং ভারী পদার্থের উপর যেমন দরজা, গাড়ীর জোয়াল, বড় কাঠে টুকরা বা ধাতু ইত্যাদির উপর হয় তাহা হইলে উহা ঘষা যাইবে না, তবে মেঝে বা দেয়ালের অংশবিশেষ যাহাতে দাগ আছে, যতটুকু সম্ভব, নিতে হইবে এবং এমন সাবধানতার সহিত লইতে হইবে যেন উহা ভাঙ্গিয়া না যায়;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট দাগ পশমী সুতার দ্বারা আবৃত করিতে হইবে, যাহা ঘুরাইয়া কাগজ দ্বারা মোড়াইতে হইবে এবং যাহার মার্জিন দ্রব্যটির উপর আধাযুক্ত হইবে।

(ঞ) যখন মাংস বা চামড়া প্রেরণ করা হইবে তখন উহা এলকোহলে পাঠাইতে হইবে না, তবে সাধারণ লবনের দ্রবনে পাঠাইতে হইবে;

(ট) মাটি বা প্লাস্টার পশমী সুতায় জড়াইয়া বা টিনের পাত্রে যথাশীঘ্র পাঠাইতে হইবে এবং মাটির পাত্র বা হাড়ি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে বিধায় উহা ব্যবহার করা যাইবে না;

(ঠ) পরিধানের কাপড় রক্তযুক্ত হইলে সেলাইযুক্ত কাগজের মাধ্যমে পাঠাইতে হইবে (পিনযুক্ত, গাম বা আঠাযুক্ত হইবে না), কাপড়ের টুকরাগুলি ধারাবাহিকভাবে অক্ষরযুক্ত হইবে;

(ড) সম্পূর্ণ গার্মেন্ট পাঠাইতে হইবে এবং প্রতিটি কাপড়ের উপর লেবেল লাগানো থাকিবে যাহাতে নিম্নলিখিত তথ্যাদি সন্নিবেশ থাকিবে এবং ইহার এক কপি একই হাতের লেখায় সীল ছাপসহ রিপোর্টে ঢুকাইতে হইবে, যথা ঃ—

(অ) রিপোর্ট সংখ্যা;

(আ) দ্রব্যের বিবরণ;

(ই) মালিক;

(ঈ) দেখা দাগের সংখ্যা;

(উ) কাহার দ্বারা অগ্রায়িত;

(ঊ) স্টেশন, তারিখ ও সীল;

(ঢ) লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যে—

(অ) কাপড়ের যেদিকে দাগ ঐ অংশ ভাজ করা যাইবে না, দাগ রাখিতে হইবে পুরোপুরি ফ্লাই করিয়া এবং দাগযুক্ত জায়গাটির প্রতি সমতলের উপর পাতলা পশমী সুতার পর্দা দ্বারা রক্ষা করিতে হইবে;

(আ) কোন পিপড়া বা অন্য কোন পোকা যেন দাগযুক্ত দ্রব্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহাতে খুব অল্প সময়ে দাগের অস্তিত্ব ধ্বংশ করিয়া দিতে না পারে তজ্জন্য দাগযুক্ত দ্রব্য প্রথমে কাগজে মোড়াতে হইবে তারপর সাবধানে মোমযুক্ত কাপড়ে সেলাই করিয়া টিন বা কাঠের বাক্সে আবদ্ধ করিতে হইবে;

(ই) কোন পোশাকে বীর্যযুক্ত দাগ থাকিলে তাহা বাতাসে সম্পূর্ণরূপে শুকাইতে হইবে, তারপর প্যাককরতঃ রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে;

(ণ) রক্ত মাথা ছুরি এবং হাতিয়ারসমূহে শক্তভাবে বাধা লেবেল থাকিবে, গিটে সীল লাগাইতে হইবে এবং কাটার হাতিয়ারগুলির ধারপ্রাপ্ত শন ও পাট দ্বারা প্যাক করে আবৃত করিতে হইবে এবং প্রতিটি লেবেলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি থাকিবে এবং ইহার একই হাতের লিখায় এককপি সীল গালাসহ রিপোর্টে রাখিতে হইবে ঃ—

(অ) রিপোর্ট সংখ্যা;

(আ) দ্রব্যের বিবরণ;

(ই) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম;

(ঈ) অগ্রায়িত কর্মকর্তার নাম;

(উ) স্টেশন, তারিখ ও সীল;

(ত) দ্রব্যসমূহ সংরক্ষণাকারে পাঠাইতে হইলে উহাদেরকে একটি পরিস্কার কাচের বোতল বা জারে শক্তভাবে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, এবং গলিত প্যারাফিনের অংটি দ্বারা স্টপারের চারিদিকে এমনভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে কোন ছিদ্রপথ না থাকে এবং স্টপারটি শক্ত করিয়া লাগাইয়া সীল করিতে হইবে এবং সংরক্ষণ করার পদার্থ পর্যাপ্ত হইতে হইবে যাহাতে ঐ দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ডুবানো যায় এবং সংরক্ষণ করার বস্তুটির একটি নমুনা যেমন—রেকটিফাইড স্পিরিট, সম্পৃক্ত লবন দ্রবন আলাদা বোতলে সীলযুক্ত ও লেবেলযুক্ত করিয়া নমুনা হিসাবে প্রেরণ করিতে হইবে এবং কাচের বোতল বা জার কাঠের বাক্সে রাখিয়া তাহার প্রতিটির চারিদিকে কমপক্ষে এক ইঞ্চি কাঠের গুড়া দিয়া প্যাক করিতে হইবে;

(থ) যখন অনেক দ্রব্য একসংগে পাঠানো হয় তখন সেইগুলি কাগজে জড়াইতে হইবে সীলযুক্ত করিয়া ধারাবাহিকভাবে ইংরেজী অক্ষরযুক্ত করিতে হইবে এবং পার্শ্বেল এর সহিত দ্রব্যের তালিকা অক্ষরযুক্ত ও সীলযুক্ত করিতে হইবে এবং একই হাতের লেখায় হুবহু একটি কপি রিপোর্টে সীল ছাপ দিয়া রাখিতে হইবে এবং ইহাতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি থাকিবে, যথা ঃ—

(অ) রিপোর্টের সংখ্যা ও তারিখ;

(আ) দ্রব্যের বিবরণ;

(ই) কাহার দ্বারা অগ্রায়িত;

(ঈ) স্টেশন, তারিখ ও সীল;

(উ) আইনের ধারা;

(ঊ) পুলিশ রিপোর্টের কপি;

(ঋ) মেডিকো লিগ্যাল অনুযায়ী সম্পূর্ণ হিসাব;

(দ) অগ্রায়ন পাত্রের সহিত সংযুক্ত সীলগালার উভয় পার্শ্ব পাতলা পশমী কাপড় দ্বারা রক্ষিত হইবে যাহাতে পরিবহনকালে মোম গুড়া না হইতে পারে;

(ধ) বিভিন্ন কেসের প্রদর্শনীসমূহ (আদালতে পেশযোগ্য) কোনক্রমেই একই পার্শ্বেলে অন্তর্ভুক্ত হইবে না এবং কোন আদ্র দ্রব্য পাঠানোর সময় সযতনে মোম ও কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া পৃথকভাবে পাঠাইতে হইবে;

(ন) সকল দ্রব্য সাধারণতঃ বিশেষ বাহক মারফত বা রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করিতে হইবে।

২-অস্ত্র গোলাবারুদ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী

(ক) পরীক্ষার জন্য কোন প্রদর্শনী পাঠানোর পূর্বে সতর্কমূলক নোট তৈরী করিতে হইবে এবং অবস্থাটি যাহাতে সহজে সনাক্ত করা যায় তদ্‌লক্ষ্যে উপরি-উক্ত নির্দেশ মোতাবেক দ্রব্যগুলি সযত্নে প্যাক করিয়া পাঠাইতে হইবে;

(খ) আগ্নেয়াস্ত্র পাঠানোর সময় হাতিয়ারের মুখ বন্ধ করিয়া কাঠের বাক্সে এমনভাবে ঢুকাইতে হইবে যেন উহা নড়াচড়া না করে এবং ছোট টিনে যদি আগ্নেয়াস্ত্র পাঠানো হয় তবে কোন ক্রমেই লেভেল কার্তুজ কেসের তামার বেগের নিকট সংযুক্ত করা যাইবে না এবং কার্তুজের চারদিকে লেভেল আঠাযুক্ত করিতে হইবে;

(গ) প্রদর্শনী বস্তুর সাথে সার্টিফিকেটে অগ্রায়িত করিতে হইবে এবং কোর্ট অফিসারের নিকট প্রদর্শিত বস্তু পাঠানোর পূর্বে বিপি ফরম নং ৮৬ দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে একটি সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে এবং উক্ত সার্টিফিকেট অগ্রায়ন রিপোর্ট সহকারে কোর্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঘ) অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে মেডিক্যাল অফিসার এবং রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট দাখিলকৃত তথ্য পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ হইতে হইবে;

(ঙ) রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট প্রদর্শনী সংরক্ষণ করার বিষয়ে প্রেরিতব্য তথ্য প্রদর্শনীগুলি সচরাচর ছয় মাসের জন্য প্রাপ্তির দিন হইতে রাসায়নিক পরীক্ষকের অফিসে সংরক্ষণ করা হইয়া থাকে যাহার পর তাহা ধ্বংশ করিতে হয়; বিশেষক্ষেত্রে দ্রব্যগুলি ছয় মাসের পর প্রয়োজন হইলে রাসায়নিক পরীক্ষক নোট করিবেন এবং না জানাইয়া উহা ধ্বংশ করা যাইবে না;

(চ) বিশ্লেষণের ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে জানাইতে হইবে এবং রাসায়নিক পরীক্ষকের মূল রিপোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ডের সহিত নথিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩-দলিল পরীক্ষা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী

(ক) **কাগজপত্র পাঠানো** ঃ পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষাতব্য কাগজপত্র সম্ভব হইলে খালি সীট কিংবা পাতলা বোর্ডে রাখিতে হইবে এবং খুব বড় হইলে তাহা ভাজ না করিয়া রোল করিতে হইতে এবং ভাজ করা বর্জন না করা গেলে মূল ভাজে পরিণত করার জন্য যত্নবান হইতে হইবে;

(খ) **অপ্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রেরিত হইবে না** ঃ পরীক্ষার জন্য ব্যাপক সংখ্যক ডকুমেন্ট, যাহা বিচারকালে প্রমানের জন্য প্রয়োজন হইবে, ইহাদের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রেরণ করা হইতে কর্মকর্তাগণ বিরত থাকিবেন এবং এই ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট নির্বাচনে সতর্ক থাকিতে হইবে এবং স্বল্প সংখ্যাক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট পরীক্ষার জন্য পাঠাইতে হইবে;

(গ) **চিহ্ন চিহ্নিতকরণ** ঃ সকল কাগজপত্রে একটি চিহ্নিত করণ চিহ্ন থাকিবে যেমন—এ, বি, সি বা ১, ২, ৩ ইত্যাদি এবং ডকুমেন্টের উপর অন্য কোন লেখা বর্জনীয় হইবে এবং কোন খাম বা কাপড়ে প্রেরিত হইলে খামেই একটি উপচিহ্ন বা এর পত্রে সংখ্যা লিখিতে হইবে, যেমন—একটি পত্র "এ" চিহ্নিত হইলে ইহার কভারিং খামের চিহ্ন হইবে "এ১" কিংবা চিঠিটির চিহ্ন ১ হইলে খামটির চিহ্ন হইবে "এ১" এবং ইতোমধ্যে ডকুমেন্টগুলি আদালতে প্রদর্শনের জন্য এন্ট্রি হইয়া থাকিলে আদালতের চিহ্ন অবশ্যই দেখাইতে হইবে;

(ঘ) **কাগজ সেলাইকরণ** ঃ কাগজপত্র সেলাইকরণ বা তার লাগাইতে এমনভাবে যত্ন নিতে হইবে যাহাতে কোন লিখিত অংশ ছিড়িয়া না যায়;

(ঙ) **স্বাক্ষর ও লেখার অংশ পরীক্ষাকরণ** ঃ যেক্ষেত্রে মতামত প্রয়োজন কিংবা পরীক্ষকের মনোযোগ আকর্ষন করা প্রয়োজন কেবলমাত্র সেইক্ষেত্রে স্বাক্ষর বা লেখার অংশের নির্দিষ্ট অংশ সুস্পষ্টভাবে পেন্সিল দ্বারা চিহ্নিত করিতে হইবে (কালো, লাল বা নীল কালী বর্জনীয়);

(চ) স্বাক্ষর এবং লেখার অংশে বৃত্তায়িত বা চিহ্নিতকরণ যত্ন-সহকারে এবং পরিস্কারভাবে সুক্ষ পয়েন্টের পেন্সিল দ্বারা করিতে হইবে এবং বৃত্তায়ন পূর্নাংগ হইতে হইবে এবং সামান্য আন্ডারলাইন ও বন্ধনী বর্জনীয় এবং বিভক্ত লাইনের বিপরীতে অন্য কোন লেখা থাকিলে বহিস্থঃ অংশ হিসেবে তাহা বাহিরে থাকিবে এবং কোন কিছু সংযোজনে, ওভার রাইটিংএ এবং বন্ডে স্বাক্ষর করণে এবং নোটের উল্টাপৃষ্টে সেখানে অন্যান্য স্বাক্ষর আছে, পৃষ্ঠাংকনে এবং লিখনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে;

(ছ) তুলনার জন্য সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের হাতের লেখার নমুনা যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যক সংগ্রহ করিতে হইবে এবং যতক্ষন পর্যন্ত না নিশ্চিত হওয়া যায় ততক্ষণ উক্ত লেখাসমূহ তুলনা করিতে হইবে;

(জ) তুলনার জন্য হাতের লেখা নির্বাচনে বা ডকুমেন্ট সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উথাপিত হইলে ইতোমধ্যে চিঠি পত্র, বইপুস্তক বা রেজিস্টারে সন্দেহভাজন বা অভিযুক্ত ব্যক্তির চলমান কোন লিখা প্রস্তুত বা সংরক্ষিত থাকিলে, যতদূর সম্ভব, উহা সংগ্রহ করিতে হইবে;

(ঝ) প্রত্যেক সন্দেহ ভাজন বা অভিযুক্ত ব্যক্তির নমুনা হাতের লেখা পৃথক পৃথক সীটে গ্রহণ করিতে হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির কয়েকটি নমুনা স্বাক্ষর প্রয়োজন হইলে প্রতিটি নমুনা পৃথক কাগজে লইতে হইবে এবং উক্ত লেখা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্থ বা অপসারিত না হয় তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে;

(ঞ) নমুনা হাতের লেখা তুলনা করার উদ্দেশ্যে রক্ষিত নমুনা হইতে সুবিধাজনক কোন অংশ পাঠ করিয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে লিখিতে দিতে হইবে এবং কোনভাবেই উক্ত ব্যক্তিকে ডকুমেন্ট দেখিয়া লেখার সুযোগ দেয়া যাইবে না;

(ট) যখন কোন দীর্ঘ অংশ পাঠ করা হয় বা কপি করার জন্য দেয়া হয় তখন সেই লেখার জন্য প্রকৃত সময়, কলমের ধরণ এবং কাগজের অবস্থা ইত্যাদিও নোট করিতে হইবে অর্থাৎ কোন কঠিন সমতলে বা হাতের তালুতে লেখা অথবা উরুতে রাখিয়া লেখা বা অন্য কোন অবস্থানে, ইহাও নোট করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা লেখকের নামসহ উপরোক্ত বিবরণাদি উল্লেখ করিবেন এবং লেখার তারিখ বসাইবেন এবং প্রত্যায়ন করিবেন যে, সীটের উপরের নমুনাটি তাহার সম্মুখে লেখা হইয়াছে;

(ঠ) স্বীকৃত লেখা যদি জালকৃত হইলে তাহাদের উপর পেন্সিল এন্ট্রি করিয়া লেখার সম্ভাব্য তারিখ বসাইতে হইবে এবং একইভাবে যদি বিতর্কিত ডকুমেন্ট-এ কোন তারিখ না থাকে ধর্তব্য সম্ভাব্য লেখার তারিখ কিংবা প্রাপ্তির তারিখ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং নোট করিতে হইবে;

(ড) কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির লেখা পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনে তাহার কলম এবং লেখার প্যাড, যদি পাওয়া যায়, প্রেরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে একটুকরো কাগজ কলমের হ্যান্ডেলে আটাযুক্ত করিতে হইবে যাহাতে লেখকের নাম থাকিবে;

(ঠ) **সিলযুক্ত মোমের ছাপ ঃ** যখন সীলযুক্ত মোমের ছাপ পরীক্ষা করা হইবে তখন প্যাকিং এর প্রতি যত্নবান হইতে হইবে যাহাতে মোম গড়িয়া না যায় এইক্ষেত্রে সুতার একটি পাতলা পর্দা সীল গালার উভয়পাশে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে উহা নিরাপদ হইবে;

(ড) **বয়স অথবা লেখার তারিখ প্রয়োজন হইবে এমন ডকুমেন্টের যত্ন নেয়া ঃ** কোনক্ষেত্রে কোন ডকুমেন্টের বয়স প্রশ্নযোগ্য হইলে যথেষ্ট যত্নবান হইতে হইবে যেন লেখায় বৈশিষ্টের উপর অন্যান্য চিহ্ন এবং দাগ অক্ষুণ্ন থাকে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোন কলম বা কালীর পদ ব্যবহার করা হইয়া থাকিলে যাহা এখনও আছে সেইগুলি প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঢ) সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য কাগজপত্র পরীক্ষকের নিকট পাঠানো হইলে সেইগুলি যত্নসহকারে প্যাক করিয়া রেজিষ্টার্ড লেটার বা পার্সেল পোষ্টে তাহার অফিসিয়াল ঠিকানায় একটি স্মারকপত্র সংযুক্ত করিয়া পাঠাইতে হইবে, যাহাতে—

(অ) লেখার ভাষা;

(আ) প্রেরিত প্রদর্শনের সংখ্যা যাহাতে চিহ্নিতকরণ চিহ্ন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ থাকিবে এবং প্রশ্নযোগ্য ডকুমেন্টগুলি পৃথকভাবে নির্দেশিত করিয়া অর্থাৎ যেইগুলির মতামত চাওয়া হইয়াছে এবং স্বীকৃত ডকুমেন্ট যাহার দ্বারা তুলনা করিতে হইবে, এই চিঠিগুলি তাহাদের সংশ্লিষ্ট লেখক অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইবে;

(ই) নির্দিষ্ট লেখা বা লেখার অংশ বিষয়ে মতামত চাওয়া হইলে পরীক্ষকের নিকট প্রশ্ন, সুস্পষ্টভাবে এবং সংক্ষিপ্তকারে রাখিতে হইবে;

(ঈ) মামলার বিবরণী যেমন—শিরোনাম, সংখ্যা, তারিখ, অভিযোগকারীর নাম এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং ধারা, যে ধারায় অভিযোগ বর্ণিত হইয়াছে, লেখার পরিস্থিতিতে কোন মন্তব্য এবং অন্য যে কোন বিষয় বা দিকের উপর পরীক্ষককে অবহিত করিতে হইবে;

(উ) যদি কোন মামলা ইতিমধ্যে শুরু করা হইয়া থাকে পরবর্তী শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখ বিচারের আদালতের নামসহ উল্লেখ করিতে হইবে;

(ণ) মাইক্রোসকোপ, ফটোগ্রাফিকাল নমুনা লেখা বা স্বাক্ষরসহ কোন বিষয়ে পরীক্ষকের মন্তব্য প্রয়োজন হইলে তাহাকে ডাকা যাইবে এবং ফটোগ্রাফি করণের খরচ চাহিদামত প্রদানকারী কর্মকর্তা বহন করিবেন;

(ত) প্রত্যাশিত প্রশ্নযোগ্য ডকুমেন্টের জন্য কোর্টে হাজির হওয়ার ক্ষেত্রে সমন জারি করা হইবে;

(থ) লেখার বিষয়ে চাহিদাপত্র বা সমন দ্বারা কোর্টে হাজিরা দেওয়ার জন্য ডাকা হইলে একটি এন্ট্রি সমনের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে কিংবা চিঠিতে বা চাহিদাপত্রে ঘটনাটির উল্লেখ করিতে হইবে এবং সংখ্যা ও চিঠির তারিখ কিংবা রিপোর্টে মতামতের যোগসূত্র দিতে হইবে;

(দ) যখন কোর্টের প্রয়োজন হইবে পরীক্ষককে একটি নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকিলে তাহার পক্ষে সুবিধাজনক একটি তারিখের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা যাইবে এবং কোন জরুরী আহ্বান কিংবা গুরুত্বপূর্ণ মামলা কিংবা অন্যরূপ পরিস্থিতিতে পরীক্ষক কোর্টে হাজিরা দেওয়ার চলতি প্রোগ্রাম সংশোধন করিতে বাধ্য হইলে নতুন তারিখ নির্ধারণ করিতে হইবে;

(ধ) ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় হাতের লেখার গুরুত্ব অপরিসীম এবং এইরূপ প্রমান প্রাপ্তির জন্য অনেক ক্ষেত্রে ফৌজদারীর বিচার দীর্ঘায়িত হইয়া থাকে বিধায় হাতের লেখা পরীক্ষার রিপোর্ট যথাযথ সময়ে কোর্টে পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ন) যখনই সম্ভব হইবে সরকারী উকিল কিংবা কোর্টের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা প্রদানযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমান পরীক্ষার বিষয়ে পরীক্ষকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করিবেন;

(প) সকল কর্মকর্তা পরীক্ষকের নিকট হাতের লেখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিতে চাহিবেন;

(ফ) কোর্ট হাজিরার কার্যসূচী ঠিক রাখিতে সরকারী পরীক্ষকের প্রয়োজন এবং তাহাকে কাজে থাকিতে হয় এমনকি ভ্রমণের সময় ও আদালত ও কার্যক্রম পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদেরকে তাহার নিকট হইতে স্বাক্ষ্য প্রমান সত্বর নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তিনি সঠিক প্রয়োজনের চেয়ে অধিক বিলম্ব করিবেন না একইভাবে, তদন্তকালে পরীক্ষকও প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলম্ব করিবেন না;

(ফ) **অফিসিয়াল ঠিকানা** ঃ প্রশ্নযোগ্য ডকুমেন্টের সরকারী পরীক্ষক এর অফিসিয়াল ঠিকানা হল স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট (বিজ্ঞান), ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সি আই ডি), মালিবাগ, ঢাকা;

(ব) সি আই ডি'র সাথে পরামর্শ ব্যতিরেকে পরীক্ষকের সার্ভিস চাওয়া হইবে না;

(ভ) সি আই ডি বা বিশেষজ্ঞকে পরীক্ষার জন্য কাগজপত্র উপ-পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে অগ্রায়ন করিতে হইবে।

১০৫। **জুভেনাইল উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে কিশোরদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগের রিপোর্ট**।—পুলিশের নিকট আনীত কিশোরদের বিরুদ্ধে, যাহারা শর্তাধীনে জুভেনাইল উন্নয়ন কেন্দ্র হইতে মুক্তি পাইয়াছেন, আনীত সকল ফৌজদারী মামলা যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কিংবা সরকার কর্তৃক Children Act, 1974 (Act XXXIX of 1974) এর section 64 ও ৬৭ এর আওতায় তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারকে রিপোর্ট করিবেন, যিনি সংশ্লিষ্ট সংশোধনী প্রতিষ্ঠান এর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

১০৬। **তল্লাশি**।—(১) তল্লাশি বিষয়ক আইনের সাথে পরিচিত হইয়া তল্লাশি পরিচালনা করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে।

(২) তল্লাশি বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ৭ এবং ধারা ১০২ ও ১০৩ , ১৬৫ ও ১৬৬ অনুসরণ করিতে হইবে এবং তল্লাশি কর্মকর্তা নিম্নলিখিত বিধান অনুসরণপূর্বক তল্লাশি সম্পন্ন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) তল্লাশিকালে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে;

(খ) বাড়ীর মালিক বা তাহার কোন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে তল্লাশি করিতে হইবে;

(গ) সাক্ষীদের উপস্থিতিকে স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে দেখা যাইবে না;

(ঘ) তল্লাশি তালিকা দেশী ভাষায় লিখিতে হইবে এবং বিপি ফরম নং ৪৪ তে তল্লাশি তালিকায় স্বাক্ষর করিতে হইবে;

(ঙ) কোন সাক্ষী অশিক্ষিত হইলে তাহাকে পড়িয়া শুনাইতে হইবে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ লইতে হইবে;

(চ) যে ব্যক্তির মালামাল জব্দকৃত হইয়াছে, তল্লাশিকালে উপস্থিত থাকিলে তাহাকে স্বাক্ষর করিতে বলিতে হইবে এবং তিনি অস্বীকার করিলে এতদ্‌বিষয়ে একটি নোট লিখিতে হইবে এবং ইহা সাক্ষীদের দ্বারা প্রত্যয়ন করিতে হইবে;

(ছ) সন্দেহভাজন ব্যক্তি কিংবা তাহার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তল্লাশি তালিকার এক কপি প্রদান করিতে হইবে এবং তাহাকে মূল তালিকার কপি প্রাপ্তির স্বীকারোক্তির জন্য স্বাক্ষর করিতে বলিতে হইবে এবং তিনি অস্বীকার করিলে একটি নোট তৈরী করিয়া সাাক্ষীদের দ্বারা প্রত্যয়ন করাইতে হইবে;

(জ) কোন মালামাল জব্দ করা না হইলে, তল্লাশি তালিকা খাড়াভাবে ক্রস চিহ্নিত করিতে হইবে এবং তল্লাশির সাক্ষী এবং বাড়ীর মালিককে দিয়া স্বাক্ষরযুক্ত করাইতে হইবে;

(ঝ) কোন ওয়ারেন্ট ব্যতীত কোন নির্দিষ্ট স্থানে বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির দখলে থাকা কোন নির্দিষ্ট দ্রব্যের জন্য, যাহা জ্ঞাত বা যৌক্তিকভাবে সন্দেহযুক্ত শুধু সেখানে, তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা যাইতে পারে;

(ঞ) ওয়ারেন্ট ব্যতীত সাধারণ তল্লাশি অবৈধ এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৫ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ৩৬ এর আওতায় ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশি করা যাইতে পারে;

(ট) তল্লাশির জন্য যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকিতে হইবে যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোনরূপ বিলম্ব ঘটিলে মালপত্র উদ্ধারের বিঘ্নতা সৃষ্টি করিতে পারে;

(ঠ) পুলিশ অফিসারকে অবশ্যই তল্লাশির বিষয়টি তাহার ডাইরীতে রেকর্ড করিতে হইবে;

(ড) যথাশীঘ্র সম্ভব রেকর্ডের একটি কপি অপরাধটি আমলে নেওয়ার জন্য ক্ষমতাবান নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে;

(ঢ) কোন স্থানে ওয়ারেন্ট ব্যতীত তল্লাশি করা যাইবে না, তবে কেবলমাত্র ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৫ তে প্রদত্ত পরিস্থিতির আওতাধীনে এবং যখন পুলিশ কর্মকর্তার বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, যে বস্তুটি যেখানে তল্লাশি করা হইবে তাহা সেখানে পাওয়া যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য খোঁজার ক্ষেত্রে সন্দেহ যৌক্তিক হইলে পলাতক আসামীর বাড়ী তল্লাশির করা যাইবে;

(ণ) পুলিশ কর্মকর্তাগণ তাহাদের ডাইরীতে তল্লাশির নোট করিবেন, তবে তাহারা যাহার তথ্যের ভিত্তিতে তল্লাশি করিয়াছেন তাহার নাম বলিতে বাধ্য থাকিবেন না;

(ত) কোন তালাবদ্ধ আধারের চাবি তৈরীকারী কিংবা জব্দকৃত মালামালের মালিক দাবীকারীর নাম কেস ডায়েরীতে নোট করিতে হইবে;

(থ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৫(২) এর আওতায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কর্মকর্তা, যিনি সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, যৌক্তিক হইলে অবশ্যই তল্লাশি করিবেন এবং তিনি উহা করিতে অসমর্থ হইলেই কেবল অন্য কোন কর্মকর্তাকে নিয়োগ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে প্রথমেই কারণসমূহ রেকর্ড করিতে হইবে এবং তারপর অন্য কর্মকর্তাকে কি তল্লাশি করিতে হইবে, কোথায় করিতে হইবে তাহার লিখিত নির্দেশ দিবেন এবং এতদ্‌বিষয়ে কোন মৌখিক আদেশ প্রদান করা যাইবে না;

(দ) তল্লাশি শুরুর পূর্বে বাড়ীর মালিক বা তাহার প্রতিনিধির সম্মুখে পুলিশ কর্মকর্তার সাথে থাকা সকল ব্যক্তি, সাক্ষী এবং সংবাদদাতাকে পরীক্ষা করিতে হইবে;

(ধ) তল্লাশি কর্মকর্তা দিনের বেলায় নাকি রাতে তল্লাশি করিবেন তাহা বিবেচনা অনুযায়ী নির্ধারণ করিবেন, তবে এমন ভাবে ব্যবস্থা নিতে হইবে যাহাতে বাড়ীর বাসিন্দা বিশেষ করে মহিলাদের কম অসুবিধা হয়;

(ন) সন্দেহযুক্ত মালামাল পাওয়া গেলে সকল মালামাল জব্দ করিতে হইবে না, যে মালামাল জব্দকৃত হইবে সেগুলি চুরিকৃত মালামাল হিসাবে অভিযুক্ত কিংবা সন্দেহযুক্ত কিংবা এমন কিছু যাহা অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া থাকে;

(প) বাড়ী তল্লাশি কাজে উপস্থিতির জন্য কত সংখ্যক প্রত্যক্ষদর্শীর প্রয়োজন হইবে তাহা নির্ভর করে ঐ নির্দিষ্ট ঘটনার পরিস্থিতির উপর, ইহাতে কোন জবরদস্তি আরোপিত হইবে না;

(ফ) যাহাদেরকে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নির্বাচিত করা হইবে তাহারা একই বা পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা হইবে এবং প্রয়োজন হইলে এইরূপ বাসিন্দাদেরকে তল্লাশি প্রত্যক্ষ করার জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা অনুরোধ জানাইতে হইবে;

(ব) সম্ভব হইলে সম্মানিত নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তল্লাশিকার্য চালাইতে হইবে;

(ভ) কোন অবস্থাতেই কোন গুপ্তচর কিংবা কোন নেশায় আসক্ত ব্যক্তি বা এরূপ সন্দেহভাজন চরিত্রাধিকারীকে তল্লাশি সাক্ষী হিসাব আহবান করা যাইবে না এবং তল্লাশিতে সাক্ষী হিসাবে কোন ব্যক্তিকে কেন রাখা যাইবে না সেই কারণসমূহ কেস ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ রাখিতে হইবে;

(ম) অবৈধভাবে কোন অস্ত্র দখলে রাখার বিষয়ে তল্লাশি প্রয়োজন হইলে কোন ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট হইতে Arms Act, 1878 (Act XI of 1878) এর section 25 এর আওতায় অভিন্নভাবে একটি ওয়ারেন্ট রাখিতে হইবে এবং এইরূপ তল্লাশি অভিযান কোন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে কিংবা সাব-ইন্সপেক্টরের উর্দ্ধে কোন কর্মকর্তার দ্বারাই কেবল পরিচালনা করা যাইবে এবং কোন পুলিশ কর্মকর্তা তাহার নিজস্ব উদ্যেগে বা ইচ্ছায় এইরূপ অবৈধ অস্ত্র রাখার বিষয়ে তল্লাশি কার্য সম্পাদনের ক্ষমতাবান হইবেন না;

(য) আদালতের সন্তুষ্টির স্বার্থে কোন বাড়ি তল্লাশিতে প্রাপ্ত অভিযুক্ত দ্রব্যাদি শনাক্তকরণের জন্য এবং যে কোন অনিয়ম হইতে রক্ষা পাইতে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৩ ও ১৬৫ এর অধীনে তল্লাশি কার্য পরিচালনাকারী কর্মকর্তা বিপি ফরম নং ৪৪, এ তাহার কাছে রাখা সম্পদের তালিকার তিন কপি তৈরী করিবেন;

(র) তল্লাশি অভিযানের রির্পোটের সহিত উক্ত তালিকা ডাকযোগে কোর্ট অফিসারের নিকট অগ্রায়ন করিতে হইবে এবং এই তালিকার এক কপি নির্ধারিত রেকর্ডপত্রের কপির সহিত একত্র করিয়া কোর্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং ইহার এক কপি বাড়ীওয়ালা বা তাহার প্রতিনিধিকে প্রদান করিতে হইবে এবং তৃতীয় কপি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকটে থাকিবে;

(ল) কোর্ট অফিসে কপি প্রাপ্ত হইলে তাহাতে প্রাপ্তির তারিখ উল্লেখ করিয়া স্ট্যাম্পযুক্ত করিতে হইবে এবং রেকর্ডটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(শ) তদন্তকারী কর্মকর্তা ফরমটির উপরিভাবে বর্ণিত নির্দেশাবলী সতর্কতার সহিত দেখিবেন এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে তল্লাশির জন্য আদিষ্ট হইবেন যাহাতে সাক্ষীগণের মধ্যে কোন সন্দেহ থাকিতে না পারে যে, কোন মালপত্র গুপ্তভাবে তাহাদের নিকট বা তাহাদের কোন সিপাহীর নিকট কিংবা তাহাদের প্রভাবাধীন কাহারো নিকট থাকিয়া না যায়;

(ষ) তল্লাশিকৃত বাড়িতে বা বন্দী ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল মালামাল ও অস্ত্রশস্ত্র সযতনে লেবেলযুক্ত করিতে হইবে এবং মামলাটির চার্জশীট দাখিল করা হইলে তাহা কোর্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং লেবেলসমূহ তল্লাশি পরিচালনাকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত হইতে হইবে;

(স) ফৌজদারী কার্যবিধির তফসিল ৫ এর ফরম নং ৮ এ কোন ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হইলে কিংবা কোন ওয়ারেন্ট ব্যতীত কোন তল্লাশি সম্পন্ন হইলে কিংবা ইস্যুকৃত ওয়ারেন্টে তল্লাশি সম্পন্ন হইলে সেক্ষেত্রে পুলিশ যে বস্তুটির জন্য তল্লাশি করিতে নির্দেশিত হইয়াছেন বা করিয়াছেন সেই বস্তু ব্যতীত অন্য কোন কিছু জব্দ করা যাইবে না, তবে সকল ক্ষেত্রে কোন ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৯৬ এর উপ-ধারা ১ এর অনুচ্ছেদ ৩ ও ৪ অনুয়ায়ী তাহার ওয়ারেন্টে যদি নির্দেশ দেন যে, থানার বা সুবিধাজনক স্থানে সতর্ক পরিদর্শনের ভিত্তিতে সাধারণ তল্লাশি পরিচালনা করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে কাগজপত্র, ডকুমেন্ট এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি পরীক্ষা করণের বা ঐ স্থানে আলাদা আলাদাভাবে রাখিয়া অনুসাক্ষরকরণের প্রয়োজন হইবে না, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া বান্ডিল করিতে হইবে;

(হ) বান্ডিল বা আধারগুলি বন্ধ করিয়া বা তালাবদ্ধ করিয়া, যেমন প্রয়োজন হইবে, রাখিতে হইবে এবং সকল ক্ষেত্রে এইগুলি সাক্ষীদের দ্বারা সীলযুক্ত বা চিহ্নিত করিয়া তল্লাশির তালিকায় ঢুকাইতে হইবে;

(ক্ষ) সকল বান্ডিল সহজভাবে বহন করার জন্য বড় আধারে প্যাক করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে এইসকল বৃহৎ বাক্স বা প্যাকেটগুলি নিয়মমাফিক খুলিতে হইবে এবং মালগুলি একটি একটি করিয়া দেখিতে হইবে এবং পরীক্ষাকরণের সময় তল্লাশীর সময়কার সাক্ষীগণের এবং পুলিশ কর্মকর্তার অনুস্বাক্ষর ও তারিখ দেখিতে হইবে;

(ড়) প্রতিটি মালের মধ্যে মূল বান্ডিলের আদ্যক্ষর ও ক্রম নম্বর থাকিতে হইবে এবং তাহার সাথে ঐ মালের জন্য নিজস্ব ক্রম নম্বর থাকিবে;

(ঢ়) থানাতে কোন সাক্ষী কর্তৃক কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে আদালতে ঐ বাক্স বা বান্ডিলগুলো খোলার জন্য উক্ত তল্লাসীর স্বাক্ষীকে হাজির করিতে আদালতের সহায়তা নিতে হইবে এবং ঐ বান্ডিলের মালপত্র সহি করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে পুলিশ কর্মকর্তা সম্ভব হইলে ম্যাজিস্ট্রেটের বা এইরূপ কোন কর্মকর্তার সাহায্যে প্রার্থনা করিবেন।

১০৭। **সন্দেহভাজনের সনাক্তকরণ**।—(১) যখনই কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে সনাক্তকরণের প্রয়োজন হইবে, কোন প্রকার বিলম্ব ব্যতিরেকে টি আই প্যারেড করার জন্য চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করিতে হইবে এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া তাহাদের বন্দী করার পর যথাশীঘ্র সময়ে শুরু করিতে হইবে।

(২) সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গকে সম্ভব হইলে ৮/১০ জন কিংবা সন্দেহের তালিকায় আরো বেশী থাকিলে ২০/৩০ জনকে একই পোশাক, একই ধর্ম এবং সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে একত্র করিয়া প্যারেডে হাজির করিতে হইবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে যে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অন্য কোন লোকের সাথে মিশিতে না পারে।

(৩) একজন করিয়া সনাক্তকারী সাক্ষীকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুজিয়া বাহির করার জন্য আনিতে হইবে এবং এইরূপ সাক্ষীর সনাক্তকরণ অন্যান্য সাক্ষীদের দৃষ্টি ও শ্রবণের বাহিরে হইতে হইবে।

(৪) সাক্ষীদেরকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা তাহাদের বন্ধু-বান্ধব চিনিতে পারিলে সাক্ষীদের উপর কোন হুমকি বা আঘাত আসার সম্ভাবনা থাকিলে সাক্ষীদেরকে এমন স্থানে রাখিয়া প্যারেডের ব্যক্তিদেরকে দেখাইতে হইবে যাহাতে সেখানে তাহাদেরকে দেখা না যায় যেমন জানালার মধ্য দিয়া, কোন দরজা খোলার মাধ্যমে কিংবা কোন দেয়ালের মধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যদি বিবেচনা করেন যে, সনাক্তকরণ কার্য সঠিকভাবে পরিচালিত হইয়াছে, পুলিশ এবং সাক্ষীদের মাঝে কোন যোগাযোগ স্থাপিত হয় নাই তাহা হইলে তিনি এই বিষয়ে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(৫) যে সকল ক্ষেত্রে কোন সন্দেভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং যাহারদেরকে সাক্ষীগণ চেহারা দেখিয়া পূর্ব পরিচয় না থাকিয়াও সনাক্ত করিতে পরিবেন বলিয়া ব্যক্ত করেন, এই বিধি কেবলমাত্র সেইসকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে।

(৬) সনাক্তকরণ হইতে হইবে সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ এবং এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইবে না যাহাতে সাক্ষীর দ্বিধাগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে কিংবা এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাইবে না যাহাতে সাক্ষী সততার সহিত সনাক্তকরণে অসামর্থ্য হইয়া পড়ে।

(৭) সনাক্তকরণ পরীক্ষা সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে জেলের ভিতরে অনুষ্ঠান করা যাইবে।

(৮) জামিনে থাকা কোন ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত বিচারাধীন কয়েদীর সাথে মিশিতে পারিবে না এবং অপরাধ স্বীকার করেছে এমন অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পৃথক সনাক্তকরণ পরীক্ষা চালাইতে হইবে যদি না ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে, অপরাধ স্বীকৃত ব্যক্তি, যে অপরাধ স্বীকার করে নাই তাহার সাথে মেলামেশা করিবে এবং যুগোপৎভাবে তাহাদের টি. আই. প্যারেড সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৯) সাব জেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রয়োজন হইলে, সনাক্তকরণ পরীক্ষা সম্পন্নের জন্য বাহিরাগতদের সাথে মেলামেশা করিতে পারিবে।

(১০) কোন দাঙ্গা বা অন্য কোন ঘটনা সংঘটিতকালে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি এবং ঘটনাপরবর্তী সময়ে গ্রেফতারকৃতদের পৃথকভাবে শনাক্ত করার জন্য পুলিশ অফিসারগণ সর্বাত্মক যত্নবান হইবেন এবং এইসকল ক্ষেত্রে ধৃত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নাম ও শনাক্তকৃত ব্যক্তিদের নাম যথাশীঘ্র রেকর্ড করিতে হইবে এবং স্পট হইতে কয়েদীদের কাস্টডিতে নেওয়ার পূর্বে গ্রেফতারের স্থান ও সময়ও সঠিকভাবে নোট করিতে হইবে এবং যাহারা হাতে নাতে ধরা পড়িয়াছে তাহাদেরকে সন্দেহভাজনদের হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

(১১) কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি টি আই প্যারেডে উপস্থিত হইতে অস্বীকৃতি জানাইলে এবং অন্যরূপ কোন স্বাক্ষ্যপ্রমাণ থাকিলে তাহাকে অন্যবিধ সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারে পাঠাইতে হইবে।

(১২) কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তি টি আই প্যারেডে উপস্থিত হইতে অস্বীকৃতি জনাইলে, প্যারেড পরিচালনাকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে তখন বি. পি ফরম নং ৪৫ এ ঘটনাটি যথার্থভাবে নোট করার অনুরোধ করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বিচারের জন্য প্রেরিত হইলে তাহার অস্বীকৃতির প্রমাণ হিসাবে উহা উপস্থাপন করা যাইবে।

১০৮। **অপরাধ স্বীকারোক্তি পরীক্ষণ**।—(১) কোন অভিযুক্ত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অপরাধ স্বীকার করিলে পুলিশ কর্মকর্তা তাহা বিস্তারিতভাবে রেকর্ড করিবেন, যদি উক্ত স্বীকারোক্তি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং স্বীকারোক্তি একাধিক মামলা সম্পর্কিত হইলে পরীক্ষণ কর্মকর্তা প্রতিটি ক্ষেত্রে কেস ডায়েরী দাখিল করিবেন।

(২) দোষ স্বীকারোক্তিতে কোন উৎপীড়ন বা কৌশলের ইঙ্গিত থাকিলে তাহা বর্জন করিতে হইবে এবং কোন তদন্তে অপরাধ স্বীকার ইচ্ছাকৃত হইলে, স্বীকারোক্তিতে যুক্তিপূর্ণ কোন সাক্ষ্য থাকিলে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) দোষ স্বীকারকারী ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট বা উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যাহাতে অপরাধ স্বীকারোক্তি বিচার বিভাগীয় উপায়ে রেকর্ড করা যায়।

১০৯। **জেলখানায় আসামীদের সহিত সাক্ষাৎ**।—(১) সাজা হওয়ার পর অপরাধীদের নিকট হইতে তথ্য প্রাপ্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি পুলিশের মনোযোগ দিতে হইবে এবং এইরূপ তথ্য পাইতে সতর্কতার সহিত কাজ করিতে হইবে এবং ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করার প্রধান উদ্দেশ্য হইল তথ্য প্রাপ্তি, দোষ স্বীকারকরণ নয়।

(২) চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর অনুমতি ছাড়া কোন পুলিশ কর্মকর্তা জেলখানার ভিতরে কোন কয়েদীর সাথে সাক্ষাৎ বা কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন না এবং সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নের কোন কর্মকর্তা জেলাখানায় কোন কয়েদীর সাথে সাক্ষাৎ করিতে পরিবেন না।

(৩) জেলাখানায় সাক্ষাৎকালে কোন আসামী অপরাধ স্বীকারোক্তির মত বক্তব্য প্রদান করিলে, যাহার নিকট বক্তব্যটি প্রদান করা হইয়াছে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে গোয়েন্দা শাখার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এর নিকট তথ্যটি জানাইবেন এবং অপরাধটির স্বীকারোক্তি সম্পর্কে সর্ত বলিয়া নিশ্চিত হইলে বিচার বিভাগীয় উপায়ে তাহা রেকর্ড করার ব্যবস্থা করিবেন।

১১০। **গাড়োয়ান এর বিরুদ্ধে কার্যক্রম।**—(১) প্রহারের মাধ্যমে পশুর প্রতি নির্মমতার অভিযোগের সকল ক্ষেত্রে, অভিযোগটিতে প্রহারের ধরন, অপরাধ সংঘটন করিতে লাঠি বা অন্য কিছুর ব্যবহার এবং দৃশ্যমান ক্ষতচিহ্ন উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) যন্ত্রণাক্লিষ্ট বলদের চালক যখন নির্দয়তার জন্য অভিযুক্ত হইলে ক্ষত, ঘা বা ক্ষতস্থানসমূহের আকার ও অবস্থান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) যথাযথ সতর্কতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত কোন ঘোড়ার গাড়ি (cart) ত্যাগ করা সম্পর্কিত হইলে, যতক্ষণ গাড়িটি সতর্কতা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত ছাড়া হইয়াছিল অভিযোগে অপরিবর্তনীয়ভাবে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) উপরি-উক্ত আদেশ মানা না হইলে, কোর্ট অফিসার চালান ফেরৎ পাঠাইতে পারিবেন।

(৫) পুলিশ কর্মকর্তাগণ তুচ্ছ অপরাধে অভিযুক্ত গাড়োয়ানের নিকট হইতে লাইসেন্স জব্দ করিতে পারিবেন না।

১১১। **গুরুত্বপূর্ণ মামলার সরকারী উকিল।**—গুরুত্বপূর্ণ মামলায় গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার নিম্ন আদালতে মামলা শুরু হইবার সময় হইতে সরকারী উকিলের জন্য রিকুজিশন প্রদান করিবেন।

১১২। **ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৭ ও ১৪৫ এর অধীন কার্যক্রম।**—(১) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৭ বা ১৪৫ এর অধীন কার্যক্রমের জন্য গৃহীতব্য প্রতিবেদন ৩৬ নং বিপি ফরমে দুই কপি করিয়া দাখিল করিতে হইবে এবং মামলার ফলাফল সম্বলিত একটি কপি কোর্ট অফিসার কর্তৃক সরাসরি স্টেশন অফিসারের নিকট চূড়ান্ত মেমোরান্ডামের পরিবর্তে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে।

(২) যে সকল ব্যক্তিকে সম্ভাব্য শান্তিভঙ্গকারী হিসাবে দায়ী মনে করা হইয়াছে এবং যাহাদেরকে আটক করা উচিত তাহাদের নাম কলাম ৪ এ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং ইহাতে বিবাদকারী পক্ষগণ অথবা তাহাদের প্রতিনিধি বা চাকরদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৪৫ এর অধীন কার্যক্রমের জন্য প্রতিবেদনে এই কলাম খালি থাকিবে।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৪৫ এর অধীন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের কোন কপি পুলিশ কর্তৃক বিলি করা হইলে, উহা আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে দ্রুততার সহিত বিলি করিতে হইবে এবং পক্ষগণের নিকট ইহা ব্যক্তিগতভাবে বিলি করিতে হইবে।

(৪) শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ ভূমি সম্পর্কিত বিরোধ তদন্তের ক্ষেত্রে একমাত্র নির্ধারিতব্য বিষয় হইবে কোন্ পক্ষ প্রকৃতভাবে বিরোধ এলাকায় দখলে রহিয়াছে এবং এইক্ষেত্রে দখলের সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা চাষাবাদকারী লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন এবং উল্লেখযোগ্য কোন কিছুর অংশ, যেমন দখলের প্রমাণ হিসাবে সীমানা চিহ্ন, ইত্যাদি উল্লেখ করিবেন এবং দলিল দস্তাবেজ দ্বারা সমর্থিত প্রমাণাদি সম্পর্কে তদন্ত করিবার প্রয়োজন হইবে না যদি না বর্তমান দখল সম্পর্কে অতি সম্প্রতি কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির দ্বারা দখল হস্তান্তর হয়।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা এক পক্ষকে দখলে দেখিতে পাইলে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৭ এর অধীন অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন এবং তিনি দখলের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহে অক্ষম হইলে, ধারা ১৪৫ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলিবেন।

১১৩। **ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৯ এর অধীন কার্যক্রম।**—(১) যদি এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৯ এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহাকে উক্ত কার্যবিধির ধারা ৫৫ এর অধীন গ্রেফতার করিতে হইবে, এবং যদি তিনি জামিন না পান, তাহা হইলে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং যদি তৎক্ষণাৎ কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তাহা হইলে কয়েদিকে প্রয়োজনীয় সাক্ষী সহযোগে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং কোন ব্যতিক্রমি কারণে কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে কয়েদির প্রাক-পরিচয় যাচাই, আরও প্রমাণ সংগ্রহ অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে পুনরায় তদন্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৭ এর অধীন রিমান্ড প্রদান করিবেন এবং এইরূপ ক্ষত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৭ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট ডাইরীর এন্ট্রিসমূহের কপি প্রেরণ করাই যথেষ্ট হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষভাবে পরীক্ষা করিতে না চাহিলে সাক্ষীগণকে প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(২) ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৯ এর অধীন প্রকৃত কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে, আটকব্যক্তির জামিন না হইলে, ধারা ১৬৭ এর অধীন সর্বমোট ১৫ দিবসের জন্য হাজতে আটক রাখা যাইবে এবং কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ব্যতীত আটক ব্যক্তিকে জেল-হাজতে রাখা হইলে, জেল ওয়ারেন্টে ধারা ১০৯ এর উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) অভিযুক্তের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৪৪ এর অধীন ম্যাজিস্ট্রেট যদি হাজতবাসের আবেদন মঞ্জুর না করেন এবং যে কারণে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাহার যথার্থতা প্রমাণিত হয় এবং কার্যক্রম গৃহীত হয়, তাহা হইলে পুলিশ প্রসিকিউটর অভিযুক্তকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে বলিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের সম্পর্কে সন্তোষজনক কৈফিয়ত প্রদানে ব্যর্থ হইলে উক্ত কার্যবিধির ধারা ১১৮ এর অধীন ম্যাজিস্ট্রেটকে আদেশ প্রদানের জন্য বলিবেন।

১১৪। **ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১১০ এর অধীন কার্যক্রম।**—(১) কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি এইমত পোষণ করেন যে, তাহার এখতিয়ারাধীন কোন এলাকায় কোন একজন বা একদল অভ্যাসগত চোর রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিধিমালার ইতিহাস-শীট এ বর্ণিত পদ্ধতিতে তাহাদের জন্য একটি ইতিহাস শীট খুলিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং তিনি তাহার উদ্দেশ্য অন্য কাউকে না জানাইয়া গোপনে উহাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

(২) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি বিশ্বাস করেন যে সাক্ষী পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে তিনি গোপনে বিষয়টি জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারকে অবহিত করিবেন এবং পরবর্তীতে উহা বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে নির্দেশ গ্রহণের পর চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত যোগাযোগ করিয়া নির্ধারণ করিবেন যে, তিনি কখন উক্ত এলাকায় তদন্ত করিতে যাইতে পারিবেন।

(৩) নির্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট যে তারিখ নির্ধারণ করিবেন তাহার পনের দিবস বা এইরূপ সময়ের পূর্বে, সম্ভব হইলে জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের সহিত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট স্থানে যাইয়া সাক্ষীদের পরীক্ষা করিবেন, নির্ধারিত ফরম পূরণ করিবেন, এবং প্রয়োজনীয় সাক্ষী পাওয়া গেলে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম গৃহীত হইবে তাহাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৫ এর অধীন গ্রেফতার করিবেন এবং সাক্ষী পাওয়া না গেলে কার্যক্রম গ্রহণে বিরত থাকিবেন।

(৪) যে সকল ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাহাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং কোর্ট অফিসার বিবরণ পাঠ, জামিনের নির্দেশ প্রদান এবং মামলার শুনানীর জন্য একটি তারিখ নির্ধারণের আবেদন পেশ করিবেন এবং নির্ধারিত তারিখে তিনি নির্দিষ্ট স্থানে যাইবেন এবং সাধারণতঃ একই দিবসে মামলা নিষ্পত্তি করিবেন।

১১৫। **ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১১০ এর অধীন মামলার সাক্ষ্য।**—(১) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১১০ এর অধীন সাধারণভাবে খ্যাতিসম্পন্ন সাক্ষী অভিযোগের মূল ভিত্তি হইবে এবং কোন ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরাধী কিনা তাহা প্রমাণের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খ্যাতিসম্পন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য উক্ত কার্যবিধির ধারা ১১৭ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন গ্রহণযোগ্য হইবে।

(২) খ্যাতিসম্পন্ন সাক্ষী সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয় বিবেচনায় লইতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সাক্ষীদের সুখ্যাতিসম্পন্ন হইতে হইবে এবং অভিযুক্তের সুনাম-দুর্নাম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকিতে হইবে;

(খ) সম্ভব হইলে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে তাহাদের লইতে হইবে;

(গ) অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন শত্রুতা রহিয়াছে এইরূপ সন্দেহ হইতে তাহাদের মুক্ত হইতে হইবে;

(ঘ) বিশেষভাবে যদি কোন দলাদলি থাকে, তাহা হইলে ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে দলাদলির জন্যই যেন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া না হয়;

(ঙ) সাক্ষীগণকে তাহাদের নিজেদের বিশ্বাসের কথা বলিতে হইবে, অন্য ব্যক্তিদের বিশ্বাসের কথা নয়, এবং ঘটনার সহিত যুক্তিগ্রাহ্যভাবে ভিত্তিশীল না হইলে তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস খুব কমই অথবা মোটেই গুরুত্ব বহন করিবে না।

(৩) সাধারণ খ্যাতিসম্পন্ন সাক্ষ্যের সহিত নিম্নবর্ণিত সমর্থক বিষয় প্রমাণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) পূর্ববর্তী দোষ প্রমাণ;

(খ) জ্ঞাত আয়ের সহিত জীবিকা নির্বাহের পার্থক্য অথবা জ্ঞাত আয় অপেক্ষা জীবন যাপন পদ্ধতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত অন্যান্য খারাপ চরিত্রের লোকদের সংশ্রব;

(ঘ) অভিযুক্তের বাড়িতে অনুপস্থিতি, বিশেষভাবে রাত্রিকালে;

(ঙ) অভিযুক্ত যে স্থানে গিয়াছিলেন সেই স্থানে বা তাহার নিকটবর্তী স্থানে সংঘটিত অপরাধ, এইরূপ অনুপস্থিতির সহিত ইহার সম্পর্ক।

(৪) দাগী অপরাধী এবং খারাপ চরিত্রের লোকদের সহিত অভ্যাসগতভাবে বা মাঝে মাঝে যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহার ফলে অনুমান করা যায় যে, খারাপ লোকের সহিত মেলামেশাকারীও খারাপ চরিত্রের লোক এবং ফৌজদারী কার্য বিধির ধারা ১১৭ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন একের অধিক ব্যক্তির একই সঙ্গে বিচার করিবার সময় মেলামেশার প্রমাণ প্রয়োজনীয়।

(৫) একইভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে স্থানে গিয়েছিল সেই স্থান বা তাহার নিকটবর্তী স্থানে সংঘটিত ডাকাতি বা অপরাধের সহিত উক্ত ব্যক্তির ঐ স্থানে গমনের সম্পর্কের বিষয়ে অনুসিদ্ধান্তে আসাও Evidence Act, 1872 (Act of 1872) এর section 11(2) এর বিধান মতে গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) মামলার রিপোর্টে যাহা প্রমাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য কিছু উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং তদন্ত অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রত্যেক সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য ও প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত প্রমাণাদি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পুলিশ প্রসিকিউটরের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ঘটনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অপরাদের ব্যাপ্তি, কোন বিশেষ ঘটনার সন্দেহ, নিরীক্ষণের সময় গতিবিধি, সংশ্রব, জীবিকা নির্বাহের জ্ঞাত উপায় ছাড়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন, সাধারণ খ্যাতি অথবা প্রমাণযোগ্য অন্য কোন বিষয়ে প্রাপ্ত সাক্ষ্যকে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে।

(৭) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৯ ও ১১০ এর অধীন প্রদত্ত রিপোর্টের সহিত বিপি ফরম নং ৪৭ এ বিবৃতি প্রদান করিতে হইবে।

১১৬। **অভ্যন্তরীণ নৌযানের মধ্যে অথবা অভ্যন্তরীণ নৌযান ও অন্যান্য নৌকার মধ্যে সংঘর্ষের তদন্ত।**—(১) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভ্যন্তরীণ নৌযানের মধ্যে অথবা অভ্যন্তরীণ নৌযান ও নৌকার মধ্যে সংঘর্ষের কোন খবর প্রাপ্ত হইলে—

(ক) রিপোর্টটি লিখিয়া রাখিবেন এবং ঘটনা সম্পর্কিত জিডি এন্ট্রি করিবেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের বিবৃতি রেকর্ড করিবেন;

(খ) দুর্ঘটনার স্থান অন্য থানার স্থানীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইলে উক্ত অফিসার তৎক্ষণাৎ উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন;

(গ) রিপোর্ট ও বিবৃতির, যদি থাকে, একটি কপি অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের মহা পরিচালকের নিকট এবং উপ-পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যিনি যেইরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং যে সকল ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় এইরূপ ব্যবস্থ গ্রহণ করিবেন যাহাতে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংঘর্ষ সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারেন।

১১৭। **ঘটনার তদন্তের ক্ষেত্রে সাক্ষী ও তদন্তকারী কর্মকর্তার ব্যয়।**—(১) সরকারী কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সাক্ষীগণের খাওয়া খরচ এবং পুলিশি তদন্তের স্বার্থে রেল, নৌ বা সড়ক পথে দীর্ঘপথ ভ্রমণের খরচের বিল অনুমোদন ও পরিশোধের জন্য উপ-পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই কেবল এইরূপ খরচ নির্বাহ করিতে হইবে।

(২) পুলিশ কমিশনার কর্তৃক বিলসমূহ পাস করিবার পর উহা তাহার কন্ট্রাক্ট কনটিনজেন্ট গ্রান্ট হইতে পরিশোধ করা হইবে এবং সাক্ষীগণ উপস্থিত থাকিলে তাহাদেরকে অর্থ প্রদান করিতে হইবে অথবা সাক্ষীদের প্রাপ্য অনুযায়ী প্রদান করিবার জন্য তাহারা যে থানায় বসবাস করেন তাহার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রকৃত প্রাপকের নিকট হইতে প্রদত্ত অর্থের একটি রিসিট গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) সকল বিল পাসের সময় পুলিশ কমিশনার লক্ষ্য রাখিবেন যেন, অপরাধ সংঘটন স্থলে যাওয়া ও সেখানে সাক্ষীদের জেরা করিবার ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তাগণ অবহেলা করেননি এবং বিল পাস ও ক্যাশ করিবার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৯২ এর অধীন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক ইস্যুকৃত ওয়ারেন্টের ক্ষেত্রে গ্রেফতারকৃত সাক্ষীদের খাওয়া খরচ এবং পুলিশ এসকর্টের ভ্রমণ সম্পর্কিত সকল খরচ আদালত হইতে আদায় করিতে হইবে।

(৫) মামলার তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় খরচসহ তদন্তকারী অফিসারদের প্রকৃত খরচ প্রচলিত বিধি অনুসারে অন্য কোন উৎস হইতে মিটানো না গেলে অথবা আদলত হইতে আদায় করা না গেলে পুলিশ কমিশনার কর্তৃক কন্ট্রাক্ট কন্টিনজেন্ট গ্রান্ট হইতে পরিশোধিত হইবে, এবং "পুলিশী তদন্ত খরচ" খাতে বিস্তারিত বিবরণ রেকর্ড করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন যে সকল খরচ করা যাইবে তাহা নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) আদালতে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই পুলিশী তদন্তের প্রয়োজনে ঐরূপ সাক্ষীদের খাওয়া ও ভ্রমণ খরচ;

(খ) তথ্য সরবরাহকারী ও রাজ সাক্ষীর খোরাকি ও ভ্রমণ খরচ;

(গ) তদন্তকার্যে সহায়তা করিবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ঘটনাস্থলে আসিবার জন্য গাড়ী ভাড়ার খরচ।

১১৮। **ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের ও পরিচালন।**—(১) অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অপরাধ নিম্নরূপ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে, যথা ঃ—

(ক) মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা দুই বৎসর বা উহার উর্ধ্বের কারাদন্ড প্রদান করা যাইবে এইরূপ আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র (এইরূপ ক্ষেত্রে আদালতের আমলে লইবার কোন প্রাক-শর্ত থাকিবে না);

(খ) নিম্নবর্ণিত অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র,—

(অ) দফা (গ) এ বর্ণিত অপরাধ ব্যতীত কোন অ-আমলযোগ্য অপরাধ; অথবা

(আ) মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা দুই বৎসর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদন্ডযোগ্য নহে এইরূপ আমলযোগ্য কোন অপরাধ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক আমলে লইবার পূর্বে সরকার অথবা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার কর্তৃক লিখিত অনুমোদন প্রয়োজন হইবে;

(গ) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৯৫ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অ-আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র,

(ঘ) নিম্নবর্ণিত অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র,—

(অ) অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না এইরূপ অবৈধ কাজ; অথবা

(আ) অবৈধভাবে কৃত কোন বৈধ কাজ; অথবা

(ই) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৯৬ এর বিধান প্রযোজ্য এইরূপ কোন অপরাধ এবং সরকার অথবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক কোন অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এইরূপ অপরাধসমূহ আমলে লইবে না।

(২) সকল ক্ষেত্রে পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করা হইলে, পুলিশ কর্মকর্তাগণ গ্যাং কেস সম্পর্কিত মামলা দায়ের বা পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবেন এবং তত্ত্বাবধান ও স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তা অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইবেন এবং মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে কাঠগড়ায় যাইয়া কিভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিবেন এবং ষড়যন্ত্রের মামলাসমূহ গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, যিনি কমিশনারকে, সময় সময়, মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

১১৯। **ষড়যন্ত্র মামলা ও গ্যাং মামলার দায়েরের কার্য পদ্ধতি**।—(১) যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, কোন গ্যাং এর অস্তিত্ব রহিয়াছে, সেই ক্ষেত্রে উহার সদস্যগণকে সুনির্দিষ্ট মামলায় অভিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয় হইবে এবং যদি ইহা মনে করা হয় যে, এই ব্যবস্থা সংস্থাটিকে কার্যকরভাবে ধ্বংস বা দুর্বল করিতে পারিবে না এবং একটি গ্যাং মামলা দন্ড বিধির ধারা ৪০০ ও ৪০১ অনুযায়ী দায়ের করিবার যথেষ্ট প্রমাণাদি রহিয়াছে, তাহা হইলে গোয়েন্দা শাখার উপ-কমিশনার তাহার ব্রাঞ্চের একজন অভিজ্ঞ সহকারী পুলিশ কমিশনার অথবা ইন্সপেক্টরকে লভ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত করিবেন।

(২) সহকারী পুলিশ কমিশনার অথবা, ক্ষেত্রমত, ইন্সপেক্টর তদন্ত সমাপ্তির পর গোয়েন্দা শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার ও সংশ্লিষ্ট পাবলিক প্রসিকিউটরকে একটি বিবৃতি প্রস্তুত করিয়া বিবৃতির সহিত একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং উক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার উহা তাহার ও পাবলিক প্রসিকিউটরের মতামতের সহিত পুলিশ কমিশনারের নিকট অগ্রায়ন করিবেন এবং পুলিশ কমিশনার সলিসিটর এর সহিত এতদ্‌বিষয়ে পরামর্শ করিবেন এবং যদি তিনি সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি মামলা দায়েরের অনুমোদন প্রদান করিবেন ও ইন্সপেক্টর জেনারেলকে অবহিত করিবেন।

(৩) যদিও প্রতিটি ক্ষেত্রে ইহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট থাকিবার কারনে গ্যাং মামলা তদন্তের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধিমালা নির্ধারণ করা যায় না, তবুও এইরূপ মামলার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) অভিযোগে উল্লিখিত সময়ে ডাকাতি, ছিনতাই বা চুরি করিবার উদ্দেশ্যে একটি গ্যাং এর অস্তিত্বের প্রমাণ Evidence Act, 1872 এর section 10 এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঘটনার প্রমাণ (proof of facts) দ্বারা সমর্থিত;

(খ) ডাকাতি বা চুরি করিবার উদ্দেশ্যে সন্দেহকৃত ব্যক্তিদের মিলিত হইবার প্রমাণ;

(খ) গ্যাং এর সদস্যগণের মধ্যে রক্তের অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের প্রমাণ;

(গ) Evidence Act, 1872 এর section 114(b) এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে রাজ সাক্ষীর বিবৃতির সমর্থনে প্রমাণ যাহা একজন দায়িত্বপূর্ণ পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক যাচাইকৃত;

(ঘ) বিভিন্ন স্থান ও সময়ে রেকর্ডকৃত সহ-অভিযুক্ত প্রদত্ত পূর্ব স্বীকারুক্তির প্রমাণ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর section 30 ও 114 দ্রষ্টব্য;

(ঙ) গ্যাং কর্তৃক সংঘটিত ডাকাতি বা চুরির সুনির্দিষ্ট মামলার প্রমাণ;

(চ) অভিযুক্তদের নিকট হইতে ডাকাতি বা চুরির মালামাল অথবা সন্দেহজনক সম্পত্তি উদ্ধারের প্রমাণ;

(ছ) দল ধরিয়া বা এককভাবে গ্যাং এর পরিচিত সদস্যগণের যুগপৎভাবে তাহাদের বাড়ী হইতে অনুপস্থিতির সহিত একই সাথে প্রতিবেশির বাড়িতে ডাকাতি বা চুরি সংঘটনের প্রমাণ;

(জ) গ্যাং এর সদস্যগণের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির সহিত ডাকাতি বা চোরের দলের সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া বা হ্রাস পাওয়া একই সাথে ঘটিবার প্রমাণ;

(ঝ) সদস্যগণ গ্রেফতার হইবার পর আক্রান্ত এলাকায় ডাকাতি বা চুরি বন্ধ হইবার প্রমাণ;

(ঞ) কার্যাবলীর সমষ্টির মাধ্যমে প্রমাণিতব্য ডাকাতি বা চুরির অভ্যাসগত সংঘটন সম্পর্কিত প্রমাণ;

(ট) সন্দেহ এড়াইবার জন্য বাসস্থান পরিবর্তনের প্রমাণ;

(ঠ) ডাকাতি বা চুরির জন্য পূর্বে দোষী সাব্যস্ত হইবার প্রমাণ (দন্ড বিধির ধারা ৪০০ এর অধীন কোন মামলায় কেবল প্রথমোক্তটি প্রমাণ করা যাইতে পারে, তবে দন্ড বিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০ ও ৪৫৭, ইত্যাদির অধীন সাজাপ্রাপ্তি সদস্যগণের ব্যক্তিগত অভ্যাস বা যোগসাজসের বিষয় প্রতিষ্ঠা করিতে দন্ড বিধির ধারা ৪০০ ও ৪০১ এর অধীন কোন অভিযোগের প্রমাণ হইতে পারে);

(ড) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১১০(ক), (খ) ও (গ) এর অধীন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাউকে তাহার উত্তম আচরণের জন্য সিকিউরিটি প্রদানের আদেশ দানের প্রমাণ, ইহা প্রমাণ করিতে যে উক্ত ব্যক্তি একজন অভ্যাসগত চোর;

(ঢ) উত্তম আচরণের জন্য সিকিউরিটি প্রদানের জন্য যখন দুই বা ততোধিক অভিযুক্তকে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১১০(ক), (খ) ও (গ) এর অধীন একই কার্যক্রমে আবদ্ধ করা হইয়াছে যোগসাজসের সাক্ষ্য হিসাবে এইরূপ আদেশের প্রমাণ (উক্ত কার্যবিধির ধারা ১১৭(৪) দ্রষ্টব্য);

(ণ) তদন্ত পিপ, পরিদর্শন রেজিস্টার, ক্রাইম নোট বুক ও অন্যান্য রেজিস্টার যাহা কমিশনারের আদেশ অনুসারে থানায় রক্ষিত হয় তাহাতে অন্তর্ভুক্ত দালিলিক প্রমাণ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর section 35 এর অধীন এই সাক্ষ্য গৃহীত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে তবে, যদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে উক্ত আইনের section 159 এর অধীন স্মরণ করাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

(৪) ফৌজদারী মামলায় সাধারণতঃ সাক্ষ্য গৃহীত না হইলেও দন্ড বিধির ধারা ৪০০ ও ৪০১ এর অধীন মামলায় গৃহীত হয়, কারণ এই সকল মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ বস্তুত কোন ষড়যন্ত্রের সদস্য এবং এই জন্য Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর section 10 প্রযোজ্য হইবে এবং ডাকাতি মামলায় পূর্বে দোষী সাব্যস্ত হইবার বিষয়টি দন্ড বিধির ধারা ৪০০ এর অধীন মামলায়, এবং চুরির দায়ে পূর্বে দোষী সাব্যস্ত হইবার বিষয়টি ধারা ৪০১ এর অধীন মামলায় Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) এর section 14 অনুসারে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

১২০। **ফিঙ্গার প্রিন্ট**।—(১) ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ ও সি, আই, ডি এর ফিঙ্গার প্রিন্ট স্কোয়াডকে সর্বদা অপরাধীর রেখে যাওয়া ফিঙ্গার প্রিন্ট পরীক্ষা করিবার কাজে ব্যবহার করিতে হইবে এবং সনাক্তকারীর নিকট সাধারণ যে ফিঙ্গার প্রিন্ট দৃষ্টি গোচর হয় না তাহা একজন বিশেষজ্ঞ সনাক্ত করিতে সক্ষম হইবার বিষয়টি খেয়াল রাখিতে হইবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা গুরুত্বপূর্ণ যেন যে সকল বস্তুতে ফিঙ্গার প্রিন্ট থাকিতে পারে তাহা যেন অসতর্কতার সহিত নাড়াচাড়া না করিয়া সতর্কতা সহকারে ফিঙ্গার প্রিন্ট স্কোয়াড হইতে বিশেষজ্ঞ না আসা পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয় এবং যখন দস্যুবৃত্তির উদ্দেশ্যে কোন বেশ্যাকে মাদক সেবন করানো হয় অথবা অবৈধ লাভের জন্য খুন করা হয়, তখন সকল গ্লাস ও বোতল বিশেষ সতর্কতার সহিত পাহারা দিতে হইবে।

(৩) ফিঙ্গার প্রিন্ট সচারাচর গ্লাস, ধাতব, পলিশ করা কাঠ অথবা বার্ণিশ করা কাজের উপর থেকে যায় এবং সেগুলি আধপোড়া মশালের গায়ে পাওয়া যাইতেও পারে এবং চাঁচের দেয়ালের ঘরে সিঁধ কাটার ক্ষেত্রে ফিঙ্গার প্রিন্ট ঘরে প্রবেশ করিবার পয়েন্টের নিকটে বাঁশের চাঁচের উপর অথবা দরজার খুঁটির উপর আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যাইতে পারে এবং খুনের ক্ষেত্রে, রক্ত লাগানো আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যাইতে পারে।

অধ্যায়-৫

অস্বাভাবিক মৃত্যু ও জখম (unnatural deaths and injuries)

১২১। **প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ও তদন্ত**।—(১) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭৪ অনুযায়ী যে কোন পরিস্থিতিতে কোন মৃত্যু সংঘটনের খবর প্রাপ্তির পর অবিলম্বে ৪৮ নং বিপি ফরমে (বিডি ফরম নং ৫৩৭০) প্রথম তথ্য লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং আমলযোগ্য অপরাধের প্রথম তথ্য বিবরণীর ন্যায় একই পদ্ধতিতে উক্ত তথ্যের রেকর্ড রাখিতে হইবে এবং জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে, যিনি ইহাতে তাহার আদেশ রেকর্ড করিবেন।

(২) সাব-ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মকর্তা মৃত ব্যক্তির লাশ যে স্থানে রহিয়াছে সেখানে যাইবেন এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭৪ এ নির্ধারিত তদন্ত এবং অন্য আরও তদন্তের প্রয়োজন হইলে তাহা সম্পন্ন করিবার পর জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাহার চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং প্রথম তথ্য বিবরণী, তদন্ত রিপোর্ট বা ক্ষেত্রমত, সুরত হাল রিপোর্ট পুলিশ কর্মকর্তা ও অন্য দুই বা ততোধিক দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষর করিয়া তাহাসহ পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) তদন্ত কার্য একদিনের অধিক স্থায়ী হইলে অস্বাভাবিক বা সন্দেহমূলক মৃত্যুর তদন্তের ক্ষেত্রে কেস ডায়েরী পেশ করিতে হইবে, কিন্তু তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা সংঘটিত অপরাধকে আমলযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৭ এর অধীন তদন্ত পরিচালিত হইবে এবং সে অনুযায়ী কেস ডায়েরী শুরু করিতে হইবে।

(৪) একই ঘটনার একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথক রিপোর্ট করিতে হইবে, তবে পৃথকভাবে প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা চূড়ান্ত প্রতিবেদনের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) থানায় এক কপি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন ও এক কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন রাখিতে হইবে এবং মৃত্যু রেজিস্টারে এইরূপ মৃত্যু এবং বন্য জন্তুর আক্রমণে নিহত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির নম্বর উপরে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের এখতিয়ারাধীন এলাকার বাহিরে সংঘটিত জখম হইতে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে অবস্থিত কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সংঘটিত কোন মৃত্যুর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) মারাত্মকভাকে আহত এমন কোন ব্যক্তিকে বাহিরের থানা হইতে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলকার কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে প্রেরণ করা হইলে, ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ আহত হইবার ঘটনা প্রমাণ করিতে পারে এমন সাক্ষীর নাম ও ঠিকানাসহ একটি নোট সংশ্লিষ্ট থানা হইতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যে থানায় উক্ত হাসপাতাল বা ক্লিনিক অবস্থিত তাহার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং ইহার পর আহত ব্যক্তি মারা গেলে তাহার মৃতদেহ পোস্টমর্টেম করিবার সময়, মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য ব্যক্তির কোন আত্মীয় বা সংশ্লিষ্ট থানার একজন কনস্টবলকে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে থাকিতে হইবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে থানার এখতিয়ারাধীন এলাকায় জখম হইয়াছিলেন সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত পরিচালিত হইবে;

(গ) মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত উপনীত হইবার লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপরে উল্লিখিত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রাপ্ত সকল সাক্ষ্য ও অন্যান্য কর্মকর্তার নিকট প্রাপ্ত সকল সাক্ষ্য ও অন্যান্য দলিলাদি, বিশেষ কেস ডাইরি, ইত্যাদি সরবরাহ করিবেন।

১২২। **সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে তদন্তের নির্দেশনা**।—(১) সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে, তদন্তকারী কর্মকর্তার অবশ্যই মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকিতে হইবে এবং তাহাকে প্রত্যেক মামলার চাহিদা অনুযায়ী যতদূর সম্ভব মেডিকেল লিগ্যাল এভিডেন্স প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তদন্তকালে মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্সে প্রদত্ত গাইডলাইন বা নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) নিম্নলিখিত সাধারণ নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য কোন দ্রব্য প্রেরণের প্রয়োজন হইলে, পরিশিষ্ট ৪ এর নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে;

(খ) ভিসেরা (Viscera) ও তরল পদার্থ নূতন বোতলে বা অন্যকোন সহজপ্রাপ্য নূতন পাত্রে রাখিতে হইবে, এবং সতর্কতার সহিত রক্ষা ও সিল করিতে হইবে;

(গ) সর্বদা ফরোয়ার্ডিং রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে,—

(অ) লক্ষণ ও উপসর্গের শুরুর তারিখ ও সময়;

(আ) মৃত্যুর তারিখ ও সময়;

(ই) লাশ কবর হইতে তোলা হইলে, কবর দেওয়া ও কবর হইতে তোলার তারিখ;

(ঈ) অসুস্থতার লক্ষণের বিবৃতি; এবং

(উ) রোগীর বন্ধুবান্ধব, পুলিশ অথবা কোন ডাক্তার ও স্থানীয় ব্যবস্থাপনার কোন চিকিৎসা করা হইলে তাহার বর্ণনা।

(৩) বিষ প্রয়োগের সন্দেহ ঃ—

(ক) ঘরের মধ্যে বা মৃত দেহের নিকটে প্রাপ্ত যে কোন ধরণের খাদ্য (বিশেষভাব আটা বা মিষ্টি), পানীয়, তামাক বা মাদক (drugs) সিল করিয়া আনিতে হইবে;

(খ) বমি হইয়া থাকিলে, ঐ ব্যক্তির গায়ে বা মাথায় থাকা বমি পরিষ্কার ন্যাকড়ায়/কাপড়ে সংগ্রহ করিয়া একটি প্যাকেটে উক্ত ন্যাকড়া সিল করিতে হইবে;

(গ) বমি লেগে থাকা কাপড়-চোপড়, মাদুর, কাঠ অথবা মেঝের মাটি সিল করিয়া আনিতে হইবে;

(ঘ) সতর্কতার সহিত বমি বোতলে করিয়া বমির পাত্র সিল করিতে হইবে;

(ঙ) খাদ্য, পানীয় বা ঔষধ গ্রহণ, উপসর্গের প্রকাশ ও মৃত্যু ঘটিবার মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট সময় নিরূপণ করিতে হইবে এবং নির্ণয় করিতে হইবে প্রথম উপসর্গ কি ছিল এবং বমি বা উদারাময় হইয়াছিল কি না লোকটি ঝিমাচ্ছিল অথবা ঘুমাইয়া ছিলেন কি না এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খিচাচ্ছিলেন বা গলা বা চামড়ায় তীব্র যন্ত্রণা ছিল কি না।

(৪) ফাঁস দেওয়া বা শ্বাসরোধ করা বা গলা চাপা দেওয়া ঃ—

(ক) সম্ভব হইলে ফাঁসির দড়ি কাটিয়া মৃতদেহ নামাইবার অথবা শ্বাসরোধের মাধ্যমে অপসারণ করিবার পূর্বে, মুখ-মন্ডলের কোন কাল শিরা দাগ রহিয়াছে কি না বিশেষভাবে ঠোট ও চোখের পাতা সম্পর্কে চোখ ঠিকরে বাহির হইয়াছে কি না, জিহ্বার অবস্থান, স্ফীত অথবা বাহির হইয়া আসিয়াছে কি না বা ঠোট দ্বারা চাপা পরিয়াছে কি না, মুখ ও নাক হইতে কোন তরল পদার্থ নির্গত হইয়া থাকিলে উহা কোন দিকে নির্গত হইয়াছে তাহা নোট করিতে হইবে;

(খ) ফাঁসের দড়ি কাটিয়া লাশ নামাইবার পর অথবা শ্বাসরোধের মাধ্যমে অপসারণ করিবার পর বিশেষভাবে গলার অবস্থা অর্থাৎ শ্বাসরোধ করিবার লাইন থেতলিয়া গিয়াছে কি না তাহা নোট করিতে হইবে;

(গ) বসে যাওয়া দাগ গোলাকার না অসমান্তরাল তাহা নোট করিতে হইবে;

(ঘ) বৃদ্ধ আঙ্গুল হাতের তালুর উপর আড়াআড়িভাবে ছিল কি না তাহা নোট করিতে হইবে;

(ঙ) সম্ভব হইলে যে বস্তু দ্বারা ফাঁস দেওয়া বা শ্বাস রোধ করা হইয়াছিল তাহা আনিতে হইবে।

(৫) পুকুর বা পাতকুয়ায় পাওয়া মৃতদেহ ঃ—

(ক) মুখের চারপার্শ্বে, অথবা পুকুর বা পাতকুয়ার পার্শ্বে কোন রক্তের দাগ থাকিলে তাহা নোট করিতে হইবে;

(খ) মৃতদেহ উদ্ধারের পর, সতর্কতা সহকারে হাতের উপরে ও গলায় কোন বাহ্যিক চিহ্ন বা জখম আছে কি না তাহা খুঁজিয়া নোট করিতে হইবে;

(গ) গায়ের চামড়া মসৃণ না অমসৃণ তাহা নোট করিতে হইবে;

(ঘ) হাত পরীক্ষা করিতে হইবে এবং কোন কিছু ধরিয়া থাকিলে তাহা সতর্কতার সহিত অপসারণ করিতে হইবে।

(৬) খোলা ময়দানে প্রাপ্ত খুন হওয়া ব্যক্তির দেহ ঃ—

(ক) কোন জখমের সংখ্যা, বৈশিষ্ট্য ও আকার নোট করিতে হইবে;

(খ) কোন অস্ত্র পাওয়া গেলে, কাগজে মুড়িতে হইবে এবং কোন রক্তের দাগ থাকিলে সিল করিতে হইলে এবং সংলগ্ন কোন চুল থাকিলে বিশেষভাবে নোট করিতে ও সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(গ) বাড়ির বাহিরে মারা শিশুর ক্ষেত্রে, বাঁধা থাকিলে রশির বিবরণ এবং অত্যাচারের চিহ্ন নোট করিতে হইবে।

(৭) খুন হওয়া সম্পর্কে অনুমান ও দেহের প্রাপ্ত অংশ কবর বা সৎকার ঃ—

(ক) অত্যাচারের চিহ্ন খুঁজিতে হইবে, বিশেষভাবে মাথার খুলিতে, কোন চিহ্ন আছে কি না খুঁজিতে হইবে ও নোট করিতে হইবে;

(খ) সতর্কতার সহিত লিঙ্গের নিদর্শক বা চিহ্ন নোট করিতে হইবে এবং বিশেষভাবে চোয়াল ও বস্তিদেশের হা আনিতে হইবে;

(গ) বিষ প্রয়োগের সন্দেহ হইলে, পাকস্থলি যে স্থলে ছিল তাহার মাটি (সিল করিয়া) আনিতে হইবে এবং আর্সেনিক বিষ প্রয়োগে মারা গিয়াছে সন্দেহ করা হইলে উক্ত ব্যক্তির বা দাহের স্থান হইতে ছাই ও পোড়া হাড় সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে চিতার অবশিষ্টাংশ হইতে আর্সেনিক খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব;

(ঘ) খুন লাশ পুড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এইরূপ সন্দেহ হইলে ছাইয়ের মধ্যে হাড়ের কোন অংশ পাওয়া গেলে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইবে;

(ঙ) দেহের প্রাপ্ত অংশ কবর বা সৎকারের ক্ষেত্রে, পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষার বিষয়টি বিবেচনা করিতে হইবে;

(৮) লাভ বা কু উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য নারী হত্যা ঃ—

(ক) লাভ বা কু উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য নারী হত্যার ক্ষেত্রে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন চিহ্ন বা ক্ষত আছে কি না তাহা দেখিবার জন্য মৃতের জিহ্বা পরীক্ষা করিবেন;

(খ) কোন চিহ্ন পাওয়া গেলে, ইহা আপনা-আপনি সৃষ্ট না হইয়া কিভাবে সৃষ্ট হইতে পারে সেই বিষয়ে ফরেনসিক বিভাগের ডাক্তারের নিকট বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

১২৩। **খুন অথবা সন্দেহজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ফিঙ্গার প্রিন্ট।**—খুন অথবা সন্দেহজনক মৃত্যুর সকল ক্ষেত্রে, ঘটনার চারপাশ পরীক্ষার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির স্পর্শ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ কোন বস্তুর উপর, অস্পষ্ট বা অন্য কোনরূপ তাহার ফিঙ্গার প্রিন্টের চিহ্নের ন্যায় কোন কিছু প্রকাশ পাইলে বা পরবর্তীতে প্রকাশের সম্ভাবনা থাকিলে, অবশ্যই তাহার ফিঙ্গার প্রিন্ট পরবর্তীতে উক্ত বস্তুর (খুন বা সন্দেহজনক মৃত্যুর স্থান হইতে সংগ্রহকৃত) উপর তাহার হাতের ছাপের তুলনা করিবার জন্য লইতে হইবে।

১২৪। **অসনাক্তকৃত লাশের ছবি ও ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণ।**—(১) যখনই সম্ভব অসনাক্তকৃত লাশের ছবি তুলিতে হইবে যাহাতে তাহাদের পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং কোন থানা হইতে রিকুইজিশন পাইবার পর ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ কর্তৃক একজন ফটোগ্রাফার নিযুক্ত করিতে হইবে।

(২) কোন অসনাক্তকৃত মৃতদেহের ছবি তোলার প্রয়োজন হইলে, ছবির মধ্যে সমস্ত দেহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং দেহটি এইভাবে রাখিয়া ছবি তুলিতে হইবে যাহাতে সকল কাটাদাগ ও এইরূপ সনাক্তকরণ চিহ্নসমূহ স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর ও এইরূপ সনাক্তকরণ চিহ্নসমূহ স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।

(৩) চেহারা সকল ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং চেহারা কোন ভাবে বিকৃত করা হইলে তাহা সনাক্তকরণের উপায় হিসাবে পরিধেয় বস্ত্র অপেক্ষা দেহের স্বতন্ত্রতা নির্দেশক চিহ্নসমূহ অধিক নির্ভরযোগ্য এবং যেহেতু মানবদেহের সহিত এইগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, সেহেতু এগুলির পূর্ণ ও সঠিক রেকর্ড রাখিতে হইবে।

(৪) যখনই কোন অসনাক্তকৃত মৃতদেহের ছবি তোলা হইবে, তখনই বিষয়টির বিবরণ, যতদূর সম্ভব জানা যায়, ছবির পিছনে পরিস্কারভাবে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(৫) যখন দুর্ঘটনায় বা সন্দেহজনক অবস্থায়, অথবা ডাকাতি, সিঁধকাটা বা অন্যকোন অপরাধের মাধ্যমে মৃত্যু কোন ব্যক্তির পরিচিত সন্তোষজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তখন তদন্তকারী কর্মকর্তা ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের ফিঙ্গার প্রিন্ট সেকশনের একজন কর্মকর্তার দ্বারা মৃতব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ লইবেন।

(৬) সাধারণতঃ মৃত ব্যক্তির ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণে তেমন কোন জটিলতা নাই, তবে মাঝে মাঝে এমন হয় যে আঙ্গুলের চামড়া এত সংকুচিত ও কুচকাইয়া যায় যে, ব্যাখ্যাযোগ্য বা বোধগম্য প্রিন্ট গ্রহণ সম্ভব অফিসারকে ফিঙ্গার হইতে ছাড়িয়া লইবার জন্য বলিতে হইবে এবং তারপর দশ আঙ্গুল হইতে ছাড়ানো চামড়ার অংশ ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা দেওয়া খামের মধ্যে সতর্কতার সহিত ভরিতে হইবে এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট সেকশনে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) কোন অসনাক্তকৃত লাশের ফিঙ্গার প্রিন্ট কমপক্ষে সাব-ইন্সপেক্টর পদ মর্যদার একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে এবং অবশ্যই হাতের সকল আঙ্গুলের ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণ করিতে হইবে, এমনকি আঙ্গুলের চামড়া ছাড়াইবার প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও এবং তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা স্বাক্ষর দ্বারা ইহা প্রত্যয়ন করিবেন যে তাহার উপস্থিতিতে সঠিকভাবে প্রিন্ট গ্রহণ করা হইয়াছে এবং তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তা আবারও সার্চ পিপের মন্তব্য কলমে লাশের অবস্থা অর্থাৎ উহার পচনের পর্যায়ে অথবা অন্য কোন অবস্থায় রহিয়াছে কি না তাহার উল্লেখ করিবেন।

(৮) লাশের দ্রুত পচন ধরিতে পারে বা বিলম্বের ফলে স্বতন্ত্র প্রিন্ট গ্রহণ অসম্ভব হইতে পারে বিধায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে বা স্পটে পৌছানোর পর যতদূর সম্ভব দ্রুত অবশ্যই মৃত ব্যক্তির ফিঙ্গার প্রিন্ট গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১২৫। **পোস্ট মর্টেম করার জন্য লাশ প্রেরণ।**—(১) পোস্ট মর্টেম করার জন্য কোন মৃতদেহ প্রেরণ করা হইলে তাহার সহিত এক কপি সুরতহাল রিপোর্ট এবং বিপি ফরম নং ৪৯ এ দুই কপি চালান পাঠাইতে হইবে যাহার মধ্যে এক কপি কোর্ট অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যিনি তাহা বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট অগ্রায়ন করিবেন এবং অন্য কপি পোস্ট মর্টেমকারী মেডিক্যাল অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং পুলিশের প্রয়োজন অনুসারে টিটেনাস, প্লেগ, পক্স ইত্যাদি ছোঁয়াছে রোগের ক্ষেত্রেও একইভাবে পোস্ট মর্টেম করিতে হইবে।

(২) চালানে মৃতদেহ প্রেরণের যথার্থ সময় ও তারিখ, মৃত্যুর বাহ্যিক কারণ সম্পর্কিত বিবৃতি, মৃত্যুর কারণ হিসাবে কোন অপরাধমূলক কার্যের সন্দেহের উদ্রেককারী অবস্থা, যদি থাকে, তাহার বর্ণনা এবং মৃতদেহের সহিত যে সকল কাপড় ও দ্রব্যাদি প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার সঠিক বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) পোস্ট মর্টেম করার জন্য মৃতদেহ প্রেরণের সময় মৃতদেহের পাশে যথেষ্ট পরিমাণ গুড়া কয়লা রাখিতে হইবে এবং ক্ষতস্থানকে একটি শীট দিয়ে জড়াইয়া দিতে হইবে এবং চারপায়া খাটিয়া পাওয়া গেলে তাহার উপর মৃতদেহ রাখিয়া বহন করিতে হইবে, বাঁশে ঝুলাইয়া বহন করা যাইবে না।

(৪) মেডিকেল অফিসার মৃতদেহের সহিত আসা কনস্টবলের কমান্ড সার্টিফিকেটে আগমনের তারিখ ও সময়ের উল্লেখ করিবেন।

(৫) মৃতদেহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কনস্টবলকে এই মর্মে কড়া নির্দেশ প্রদান করিতে হইবে যেন সে রাস্তায় ঘোরা ফিরা না করিয়া সরাসরি মর্গের লাশ ঘরে লইয়া যায়।

(৬) মর্গে মৃতদেহ রাখিবার পর তিনি অবিলম্বে মেডিকেল অফিসারকে সুরতহাল রিপোর্ট ও এক কপি চালান প্রদান করিবেন এবং চালানোর দ্বিতীয় কপিতে তিনি তাহার উপস্থিতির সময় ও তারিখ মেডিকেল অফিসার দ্বারা এনডোর্স করিয়া তাহা কোর্ট অফিসারের নিকট পেশ করিবেন যিনি অবিলম্বে উহ বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট অগ্রায়ন করিবেন।

(৭) সম্ভব হইলে মৃতের আত্মীয় অথবা মৃত ব্যক্তির সহিত পরিচিত অন্য কোন ব্যক্তি মৃত দেহের সহিত মর্গে আসিবেন এবং পোস্ট মর্টেম পরীক্ষার সময় উপস্থিত থাকিবেন এবং যখন ইহা সম্ভভ হইবে না তখন চালানে উল্লেখ করিতে হইবে যে আত্মীয় বা বন্ধু অজ্ঞাত অথবা ক্ষেত্রমত আত্মীয় বা বন্ধু আসিতে ইচ্ছুক নয়।

(৮) যদি লাশের সহিত প্রেরিত কোন পোশাক পরিচ্ছদ বা জিনিসপত্র পোস্ট মর্টেম পরীক্ষার পর থানায় ফেরৎ পাঠাইবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে উহা চালানের ১০ নং কলামে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

১২৬। **পোস্ট মর্টেম করিবার সময় পুলিশ কর্মকর্তার উপস্থিতি।**—(১) মৃতদেহের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে প্রেরিত পুলিশ কর্মকর্তাকে পোস্ট মর্টেম করিবার সময় উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আদালতে মেডিকেল অফিসারের পরীক্ষার ফলাফল যখন রেকর্ড করা হইবে, তখন সেখানে তাহার উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং যে মৃত দেহের সহিত ফৌজদারী মামলা জড়িত সেই মৃতদেহের পরিচিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(২) সম্ভব হইলে তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা পোস্ট-মর্টেমের সময় উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) কোন মামলার বিচারের সহিত জড়িত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে পোস্ট-মর্টেমের সময় অন্য একজন মেডিক্যাল প্রাকটিশনারের উপস্থিতি আবশ্যক, তাহা হইলে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত এক বা একাধিক মেডিক্যাল প্রাকটিশনার এই মামলার সহিত সম্পর্কিত সরকারী কাজে নিয়োজিত মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক পরিচালিত ময়না তদন্ত ও অন্যান্য আইনসঙ্গত মেডিক্যাল পরীক্ষার সময় সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

১২৭। **পোস্ট মর্টেম ও রিপোর্ট**।—(১) পোস্ট মর্টেম সমাপ্তির পর মেডিক্যাল অফিসার কার্বনেট মাধ্যমে বিপি ফরম নং ৫০ পূরণ করিয়া কার্বনের মাধ্যমে তিনটি কপি করিবেন এবং কার্বন কপিসমূহের মধ্যে একটি কপি লাশের সহিত আসা হেড কনস্টবল বা কনস্টবলের মাধ্যমে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং চালান ফরম ও সুরতহালের সহিত মূল রিপোর্ট সরাসরি বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট অগ্রায়ণ করিতে হইবে এবং উপ-পুলিশ কমিশনার রিপোর্টটি চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করিবার জন্য কোর্ট অফিসারের (অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, প্রসিকিউশন) নিকট প্রেরণ করিবেন এবং মেডিক্যাল অফিসার পোস্ট মর্টেম এর রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(২) মেডিক্যাল রিপোর্টের কোন অংশ সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ দেখা দিলে পুলিশ অফিসার উহা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতলের পরিচালকের নিকট পাঠাইবেন।

১২৮। **লাশ অথবা আহত ব্যক্তিকে প্রেরণের ব্যয়**।—লাশ বা আহত বা রুগ্ন ব্যক্তিকে পরীক্ষা বা চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল অফিসারের নিকট প্রেরণের যাবতীয় খরচ পুলিশ কমিশনার কর্তৃক তাহার বাজেট বরাদ্দ হইতে মিটানো হইবে।

১২৯। **মৃতদেহের সৎকার ও অপসারণ**।—(১) স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় মৃতদেহের যথাযথ সাৎকারের দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে মৃত কোন ব্যক্তিকে আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কর্তৃক দাবি করা না হইলে, মৃত দেহের সৎকারের জন্য সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করিতে হইবে এবং ইহার ব্যয় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্বাহ করিবে, তবে অদাবীকৃত মৃতদেহ সৎকারের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা অনুরূপ দাতব্য সংস্থার সাহায্য নেয়া যাইতে পারে।

১৩০। **পশুর ক্ষেত্রে পোস্ট-মর্টেম ও ডাক্তারী পরীক্ষা**।—(১) কোন পশু মারা গেলে বা আহত হইলে এবং এই ক্ষেত্র আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটন করা হইয়াছে মর্মে সন্দেহ করা হইলে চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশের ক্ষেত্রে সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহেন এমন পুলিশ কর্মকর্তা হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন একজন ভেটেরিনারি সহকারীকে দিয়া পোস্ট-মর্টেম বা ডাক্তারী পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

(২) মামলার পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন হইলে, ভেটেরিনারি সহকারী পশুর ভিসেরার কেমিক্যাল রিপোর্ট পরীক্ষাকারীর নিকট অগ্রায়ণ বা প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং এতদ্‌সম্পর্কিত খরচ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কন্টিনজেন্ট মঞ্জুরী হইতে নির্বাহ করা হইবে, যদি না পুলিশের বাজেটে কোন তহবিল বরাদ্দ হয়।

১৩১। **আহত ব্যক্তির ডাক্তারী পরীক্ষা**।—(১) কোন আহত ব্যক্তিকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হইলে, বাংলাদেশ ফরম নং ৩৮৬৫ এ একটি রিপোর্ট মেডিক্যাল অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) পোস্ট-মর্টেমের ক্ষেত্রে, উপ-পুলিশ কমিশনার, মেডিক্যাল অফিসার ও স্টেশন পুলিশের নিকট চালানের প্রতিলিপি ও খবর প্রেরণের জন্য প্রচলিত বিধি অনুযায়ী আহত বা জখম হওয়া ব্যক্তির ডাক্তারী পরীক্ষার ক্ষেত্রেও অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) বিপি ফরম নং ৫০ ও বাংলাদেশ ফরম নং ৩৮৬৫ এ মেডিক্যাল অফিসারের রিপোর্ট চূড়ান্ত রিপোর্ট ফরমের সহিত যুক্ত করিবার অথবা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কেসের রেকর্ডের অংশ করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ এইরূপ রিপোর্টসমূহ আইনগত সাক্ষ্য নয়।

(৪) কোন অপরাধে অভিযুক্ত নয় এমন কোন আহত ব্যক্তিদের পুলিশ কর্তৃক থানায় আনা হইলে, যদি না তাহারা আপত্তি করে, তাহাদিগকে নিকটতম সরকারী হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে পুলিশ বাজেটে তহবিল বরাদ্দ না থাকিলে হাসপাতালে প্রেরণের খরচ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বহন করিবেন।

(৫) পুলিশ হাজতে আনীত ব্যক্তিকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হইলে এবং জামিনে মুক্তি দেয়া না হইলে তাহাদিগকে জেল হাসপাতালে চিকিৎসা করাইতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে কেবল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশক্রমে তাহাদের সরকারী হাসপাতালে প্রেরণ করা যাইবে।

(৫) পুলিশ তত্ত্বাবধানে রাখিবার প্রয়োজন নাই এমন গুরুতর আহত ব্যক্তিদের বিলম্ব না করিয়া থানার কর্মকর্তা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রহিয়াছে এইরূপ নিকটতম সরকারী হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন এবং মেডিক্যাল অফিসারের নিকট চিকিৎসার জন্য প্রেরণের ব্যয় উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিতভাবে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নির্বাহ করা হইবে।

(৬) মেডিক্যাল ও আইনগত মামলার সহিত জড়িত কোন আহত ব্যক্তি যদি হাসপাতালে যাইতে অস্বীকার করেন অথবা তিনি যদি এতই অসুস্থ হন যে, তাহাকে হাসপাতালে নেয়া সম্ভব নহে তাহা হইলে পুলিশ চিকিৎসা সম্পর্কিত আইনগত সার্টিফিকেট গ্রহণের উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী সরকারী হাসপাতাল বা কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসারকে ডাকিয়া পাঠাইবেন এবং যদি এইরূপ কোন মেডিক্যাল অফিসারকে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে লোকাল ফান্ড ডিসপেন্সারীর ডাক্তার বা প্রাইভেট রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্রাকটিশনারকে চিকিৎসা সম্পর্কিত আইনগত সার্টিফিকেট গ্রহণের উদ্দেশ্যে, পরীক্ষার জন্য ডাকিয়া পাঠানো যাইতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের অন্যান্য কন্ট্রাক্ট কনটিনজেন্ট গ্রান্ট হইতে সরকারী বিধি অনুযায়ী ফি প্রদান করা হইবে।

(৭) যদি কোন ব্যক্তির ক্ষত বা জখম মারাত্মক হয়, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা অবিলম্বে একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়া আহত ব্যক্তির বিবৃতি রেকর্ড করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং যদি ইহা করা সম্ভব না হয়, এবং অন্য কোন ব্যক্তির জন্য 'মৃত্যুকালীন ঘোষণা' রেকর্ড করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যখনই সম্ভব, উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষ্য প্রত্যায়নকারী সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে ইহা করিতে হইবে এবং পুলিশ কর্মকর্তার নিকট করা মৃত্যুকালীন ঘোষণা সম্ভব হইলে ঘোষণাকারী ব্যক্তিকে দিয়ে স্বাক্ষর করাইতে হইবে।

(৮) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি বতীত অন্য কোন আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য তাহার সম্মতির প্রয়োজন হইবে।

(৯) কোন অবস্থাতেই মহিলাদেরকে তাহাদের সম্মতি ব্যতিরেকে ডাক্তারী পরীক্ষা করানো যাইবে না।

১৩২। **হাসপাতাল বা ক্লিনিক হইতে আহত ব্যক্তি ভর্তির রিপোর্ট**।—কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকের মেডিক্যাল অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন আহত ব্যক্তি ভর্তি রিপোর্টের প্রেক্ষিতে যদি কোন আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে প্রমান পাওয়া যায় অথবা আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে এইরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাটি সাধারণ ডায়েরীভুক্ত করিবেন এবং অবিলম্বে জখমের কারণ তদন্তের উদ্যোগ লাইবেন এবং আইন ও কার্য পদ্ধতি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অধ্যায়-৬

ওয়ারেন্ট ও গ্রেফতার (Warrnts and arrests)

১৩৩। **ওয়ারেন্ট জারি**।—(১) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৭৭ এর অধীন, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কোন ওয়ারেন্ট কার্যকর করিবার নির্দেশ দেওয়ার সময় তাহা উক্ত কর্মকর্তার নামে অথবা তাহার দপ্তরের পদবি বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে ধারা ৭৯ অনুযায়ী অনুমোদনসমূহ নামে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) যে কর্মকর্তার নামে ওয়ারেন্ট প্রেরণ করা হইবে তিনি যদি অন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে দিয়ে ওয়ারেন্ট কার্যকর করিতে চাহেন, তাহা হইলে উক্ত অনুমোদন নামে করিতে হইবে এবং তিনি তাহার স্বাক্ষরের নিচে "ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" কথাটি লিখিয়া তাহার অনুমোদনের বিষয়টি স্পষ্ট করিবেন এবং অনিবার্য কারণে সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নের পদ মর্যাদার কোন কর্মকর্তাকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হইলেও তাহার ওয়ারেন্ট অনুমোদনের ক্ষমতা থাকিবে না।

(৩) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ারেন্ট অনুমোদনের সময় কার্যকরকারী কর্মকর্তা কোন তারিখের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবেদনসহ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ওয়ারেন্ট ফেরত দিবেন তাহা ওয়ারেন্টের পিছনে উল্লেখ করিবেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদনটি পরীক্ষা করিবেন এবং আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ফেরতের তারিখের কমপক্ষে একদিন পূর্বে কোর্ট অফিসারের নিকট ওয়ারেন্ট ইস্যু করিবার ক্ষেত্রে, ওয়ারেন্ট কার্যকরকারী পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৭৬ এ বিধৃত কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং ওয়ারেন্টের সহিত গৃহীত জামিনের বন্ড ফেরত পাঠাইতে হইবে।

(৪) কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হইলে তাহা জারি করিবার দায়িত্ব সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নের কোন কর্মকর্তাকে প্রদান করা যাইবে না এবং অবিলম্বে ওয়ারেন্ট জারির প্রয়োজন না হইলে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী সরাসরি উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে।

১৩৪। **ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরের কোন আদালত কর্তৃক জারিকৃত ওয়ারেন্টেরবলে গ্রেফতার।**—যদি ঢাকা মেট্রোপলিটন অধিক্ষেত্রের বাহিরের কোন আদালত কর্তৃক জারিকৃত ওয়ারেন্টেরবলে গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তি ওয়ারেন্টে উল্লিখিত সিকিউরিটি প্রদানে ব্যর্থ হয় অথবা জামিনে মুক্তি প্রদান সম্পর্কে ওয়ারেন্টে কোনরূপ নির্দেশনা না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে যে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে ওয়ারেন্ট গ্রহন করা হইয়াছিল তাহার নিকট হাজির করা হইবে।

১৩৫। **সরকারের জনহিতকর কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রেফতার।**— সরকারী জনহিতকর কার্যে (যেমন—টেলিফোন, টেলিগ্রাফ বা পোস্টাল সার্ভিস) নিযুক্ত ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতার করা হইলে যদি জন-সাধারণের অসুবিধা হয়, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তার এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যাহাতে তিনি পালাইতে না পারেন এবং অনতিবিলম্বে গ্রেফতারের নোটিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে যাহাতে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অন্য কাউকে নিযুক্ত করিতে পারেন।

১৩৬। **সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কর্মচারী গ্রেফতার।**—সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের মধ্যে কোন তদন্ত অথবা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারীকে গ্রেফতার করিবার প্রয়োজন হইলে, যখনই সম্ভব ঐ কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩৭। **সেনাবাহিনীর সদস্য গ্রেফতার।**—যখনই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী বা বিমান বাহিনীর কোন সদস্যকে ফৌজদারী অপরাধে গ্রেফতার করা হইবে, তখনই অবিলম্বে মামলার সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি প্রতিবেদন বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার, এবং পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে তিনি যে ট্রুপের সদস্য তাহার অধিনায়কের নিকট অথবা নিকটতম এম. পি ইউনিটে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৩৮। **সশস্ত্র বাহিনী হইতে পলাতক সৈন্যের গ্রেফতার বা আত্মসমর্পন।**—(১) কোন পলাতক সৈন্যকে গ্রেফতার করা হইলে বা সে আত্মসমর্পন করিলে, তাহাকে নিকটবর্তী থানায় লইয়া যাইতে হইবে, এবং সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বি. পি ফরম নং ৫৪ এ তাহার গ্রেফতার বা আত্মসমর্পনের তারিখ ও স্থান লিপিবদ্ধ করিয়া সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

(২) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি তাহার স্বাক্ষরের নিম্নে "ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" এবং থানার নাম লিখিবেন এবং অতঃপর তিনি অতিদ্রুত পলাতক সৈন্যের ইউনিটের অধিনায়কের নিকট অথবা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকটতম কোন এম. পি ইউনিটে তাহা পাঠাইয়া দিবেন এবং পলাতক সৈন্যকে পুলিশের বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করা হইবে, যিনি একটি বিবরণমূলক রিটার্ন তৈরি করিবেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট তাহাকে হস্তান্তরের পূর্বে একটি সংক্ষিত তদন্ত করিবন।

১৩৯। **বিদেশী নাবিক গ্রেফতার।**—পুলিশ কর্তৃক কোন বিদেশী নাবিককে গ্রেফতার করা হইলে, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে মামলার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু অবহিত করিতে হইবে এবং যদি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বিদেশী হইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করিতে হইবে।

১৪০। **ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার সীমান্তবর্তী থানায় অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণকালে গ্রেফতার।**—গুরুত্বপূর্ণ মামলা অথবা একাধিক মামলায় অভিযুক্ত কোন অপরাধী সীমান্তবর্তী থানায় কার্যক্রম চালাইতেছে অথবা বসবাস করিতেছে অথবা তাহার সহযোগী রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহের কারণ থাকিলে তাহাকে বা তাহাদেরেকে গ্রেফতার করিবার বিষয়টি স্টেশন কর্মকর্তা টেলিফোনের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী থানাসমূহকে অবহিত করিবেন এবং সীমান্তবর্তী পুলিশ একইভাবে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে সংবাদ প্রেরণ করিবে।

১৪১। **ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেফতার।**—ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৪, ৫৫, ৫৭ (১), ১২৮, ১৫১ ও ৪০১(৩) এর বিধান অনুযায়ী পুলিশ কর্মকর্তাদের ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেফতারের ক্ষমতা থাকিবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪ এ সংজ্ঞায়িত "আমলযোগ্য অপরাধ" এ কোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে মর্মে ওয়ারলেস বা ফ্যাক্সে প্রদত্ত কোন তথ্য বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে।

১৪২। **গ্রেফতারের পদ্ধতি।**—(১) কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তলব করিতে পারিবেন না, তবে এইরূপ ব্যক্তিকে তলব করিবার জন্য গ্রেফতার করা যাইবে এবং গ্রেফতার ব্যতীত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করিতে বা তাহাকে আটক রাখিবার উদ্দেশ্যে হাজির করাইতে বা তাহাকে আটক রাখিতে কোন অবস্থাতেই বাধ্য করা যাইবে না।

(২) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠানো হইলে বা তদন্ত কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির হইবার ব্যবস্থা করা হইবে তাহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৬ হইতে ৪৮ এবং ধারা ৫৩ অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে জামিন ছাড়া অথবা তাহার নিজস্ব মুচলেকা ছাড়া অথবা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬৩ তে বর্ণিত বিধান মোতাবেক মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ আদেশ ব্যতীত ছাড়িয়া দেয়া যাইবে না।

(৪) কোন পুলিশ কর্মকর্তা নিজে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার না করিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে উহা অর্পণ করিতে পারিবেন না এবং কোন ব্যক্তিকে পত্র দ্বারা উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেয়া হইলে উহা গ্রেফতার হিসাবে গণ্য হইবে।

(৫) "পুলিশ কাস্টডি" অর্থে পুলিশের কর্তৃত্বে থাকা কাস্টডি অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং কোন ব্যক্তিকে কোন অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য তলব করা হইলে প্রকৃতপক্ষে সে তাহার নিজের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয় বিধায় উহা কাস্টডি হিসাবে গণ্য হইবে।

১৪৩। **অপ্রয়োজনীয় গ্রেফতার এড়ানো এবং নমনীয়ভাবে জামিন প্রদান।**—(১) অপ্রয়োজনীয় গ্রেফতার করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

(২) কোন সাধারণ ঘটনার তদন্তের পর মামলা করার প্রয়োজন অনুভূত না হইলে কাউকে গ্রেফতার করিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহ হইলে গ্রেফতার করিতে অবহেলা করা উচিত হইবে না।

(৩) গ্রেফতার করিবার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তকে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে এবং গ্রেফতারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইলে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬১ ও ১৬৭ অনুযায়ী অভিযুক্তকে কেস ডাইরির এক কপি এন্ট্রিসহ শীঘ্রই নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে তবে, কোন ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মামলার সকল পরিস্থিতি বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত সময় অপেক্ষা অধিক সময়ের জন্য পুলিশ কাস্টডিতে রাখা যাইবে না।

(৪) অ-জামিনযোগ্য মামলায় জামিন প্রদানের ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৯৭(২) এ প্রদত্ত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা বিবেচনামূলক সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৪ এর অধীন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য 'যুক্তিগ্রাহ্য সন্দেহ' যথেষ্ট, কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণে যদি দেখা যায় যে তাহার "অপরাধ প্রমাণের জন্য যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি" যথেষ্ট নহে, তাহা হইলে তাহাকে অবিলম্বে ধারা ৪৯৭(২) এর অধীন জামিনের মুক্তির প্রস্তাব করিতে হইবে এবং অধ্যাদেশের ধারা ১০০ এর অধীন গ্রেফতারের ক্ষেত্রেও এই একই কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১৪৪। **পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণ**।—ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫১ অনুসারে কোন ব্যক্তিকে তল্লাশি করিয়া পুলিশ তাহার দায়িত্বে কোন দ্রব্যাদি গ্রহণ করিলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ঐ সকল দ্রব্যের রসিদ প্রদান করিতে হইবে এবং সম্পত্তির তালিকা চালান বা কেস ডায়েরী বা মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে এবং এইরূপ সম্পত্তি আদালতে প্রেরণের সময়, এ সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিতে হইবে যাহাতে কোর্ট অফিসার তাহা 'মালখানা রেজিস্টারে' লিখিয়া রাখিতে পারেন এবং কোন মহিলাকে তল্লাশির ক্ষেত্রে একজন মহিলার সাহায্য নিয়া তল্লাশি করিতে হইবে।

১৪৫। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অসুস্থতা**।—(১) কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইলে তাহাকে কাস্টডিতে রাখিতে হইবে এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অন্যত্র নিয়া যাইবার মত শারীরিক অবস্থা না থাকিলে গ্রেফতারকারী কর্মকর্তা তাহার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন বন্দির জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে নিকটতম সরকারী ডাক্তারকে ডাকিতে হইবে, তবে এইরূপ ডাক্তার পাওয়া না গেলে রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী চিকিৎসককে ডাকিতে হইবে এবং এই জন্য তাহাকে ফি পরিশোধ করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পরিশোধের জন্য একটি বিল পেশ করিবেন এবং তিনি তাহার সংরক্ষিত তহবিল হইতে বিল পরিশোধ করিবেন, তবে পুলিশ বাজেটে তহবিল বরাদ্দ থাকিলে উপ-পুলিশ কমিশনার বিল পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করিবেন।

১৪৬। **গ্রেফতার করিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কার্যব্যবস্থা**।—(১) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ওয়ারেন্ট ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাকে গ্রেফতার করা হয় বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আত্মসমর্পণ না করে বা যে আদালত কর্তৃক ওয়ারেন্ট জারি করা হইয়াছিল সেই আদালত কর্তৃক তাহা আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল বা প্রত্যাহার করা না হয়।

(২) ওয়ারেন্ট কার্যকর করিবার জন্য নিযুক্ত পুলিশ অফিসার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খুজিয়া পাইতে ব্যর্থ হইলে এবং যদি বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, সে পলাতক রহিয়াছে বা নিজেকে গোপন রাখিয়াছে এবং সে কারণে ওয়ারেন্ট কার্যকর করা সম্ভব নয় তাহা হইলে তিনি তাঁর এইরূপ বিশ্বাসের কারণ সুস্পষ্ঠভাবে লিখিয়া রিপোর্ট পেশ করিবেন।

(৩) ছোট খাট ঘটনা ছাড়া পলাতক ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ঐ তালিকার উপর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর লইতে হইবে এবং প্রস্তুতকৃত তালিকাটিসহ ওয়ারেন্ট রিপোর্ট বিপি ফরম নং ৫৫ এ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং চার্জশীট পেশ করিবার সময় কোন ব্যক্তি পলাতক থাকিলে উক্ত তালিকা চার্জশীটের সঙ্গেই পেশ করিতে হইবে যাহাতে অবিলম্বে ক্রোকের আদেশ ইস্যু করা যায়।

(৪) ওয়ারেন্ট ইস্যু কবিবার সময় ম্যাজিস্ট্রেটকে তাহা কার্যকর করার তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে অথবা ওয়ারেন্ট কার্যকর করিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদান করিতে হইবে এবং ওয়ারেন্টে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ওয়ারেন্ট কার্যকর করিয়া যে আদালত তা ইস্যু করিয়াছেন সে আদালতের কাছে প্রেরণ করা সম্ভব না হইলে থানার যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উক্ত ওয়ারেন্ট কার্যকর করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল তিনি ওয়ারেন্ট কার্যকর না করিবার কারণ বর্ণনা করিয়া বি পি ফরম নং ৫৫ তে একটি রিপোর্ট প্রদান করিবেন যে, যে আদালত উক্ত ওয়ারেন্ট ইস্যু করিয়াছে সেই আদালতের কাছে সর্বশেষে উল্লিখিত তারিখের সকালের মধ্যে তা পৌছাইয়া দিতে হইবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি পলাতক থাকে তাহা হইলে তিনি তাহার রিপোর্টের সহিত ওয়ারেন্ট কার্যকর করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসারের মূল রিপোর্টসহ পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তির তালিকা পাঠাইয়া দিবেন এবং পরবর্তীতে কোট অফিসার প্রয়োজন অনুয়ায়ী ঘোষণাপত্র ও ক্রোকের আদেশ জারি করিবার জন্য আবেদন পেশ করিতে পারিবেন।

(৬) ওয়ারেন্ট কার্যকর করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসারকে প্রয়োজনবোধে রিপোর্ট প্রেরণ করিতে হইবে যাহাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৮৭ মোতাবেক মামলা পরিচালনার কার্যধারা আরম্ভ করিবার জন্য তার বিবৃতি রেকর্ড করা যায়।

(৭) কোন স্বাক্ষীর গ্রেফতারের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ৫নং তফসিলের ৭নং ফরমে অপ্রত্যাশিত ওয়ারেন্টে উল্লিখিত তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে ফেরত পাঠাইতে হইবে যেন তিনি তাঁর বিবেচনা মতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারেন।

(৮) গ্রেফতার না করা পর্যন্ত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তির গ্রেফতারের জন্য অপ্রত্যাশিত ওয়ারেন্ট ফাইলে রাখিয়া দিতে হইবে।

(৯) প্রত্যেক থানায় বি পি ফরম নং ৫৬ তে গ্রেফতারী পরোয়ানার একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৪৭। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থাপন।**—পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত সকল ব্যক্তিকে, গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পৌছানোর সময় বাদ দিয়া, ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে এবং এইরূপ কোন ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন ব্যতীত উক্ত সময়ের অতিরিক্ত আটক রাখা যাইবে না এবং এইক্ষেত্রে যুক্তভাবে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬১ ও ১৬৭ এর বিধানাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

১৪৮। **পুলিশ কাস্টডিতে রিমান্ড**।—(১) ২৪ ঘন্টার মধ্যে তদন্ত সম্ভব না হইলে এবং তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশ কাস্টডিতে রিমান্ডে নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে যত শ্রীঘ্রসম্ভব তদন্তের উদ্দেশ্যে পুলিশ কাস্টডিতে রিমান্ডের আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদনে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক প্রসিকিউটিং কর্মকর্তা অবশ্যই কেস ডাইরীর সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের কপি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থাপন করিবেন, তবে তিনি লক্ষ্য রাখিবেন যেন কোন পর্যায়ে পুলিশী তদন্তে পর্যায়সমূহ প্রকাশ না পায়।

(২) রিমান্ড সম্পর্কে হাইকোর্ট নিম্নলিখিত আদেশসমূহ অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানসমূহ এবং রিমান্ড মঞ্জুরী বা অস্বীকৃতি সম্পর্কে উক্ত বিধিতে যাহা উল্লেখ আছে সেই সম্পর্কে সুস্থ বিচার বিভাগীয় বিবেচনা প্রয়োগের গুরুত্ব সম্পর্কে ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইবে;

(খ) প্রদেয় আদেশ বন্দির উপস্থিতিতে করিতে হইবে এবং শুনানির পর তিনি প্রস্তাবিত আদেশ সম্পর্কে যে কোন আপত্তি উথাপন করিতে পারিবেন;

(গ) অতিরিক্ত আটকাবস্থা প্রয়োজন হইলে সম্ভাব্য সংক্ষিপ্তকালের জন্য রিমান্ড মঞ্জুর করা উচিত হইবে;

(ঘ) পুলিশের জিম্মায় রিম্যান্ডের আবেদন সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে হইবে এবং সাধারণভাবে সেইসব ক্ষেত্রে রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করা উচিত হইবে যে ক্ষেত্রে ব্যক্তির সনাক্তকরণ সম্পত্তি উদ্ধার বা সনাক্তকরণ বা এইরূপ বিশেষ কারণের ক্ষেত্রে পুলিশের সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়;

(ঙ) প্রত্যাশিত স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি দিতে ব্যার্থতার ক্ষেত্রে রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করা যাইবে।

(৩) পুলিশের কাস্টডিতে রিমান্ডের যথাযর্থতা বিদ্যমান থাকিলে, স্টেশন অফিসার তাহার কেস ডায়েরীর কপিসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিবেন (তাহার উক্ত মামলা বিচারের এখতিয়ার থাকুক বা না থাকুক) এবং এই বিষয়ে জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

(৪) যে সকল কারণে রিমান্ডে নেওয়া প্রয়োজন তাহা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরিত আবেদন পত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) পুলিশ কাস্টডিতে রিমান্ডে আনা ব্যক্তিদের পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে না এবং এইরূপ ব্যাক্তিদের যে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পুলিশের কাস্টডিতে রিমান্ডে দেওয়া হইয়াছিল তাহার নিকট এইরূপ রিপোর্টসহ অবশ্যই হাজির করিতে হইবে যে,—

(ক) অভিযুক্তকে শুনানীর বা বিচারের জন্য উপস্থাপন করিতে যে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নয়; অথবা

(খ) অভিযুক্তকে কাস্টডিতে রাখা প্রয়োজন কারণ তদন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং অভিযুক্তকে পুলিশ কাস্টডি অথবা কারাগারে আবার রিমান্ডে নেয়ার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

(৬) রিমান্ডের মেয়াদ যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে।

(৭) রিমান্ডের উদ্দেশ্য বন্দির বিবৃতি যাচাই করা হইলে, বন্দিকে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে রিমান্ডে দেয়া উচিত।

১৪৯। **থানার হাজতখানা**।—(১) প্রত্যেক থানায় পুরুষ ও মহিলা কয়েদিদের জন্য পৃথক হাজতখানা থাকিবে এবং প্রত্যেক হাজতখানায় বন্দি প্রতি ৩৬ বর্গফুট হিসাবে জায়গা থাকিবে।

(২) প্রত্যেকটি হাজতখানায় সর্বাধিক কতজন পুরুষ বা মহিলা বন্দিকে স্থান দেয়ার জন্য সরকারের অনুমোদন রহিয়াছে তাহার সংখ্যা উল্লেখ করিয়া হাজতখানার বাহিরে বাংলায় নোটিশ টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।

(৩) অনুমোদিত সংখ্যা কখনই অতিক্রম করা যাইবে না এবং অতিরিক্ত সংখ্যক বন্দির জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তাসহ সুবিধাজনক দালানে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৫০। **হাজত খানায় ঢুকাইবার পূর্বে পরীক্ষা এবং বিবিধ নির্দেশনা**।—(১) কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত থানায় আনা সকল বন্দির নিরাপদ কাস্টডির জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তাহাদেরকে আদালতে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত থানার হাজতে আটক রাখিবেন।

(২) বন্দিকে থানা হাজতে ঢুকাইবার পূর্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বন্দির দেহে কোন জখমের চিহ্ন রহিয়াছে কি না তাহা সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিবেন এবং তাহার দেহে কোন জখমের চিহ্ন থাকিলে উহার পূর্ণ বিবরণ সাধারণ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিবেন প্রয়োজন হইলে তিনি বন্দিকে হাজতে প্রবেশ করাইবার সময় পার্শ্ববর্তী এলাকার কোন নিরপেক্ষ সাক্ষীকে ডাকিয়া সাক্ষী হিসাবে বন্দির দেহ প্রত্যক্ষ করাইবেন।

(৩) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বন্দির দেহ ও তল্লাশি করাইবেন এবং একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া তাহার নিকট যাহা কিছু আছে তাহা সরাইয়া রাখিবেন এবং বন্দির নিকট হইতে গৃহীত সকল দ্রব্যের একটি রিসিট বন্দিকে প্রদান করিবেন এবং মহিলা বন্দির নিকট হইতে কাচ, শংখ বা লোহার চুড়ি সরানো যাইবে না এবং মহিলা বন্দিদের একজন মহিলার সহায়তায় তল্লাশি করিতে হইবে।

(৪) হাজত খানায় আটকের পূর্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাধারণ ডায়েরীতে ঘটনার বিষয় লিখিয়া রাখিবেন এবং পাহারার জন্য প্রহরীকে নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং (অপরাধ ও বন্দির গুরুত্ব অনুযায়ী) একজন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর বা হেড কনস্টবল বা সিনিয়র কনস্টবলকে দায়িত্বে নিযুক্ত করিবেন এবং দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের নাম ও তাহাদের দায়িত্বের সময় সাধারণ ডায়েরীতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৫) দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তা বন্দিকে হাজত খানায় টুকাইবার পূর্বে নিজে হাজতে ঢুকিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যেন বন্দির পলায়ন বা আত্মহত্যার কাজে সহায়ক হইতে পারে এমন কোন অস্ত্র বা বস্তু যেমন—বাঁশ, দড়ি, যন্ত্রপাতি, ইতাদি হাজতের ভিতরে বা নাগালের মধ্যে না থাকে।

(৬) প্রহরীর দায়িত্বমুক্তির সময় প্রহরার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং দায়িত্বমুক্ত প্রহরী বন্দিদের গণনা করিবেন এবং সব কিছু ঠিক-ঠাক রহিয়াছেন কি না তাহা দেখিবেন।

(৭) হাজতখানার চাবি প্রহরীর নিকট থাকিবে এবং আগুন লাগিবার মত কোন জরুরী ঘটনা ব্যতীত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুরোধ ছাড়া হাজত খানার দরজার তালা খুলিবেন না।

(৮) হাজতখানার দরজা খুলিবার বা কোন বন্দিকে বাহিরে আনিবার প্রয়োজন হইলে অন্যান্য কনস্টবলদের সাহায্য লাইতে হইবে।

(৯) বন্দিদের প্রস্রাব পায়খানা করাইবার জন্য, কর্মকর্তাদের বিশ্রামে যাইবার পূর্বে যতদূর সম্ভব, বিলম্বে হাজতের বাহিরে লইতে হইবে যাহাতে রাত্রিকাল হাজতের দরজা খুলিবার প্রয়োজন না হয় এবং বন্দিদের বাহিরে লাইবার পূর্বে তাহাদের পায়ের বেড়ী, হাতকড়া বা দড়ি দ্বারা বাঁধিয়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাহিরে লইলে তাহাদেরকে দড়ি দিয়ে বাঁধিয়া দড়ির এক প্রান্ত কনস্টবলের নিকট রাখিতে হইবে।

(১০) কোন বন্দি মারাত্মক অসুস্থ বা জখম হইলে তাহাকে পুলিশ কেস ভর্তি করা হয় এমন নিকটস্থ হাসপাতালে লইতে হইবে এবং জখমের সকল চিহ্ন হাজত খানার রেজিস্টারে উল্লেখ করিতে হইবে।

(১১) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা ৮ টার মধ্যে পুলিশ লাইনের এম, টি সেকশনের ডিউটি অফিসারকে পরবর্তী দিন সকালের আদালতের সংখ্যা অবহিত করিবেন এবং সেই অনুযায়ী এম, টি সেকশনের সহকারী পুলিশ কমিশনার প্রত্যেক থানা হইতে আদালতে বন্দিদের বহন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক এসকর্টসহ প্রিজনভ্যান সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন এবং এই সকল ভ্যান কোনক্রমেই থানায় অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব করিবে না।

(১২) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বন্দিদের সময়মত আদালতে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করিবেন।

(১৩) রিমান্ড আদেশ ব্যতীত কোন বন্দিকে শুক্রবার ও ছুটির দিনসহ ২৪ ঘন্টা অতিরিক্ত সময়ের জন্য থানার হাজতে রাখা যাইবে না।

(১৪) সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যতীত কোন পুলিশ কর্মকর্তা জামিনে বা মুচলেকায় একজন বন্দিকে মুক্তি দিতে পারিবে না এবং এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনে বা মুচলেকায় একজন বন্দিকে মুক্তি প্রদানের পূর্বে জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের সহিত পরামর্শ করিবেন।

(১৫) প্রত্যেক জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব হইবে প্রতিদিন সকালে আদালতে প্রেরণের পূর্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের পরীক্ষা করা এবং পুলিশ কর্তৃক অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব এড়ানোর জন্য তাহাদের সংশ্লিষ্ট জোনের থানায় আনয়নের ব্যবস্থা করা।

(১৬) আদেশ প্রদানে উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত বন্দির নিকট প্রাপ্ত বিপদজনক অস্ত্র বা যন্তপাতি, লীকার বা ড্রাগ তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না।

(১৭) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুমোদন ব্যতীত বাহিরের কোন লোক, কোন বন্দির আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব, অথবা হাজতখানার প্রহরীদের কোন সদস্যকে বন্দির পক্ষে তাহার কোন সংবাদ বা চিঠিপত্র তাহার আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবকে প্রদান করিতে বা তাহাদের নিকট হইতে বন্দিকে প্রদানের অনুমতি প্রদান করা যাইবে না এবং এইরূপ অনুমতি মঞ্জুর করিবার বিষয়ে এবং অনুমতি প্রদানের কারণ জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(১৮) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পুলিশ হাজতে থাকা বন্দিদের শ্রেণীবিভাগ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজতে থাকা প্রত্যেক লক-আপ পাস শ্রেণীবিভাগ ও স্বাক্ষরের জন্য জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উপ-পুলিশ কমিশনার জেল কোডে উল্লিখিত বিধান অনুসারে বন্দিদের শ্রেণী বিভাগ করিবেন, লক-আপ পাসে তাহাদের শ্রেণী উল্লেখ করিবেন এবং স্বাক্ষরের পর সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট ফেরত পাঠাইবেন এবং যে ক্ষেত্রে কোন বন্দীকে ডিভিশন ১ এ অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন হইবে সেইক্ষেত্রে তাহার কারণ তিনি লক-আপ রেজিস্টারে রেকর্ড করিবেন।

১৫১। হতকড়া ব্যবহার।—(১) পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত বন্দিদের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বা তদন্ত স্থলে পাঠাইবার জন্য এবং বিচারাধীন বন্দিকে তাহার পলায়ন রোধ করিবার জন্য হাতকড়া বা দড়ির ব্যবহার যতটুকু প্রয়োজন হইবে তাহা অপেক্ষা বেশী কড়াকড়ি করা যাইবে না।

(২) কোন অবস্থাতেই মহিলাদের হাতকড়া লাগানো যাইবে না এবং বয়স বা দুর্বলতার কারণে যাহাদের সহজে বা নিরাপদে জিম্মায় রাখা যায় তাহাদের ক্ষেত্রেও হাতকড়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা যাইবে না এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭১ এর অধীন গ্রেফতারকৃত সাক্ষীদের কোন অবস্থাতে হাতকড়া পরানো যাইবে না।

(৩) জামিনযোগ্য মামলার বন্দির ক্ষেত্রে হাতকড়া ব্যবহার করা যাইবে না তবে, বন্দি আক্রমনাত্মক হইয়া উঠিলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশ মোতাবেক হাতকড়া পরানো যাইবে এবং এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা জেনারেল ডায়েরীতে এবং বিপি ফরম নং ৫৭ এর সার্টিফিকেটে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) অ-জামিনযোগ্য মামলার বন্দির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কড়াকড়ির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অফিসারের এখতিয়ারে ছাড়িয়া দিতে হইবে তবে, আক্রমনাত্মক অপরাধ সংঘটনের জন্য কোন বন্দি কারাগারে থাকিবার সময় শক্তিশালী হইয়া উঠিলে বা কোন বন্দি কুখ্যাত বলিয়া পূর্ব পরিচিত হইলে বা কোন বন্দি অসুবিধা সৃষ্টি করিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিলে বা বন্দির সংখ্যা অধিক হইলে যথাযথভাবে হাতকড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং সকল ক্ষেত্রে প্রহরীকে প্রয়োজনীয় হাতকড়া সরবরাহ করিতে হইবে যেন তা প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যায়।

(৫) দুইজন বন্দির ক্ষেত্রে হাতকড়া লাগাইবার প্রয়োজন হইলে একজন বন্দির ডান হাতের কব্জির সহিত অন্যজনের বামহাতের কব্জি একত্র করিয়া হাতকড়া লাগাইতে হইবে, তবে কোন অবস্থাতেই দুইজনের বেশি বন্দিকে একত্রে হাতকড়া লাগানো যাইবে না।

(৬) যে সকল ক্ষেত্রে হাতকড়া ব্যবহার সমর্থনযোগ্য এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইসকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় হাতকড়া পাওয়া না গেলে দড়ি বা কাপড়ের টুকরো দিয়া বন্দিদের নিরাপদ নিরাপত্তায় রাখিতে হইবে এবং দড়ি বা কাপড়ের টুকরো এমনভবে বাঁধিতে হইবে যেন চলাচলের অসুবিধা না হয় এবং হাতকড়া পাওয়া মাত্র দড়ি বা কাপড়ের টুকরোর পরিবর্তে হাতকড়া ব্যবহার করিতে হইবে।

(৭) হাতকড়া সবসময় ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং ভাঙ্গিয়া গেলে, বিলম্ব না করিয়া তাহা মেরামত অথবা বদল করিয়া লইতে হইবে।

১৫২। **হাজতখানার প্রহরীর দায়িত্ব**।—(১) হাজতখানার প্রহরার দায়িত্বে থাকা কনস্টেবলকে প্রতি ৪ ঘন্টা অন্তর বদল করিতে হইবে।

(২) হাজতখানার প্রহরার দায়িত্বে থাকা কনস্টেবল হাজতখানার সামনে দিয়া পায়চারী করিবেন এবং বাহিরের কোন ব্যক্তিকে হাজতখানার নিকটে আসিতে দিবেন না অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত বন্দির সহিত যোগাযোগ করিতে অথবা খাবার বা পানীয় সরবরাহ করিতে দিবেন না।

(৩) কোন কয়েদিকে, খাওয়াইবার জন্য অথবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিবার জন্যে বাহিরে নেওয়ার প্রয়োজন হইলে দায়িত্বরত কনস্টেবল প্রত্যেক বদলির জন্য দ্বিতীয় আর একজন দায়িত্বরত কনস্টেবলকে তাহার সঙ্গে লইবেন এবং এই দায়িত্বে থাকা দুইজন কনস্টেবলই, বন্দিকে হাজতখানায় ফেরত না আনা পর্যন্ত তাহার নিরাপদ হেফাজতের জন্য যৌথভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন এবং একজন বন্দিকে হাজতখানার বাহিরে নেয়া হইলে, যে কর্মকর্তা তাহকে লইবেন তিনি সময় উল্লেখ করিয়া লক-আপ রেজিস্টারে স্বাক্ষর করিবেন।

১৫৩। **বন্দিদের খাবার**।—(১) সময় সময় আদেশ দ্বারা নির্ধারিত খাবার বা পানীয় ব্যতীত অন্য কোন খাবার বা পানীয় হাজতখানায় থাকা বন্দিদের সরবরাহ করা যাইবে না।

(২) বন্দিদের তিন বেলা খাবার প্রদান করা হইবে, অর্থাৎ সকাল ৬.৩০ এর কাছাকাছি সময়ে নাস্তা, বেলা ১১ টার কাছাকাছি সময়ে (বন্দিদের আদালতে লইবার ক্ষেত্রে ৯.৩০ টায়) দুপুরের খাবার এবং সন্ধ্যা ৬ টায় রাতের খাবার।

(৩) খাবারের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরে থানা হাজতে আসা বন্দিদের খাবারের জন্য অবশ্যই পরবর্তী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

(৪) এক হাজতখানা হইতে অন্য হাজতখানায় স্থানান্তর করিবার ক্ষেত্রে, পূর্বোক্ত হাজতখানায় অবশ্যই বন্দিদের খাওয়াইতে হইবে অথবা সময়মত পরবর্তী হাজতখানাকে বন্দিদের খাওয়াইবার ব্যাপারে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) বিচারাধীন বন্দিদের যাহাদের আদালত চলাকালীন আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে এবং আদালতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার পূর্বে দুপুরের খাবার সরবরাহ করা হয় নাই, তাহাদেরকে কোর্ট হাজতের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হেফাজতে রাখিতে হইবে এবং তাহাদের দুপুরের খাবার খরচ অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) কর্তৃক চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট কন্টিনজেন্সি তহবিল বা আকস্মিক ব্যয় নির্বাহ তহবিল হইতে সরবরাহ করা হইবে।

(৬) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রত্যেক দিন বন্দিদের সরবরাহকৃত খাদ্য লক-আপ রেজিস্টারে প্রদর্শিত বন্দিদের আগমন ও প্রস্থানের সময়ের সহিত পরীক্ষা করিবেন।

(৭) বন্দিদের সরবরাহকৃত খাবারে মিলের সংখ্যা সাধারণ ডায়েরিতে এবং লক-আপ রেজিস্টারে তাহাদের নামের বিপরীতে উল্লেখ করিতে হইবে এবং দিন শেষে প্রদত্ত মোট খাবারের সংখ্যা যোগ করিতে হইবে।

(৮) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এই সকল এন্ট্রি পরীক্ষা করিতে হইবে এবং প্রত্যেক দিন তাহা পরিদর্শন ও স্বাক্ষরের জন্য জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(৯) মাস শেষে ফুড কন্ট্রাক্টর কর্তৃক দাখিলকৃত খাবার বিল স্টেশন অফিসার কর্তৃক লক-আপ রেজিস্টারের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে এবং অতঃপর স্বাক্ষর করিয়া প্রতিস্বাক্ষরের জন্য উহা লক-আপ রেজিস্টারের সহিত জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(১০) প্রতিসাক্ষরের পর বিলটি পুলিশ কমিশনারের অফিসে সহকারী পুলিশ কমিশনার (হিসাব) এর নিকট পরিশোধের জন্য অগ্রায়ন করিতে হইবে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রয়োজন হইলে, এক মাসের কম সময়ের জন্য এই বিল দাখিল করিতে পারিবেন,তবে এইক্ষেত্রে সর্বদা পূর্বোক্ত পরীক্ষার বিষয় অনুসরণ করিতে হইবে।

১৫৪। **বন্দিদের খাবার খরচ**।—বন্দিদের খাওয়ানো ও প্রহরার খরচ পুলিশ কমিশনারের এখতিয়ারাধীন আকস্মিক ব্যায়নির্বাহ ফান্ড (Contingent fund) হইতে পূরণ করা হইবে এবং মাস শেষে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপি ফরম নং ৫৮ এ এতদুদ্দেশ্যে সকল খরচের একটি বিস্তারিত বিল প্রতিলিপিসহ প্রস্তুত করিবেন এবং বিধি ৭৪২(গ) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে পরিশোধের জন্য জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে সহকারী পুলিশ কমিশনার (হিসাব) এর নিকট দাখিল করিবেন।

১৫৫। **হাজতখানা পরিদর্শন**।—পরিদর্শন কর্মকর্তা মাঝে-মধ্যে থানার হাজতখানা পরিদর্শন করিবেন এবং প্রতিবার পরিদর্শনের সময় লক-আপ রেজিস্টারে অনুস্বাক্ষর করিবেন এবং থানা পরিদর্শন রেজিস্টারেও তাহাদের মতামত বা মন্তব্য উল্লেখ করিবেন।

১৫৬। **কিশোর অপরাধী**।—(১) কিশোর অপরাধীদের প্রাথমিক তদন্তের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে যতটুকু সময় প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত সময় ধরিয়া পুলিশ কাস্টডিতে রাখা যাইবে না এবং অভিযোগটি অপরাধমূলক নরহত্যা অথবা মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানযোগ্য অপরাধ সম্পর্কিত না হইলে, তাহাদেরকে জামানতসহ বা ব্যতীত অবিলম্বে জামিনে মুক্তি দিতে হইবে এবং এইরূপ মুক্তিদানের ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত হইতে হইবে যেন তাহারা কপর্দহীন অবস্থায় অথবা অনাকাংখিত অভিভাবকের হাতে না পড়ে।

(২) কিশোর অপরাধীদের পুলিশ কাস্টডিতে রাখার বিষয়টি Children Act, 1974 (Act XXXIX of 1974) এ বিধৃত নীতিমালার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সর্বোচ্চ সতর্কতার সহিত পরিচালনা করিতে হইবে, তাহাদেরকে কোনক্রমে বয়স্ক বা দাগী অপরাধীদের সহিত মিলিতে বা যোগাযোগ করিতে দেওয়া যাইবে না।

(৩) সকল কিশোর অপরাধীকে কিশোর আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে এবং বিচারাধীন কিশোরদের সংশোধন কেন্দ্রে আটক রাখিতে হইবে এবং এইরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রবেশন অফিসারকে অবিলম্বে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) সংশোধন কেন্দ্রে প্রেরিত প্রত্যেক কিশোর অপরাধীর সহিত চালান ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ছাড়াও ইহার অতিরিক্ত একটি হিস্ট্রি সিট প্রেরণ করিতে হইবে, যদি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সরবরাহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি কমপক্ষে এক সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় হিস্ট্রি সিট প্রেরণ করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশোধন কেন্দ্রের সুপারিনটেন্ডেন্টকে (তত্ত্বাবধায়ক) সংশোধন কেন্দ্রে প্রেরিত এবং পরবর্তী বিচারের জন্য কিশোর আদালতে প্রেরিত হয়নি এমন কিশোরদের সম্পর্কে জারিকৃত চূড়ান্ত আদেশ সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

১৫৭। **কতিপয় বন্দির জন্য বিশেষ প্রহরা।**—যখন একজন কুখ্যাত অপরাধী ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বন্দি একটি দলে থাকে, তখন বিশেষভাবে প্রহরী ও এস্কট দিতে হইতে এবং এস্কটকৃত বন্দি বা বন্দিগণের গুরুত্ব অনুযায়ী পরিচালনা করিতে হইবে।

১৫৮। **তল্লাশির জন্য যে সকল গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের আঙ্গুলের ছাপ লইতে হইবে।**—(১) Identification of Prisoners Act, 1920 (Act XXXIII of 1920) এর section 4 ও 5 এর বিধান সাপেক্ষে, পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের আঙ্গুলের ছাপ লইতে হইবে এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদন্তকারী কর্মকর্তার রিকুজিশনের প্রেক্ষিতে ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ বিশেষজ্ঞ কর্তৃক আঙ্গুলের ছাপ লইতে হইবে।

(২) উপযুক্ত ক্ষেত্রে, কিশোরদের আটক থাকিবার স্থানে (সংশোধন কেন্দ্রে) তাহাদের আঙ্গুলের ছাপ লইতে হইবে।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন তদন্ত বা কার্যক্রম চালাইবার উদ্দেশ্যে পুলিশ কর্মকর্তাগণ কেবল Identification Prisoners Act, 1920 (Act XXXIII of 1920) এর section 4 ও 5 অনুসারে কোন ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণে প্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং আঙ্গুলের ছাপ অবশ্যই বিপি ফরম নং ৯৪ এ অনুমোদিত ফিঙ্গার প্রিন্ট স্লিপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্লিপের মধ্যে ১০ আঙ্গুলের "রোলভ" ছাপ লওয়া যাইবে, একইসাথে সাধারণ ছাপের জন্য উভয় হাতের চার অঙ্গুলের ছাপও লওয়া যাইবে।

(৪) স্থায়ী রেকর্ডের জন্য কিশোর, বয়স্ক, পুরুষ বা মহিলা, যাচাই হউক, নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের আঙ্গুলের ছাপ লইতে হইবে ঃ—

(ক) দণ্ডবিধির অধ্যায় ১২ ও ১৭ অনুসারে অপরাধের দরুন পুলিশ কর্তৃক যুক্তিযুক্তভাবে সন্দেহভাজন সকল ব্যক্তি যাহাদের এক বৎসর বা ততোধিক মেয়াদের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইতে পারে;

(খ) দণ্ডবিধির ধারা ১৭০, ২১৫, এবং ২৩১ হইতে ২৫৪, ৩২৮, ৪১৭ হইতে ৪২০, ৪৮৯ক, ৪৮৯খ, ৪৮৯গ, ৪৮৯ঘ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহভাজন ও পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃত সকল ব্যক্তি।

(৫) এই বিধি অনুসারে গৃহীত ব্যক্তিদের আঙ্গুলের ছাপের স্লিপ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (CID) এর ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোর নিকট তল্লাশির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (CID) এর ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরো হইতে স্লিপ ফেরত পাইবার পর রেকর্ড সার্চ স্লিপ হইতে একটি কপি পূরণ করিবে এবং যদি হিস্ট্রি সিট থাকে তাহা হইলে উহার সহিত নথিভুক্ত করিবে এবং তাহারা সার্চ স্লিপের সহিত অন্য কপি অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) এর নিকট প্রেরণ করিবে এবং তিনি উহা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট অগ্রায়ন করিবেন।

(৭) গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মামলার সহিত সম্পর্কিত আঙ্গুলের ছাপ বা ফিঙ্গার প্রিন্ট ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (CID) এর ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোর নিকট প্রেরণের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকিবেন এবং তাহারা রিকুজিশন স্লিপে সুস্পষ্টভাবে প্রয়োজনীয় স্লিপের সংখ্যা উল্লেখ করিবেন এবং কিশোর অপরাধীদের আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণের জন্য ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ হইতে কোন আঙ্গুলের ছাপ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করা তাহারা ইহাও লক্ষ্য করিবেন।

(৮) কোন অনিবার্য কারণে সম্ভাব্য সবধরণের সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বন্দিদের আঙ্গুলের ছাপ অস্পষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া গেলে ডুপ্লিকেট আঙ্গুলের ছাপের স্লিপ গ্রহণ ও তল্লাশির জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোর নিকট পেশ করা যাইবে।

১৫৯। **কতিপয় ব্যক্তির পালানো, ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোকে অবহিত করিতে হইবে।**—(১) যদি কোন ব্যক্তি যাহার আঙ্গুলের ছাপের স্লিপ রেকর্ডে রহিয়াছে অথবা একজন বন্দি যাহার আঙ্গুলের ছাপের স্লিপ ইতোমধ্যে তল্লাশির জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে, তিনি যদি ঘোষিত অপরাধী হন, অথবা কারাগার আইন সম্মত জিম্মা বা কাস্টডি হইতে পালায়, অথবা কোন অপরাধ সংঘটনের পর ফেরার হয়, তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা অবিলম্বে সরাসরি ব্যুরোকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং এইরূপ সংবাদ অবহিত করিবার সময় তাহার নাম, গোত্র, বংশপরিচয়, স্বতন্ত্র ব্যক্তির বাসস্থান, প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদনের নম্বর ও তারিখ এবং যে থানায় উহা প্রথম নিবন্ধিত হইয়াছিল সেই থানার নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

১৬০। **জেল হাজতে রিমাণ্ডে রাখা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি।**—জেলহাজতে রিমাণ্ডে নেওয়ার জন্য আবেদন করিবার সময়, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিপি ফরম নং ৪৩০০ এ একটি বর্ণনামূলক তালিকা পূরণ করিবেন এবং ইহা পূরণ করিতে তিনি যতদূর সম্ভব পূর্ণ ও সঠিকভাবে বন্দির ঠিকানা (ঢাকার অস্থায়ী ঠিকানাসহ) সতর্কতার সহিত রেকর্ড করিবেন।

১৬১। **থানা পরিদর্শন।**—(১) অপরাধ বিষয়ক উপ-পুলিশ কমিশনার বা অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনারগণ তাহাদের স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যেক থানা বা ফাঁড়ি (out post) বৎসরে একবার পরিদর্শন করিবেন এবং জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনার অর্ধ বৎসরে একবার এইরূপ পরিদর্শন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তদন্তের প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক পোস্টের কার্যের দক্ষতা যাচাই করা অর্থাৎ অপরাধ খোঁজা ও প্রতিরোধের জন্য পুলিশ যথার্থভাবে কাজ করিতেছে কিনা, যথাযথভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করা হইতেছে কিনা এবং অস্ত্র, গোলাবারুদ, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিবিধ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ভবন ইত্যাদি সঠিকভাবে রহিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করা।

(৩) পরিদর্শনের সময়, ত্রুটি বা ভুল পাওয়া গেলে তাহা অধীনস্থদের ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আদেশ জারি করিতে হইবে এবং উপ-পুলিশ কমিশনার, সহকারী উপ-পুলিশ কমিশনার ও সহকারী পুলিশ কমিশনারগণের ইহা দেখা উচিত হইবে যেন জারিকৃত আদেশ পালন করা হয় এবং পরিদর্শন শেষে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার উচিত হইবে কর্মকর্তাগণের ব্যতিক্রমী ভাল কাজ ও খারাপ উদাহরণ নোট করা এবং প্রত্যেক পরিদর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুলিশ কমিশনারের অবগতির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) পরিদর্শনকালে কি পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে সে সম্পর্কে কোন ধরা-বাধা বিধান উল্লেখ করা যাইবে না এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা তাহার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তথ্যসমূহ রেকর্ড করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভূমি ও ভবন, জায়গা সংস্থান ও মেরামত;

(খ) সরকারী সম্পত্তি, প্রতিস্থাপন ও মেরামত;

(গ) অপরাধের অবস্থা ঃ

(অ) অনুসন্ধান, তদন্তের মান;

(আ) প্রতিরোধের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা;

(ই) এজেন্ট, সিক্রেট সার্ভিস অর্থের ব্যয়; এবং

(ঈ) কর্মকর্তা ও লোকদের স্থানীয় জ্ঞান;

(ঘ) সেরেস্তার অবস্থা, রেজিস্টারের সাধারণ অবস্থা, হালনাগাদ কি না, কাগজপত্র ও মামলাসমূহ বিন্যাসে তৎপরতা;

(ঙ) বাহিনীর শৃঙ্খলা;

(চ) স্টাফ বা অন্যান্যের পর্যাপ্ততা।

(৫) বিধির কাজ, কোর্ট পিটিশন ইত্যাদিকে ইউনিট বিভাজনের বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে।

১৬২। **যে সকল ব্যক্তিকে নজরদারীতে রাখিতে হইবে।**—(১) কোন্ শ্রেণীর লোকদের নজরদারী আওতায় রাখিতে হইবে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন এবং এইরূপ বিচার বিবেচনার বিষয়টি অবশ্যই বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারকে প্রদান করিতে হইবে এবং ইহা মনে রাখিতে হইবে যে কনস্টবলগণ নজরদারী করিলেও ইহার সফলতা স্টেশন-স্টাফ কর্তৃক পরিচালিত তত্ত্বাবধানের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এবং স্টাফদের কতজন নজরদারী কার্য তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে তাহার ভিত্তিতেই নজরদারের সংখ্যা সীমিত করিতে হইবে।

(২) নিম্নলিখিত অপরাধের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের সাধারণতঃ নজরদারীতে রাখিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যে সকল ব্যক্তি তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময় ডাকাতি, ছিনতাই, সিঁধেল চুরি বা চুরি, ওষুধ দ্বারা অবসাদ সৃষ্টি, নোট জালকরণ, লাভের উদ্দেশ্যে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে অথবা যাহাদেরকে পেশাদারী খুনি হিসাবে বা খারাপ জীবন-যাপনকারী বা মহিলা ও বালিকাদের অনৈতিক পাচারকারী, বা অস্ত্র ও বিস্ফোরক চোরাচালানকারী হিসাবে বিশ্বাস করা হয়;

(খ) যে সকল ব্যক্তি দফা (ক) তে উল্লিখিত অপরাধে একই সময়ের মধ্যে জড়িত ছিল বা রহিয়াছে বলিয়া জানা যায় বা সন্দেহ করা হয় অথবা যাহারা পেশাগত, অভ্যাসগত বা মাদক বিক্রয়কারী বা সিঁধেল চোর, চোরাইমাল গ্রহণকারী, চোরদের আশ্রয় ও সহায়তাকারী, অথবা বিশেষ কার্যপদ্ধতি প্রয়োগ বিশেষজ্ঞ কোন অপরাধী দলের সদস্য হিসাবে মনে করা হয়।

(৩) উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) এর আওতায় পড়ে না এইরূপ কোন ব্যক্তিকে নজরদারীর অধীন আনা যাইবে না যদি না কোন অতীত বৃত্তান্ত বা হিস্ট্রি সিট খোলা হয়, এবং উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত হয়।

(৪) উপ-বিধি (২) এর দফা (ক) এর আওতায় পড়ে এইরূপ কোন পূর্বের অপরাধী সৎভাবে জীবন যাপন করিতেছে কিনা অথবা অপরাধমূলক অভ্যাসে পুনরায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে কিনা তাহা নিরূপন করিবার জন্য স্টেশন অফিসার তদন্ত করিবেন।

১৬৩। **উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক নজরদারীর আদেশ**।—(১) কোন ব্যক্তির বৃত্তান্ত পত্র (History sheet) হইতে যদি যুক্তিগ্রাহ্যভাবে অনুমোদিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একজন সক্রিয় অপরাধী, তাহা হইলে বিষয়টি উপ-পুলিশ কমিশনারকে অবহিত করিতে হইবে এবং তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন যে, উক্ত লোকটির উপর পুলিশের জোর নজর রাখিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে কিনা এবং ইহা বাঞ্ছনীয় যে, যখনই সম্ভব, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থানীয় তদন্তের ভিত্তিতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং কেবল লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে নয়।

(২) যদি উপ-পুলিশ কমিশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, নিবিড়ভাবে নজরদারী করা প্রয়োজন তাহা হইলে তিনি নজরদারী আদেশ প্রদান করিবেন এবং অতঃপর তাহার বৃত্তান্ত পত্র সংশ্লিষ্ট বিধান মতে সংরক্ষণ ও বিবেচনা করা হইবে।

১৬৪। **কিশোর অপরাধীর উপর নজরদারী**।—রিফরমেটরি স্কুল বা সংশোধন কেন্দ্র হইতে অব্যহতি প্রাপ্তির পর যদি কেন্দ্রে বা সেখান হইতে অব্যাহতির পরবর্তীতে তাহাদের আচরণের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক কিশোর অপরাধীদের নজরদারীর অধীনে রাখা যাইতে পারে।

১৬৫। **নজরদারী হইতে নাম অপসারণ ও সংযোজন**।—(১) অপরাধ বিষয়ক বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার কোন ব্যক্তির উপর হইতে নজরদারী প্রত্যাহারের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) উপ-পুলিশ কমিশনার ও জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনার নিয়মিত বিরতিতে বৃত্তান্ত পত্রের এন্ট্রিসমূহ বাছাই করিবেন।

(৩) নাম অপসারণ বা নূতন নাম সংযোজনের ক্ষেত্রে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন হইবে না।

(৪) উপ-পুলিশ কমিশনার, প্রয়োজন হইলে গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায়, তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিত হইবেন যে সন্দেহযুক্ত বা পূর্ণ-অপরাধী ব্যক্তিকে নজরদারীর আওতায় আনিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

(৫) নজরদারী আওতায় আনা ব্যক্তিকে ইহা জানানো সমীচীন হইবে যে, তাহার আচরণ সন্দেহজনক এবং তাহার গতিবিধির উপর পুলিশ কর্তৃক নজর রাখা হইবে।

১৬৬। **অপরাধী সাব্যস্ত হয়নি এমন ব্যক্তির উপর নজরদারী।**—অপরাধী সাব্যস্ত হয়নি এমন ব্যক্তিকে সাধারণভাবে তিন বৎসরের অধিক সময় নজরদারীর আওতায় রাখা যাইবে না কিন্তু কোন বিশেষ কারণে উক্ত সময়ের পরেও নজরদারীতে রাখা বাঞ্ছনীয় হইলে, উপ-পুলিশ কমিশনার উহার কারণ পুনঃবিবেচনা করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রম সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিবেন এবং আবশ্যক হইলে একসাথে এক বৎসরের জন্য অথবা আবশ্যকতা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত আদেশ নবায়ন করিবেন এবং এইরূপ আদেশ বৃত্তান্ত পত্রে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং এই বিধির অধীন গৃহীত কার্যক্রম "গোপনীয় রেকর্ড" হিসাবে গণ্য হইবে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জিম্মায় রক্ষিত থাকিবে।

১৬৭। **নজরদারীর বিষয়ে গোয়েন্দা বিভাগকে অবগত রাখা।**—ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য একটি একক রেকর্ড (a consolidated record) বজায় রাখিবার জন্য নজরদারী সম্পর্কিত সকল বিষয়ে গোয়েন্দা বিভাগের ক্রিমিনাল রেকর্ড সেকশনকে অবগত রাখিতে হইবে এবং, যেক্ষেত্রে প্রয়োজন, ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের স্টাফ নিরীক্ষণ অব্যাহত রাখিতে উহা থানার স্টাফকে সহায়তা করিবে।

১৬৮। **রেজিস্টার সম্পর্কিত সাধারণ নিয়মাবলী।**—(১) পুলিশ কমিশনারের অনুমোদন ব্যতীত কোন নতুন রেজিস্টার বা ফরম ব্যবহার করা যাইবে না এবং ফরমগুলোতে বা রেজিস্টার এবং নথিসমূহ রাখিবার পদ্ধতি অথবা বিভিন্ন বিবরণ প্রস্তুতকরণ বা পেশকরণের পদ্ধতিতে একই কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন পরিবর্তন আনা যাইবে না।

(২) থানাসমূহে জারিকৃত রেজিস্টারসমূহ কভারের ভিতরে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা সংখ্যায় পুলিশ কমিশনারের অফিসের প্রাসঙ্গিক বিভাগের প্রধান সহকারীর অধীনে লিখিত প্রত্যায়ন ধারণ করিবে এবং যেসকল ক্ষেত্রে রেজিস্টারসমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যা ইতোমধ্যে ছাপানো হইয়াছে, যেসকল ক্ষেত্রে রেজিস্টারসমূহের কোন প্রত্যায়ন দরকার হইবে না।

(৩) স্টেশন রেজিস্টারের কোন পৃষ্ঠা ছেঁড়া যাইবে না।

(৪) স্টেশন রেজিস্টারে কোন সংশোধনের প্রয়োজন হইলে সেক্ষেত্রে ভুলটির উপর একটি সোজা দাগ টানিতে হইবে, যাহাতে অপসারিত শব্দটি স্পষ্ট থাকে এবং নিম্নে অথবা মার্জিনের মধ্যে শুদ্ধকৃত শব্দটি লিখিতে হইবে, ভুলের ওপরে আঠা দ্বারা কাগজ লেপিয়া দেওয়া হইবে না।

(৫) সকল এন্ট্রি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে লিখিতে হইতে হইবে এবং সকল সংশোধন এন্ট্রি-লেখক কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে যদি একটি এন্ট্রি হইতে শব্দ বা লাইন বাদ পড়িয়া যায় বা একটি এন্ট্রি সম্পূর্ণরূপে বাদ পড়িয়া যায় তবে নিয়মিত কার্যধারায় একটি নতুন এন্ট্রি পেশ করা হইবে।

(৬) সংশ্লিষ্ট উপ-পুলিশ কমিশনারবৃন্দের লিখিত অনুমোদ ব্যতিরেকে স্টেশন কর্মকর্তাবৃন্দ রেজিস্টারসমূহ পুনরায় লিপিবদ্ধ করিবেন না।

(৭) সকল অফিসে একই প্রকার সীলমোহর ব্যবহৃত হইবে এবং মঞ্জুরীকৃত নক্শার কোন ব্যত্যয় অনুমোদিত হইবে না যতক্ষণ না সীলমোহরসমূহ নবায়নকৃত হয় বা নতুন সীলমোহরসমূহ সংগৃহীত হয়।

১৬৯। সাধারণ ডায়েরী।—(১) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৫৪ এবং ১৫৫ এর অধীনে প্রণীত নীতিমালা দ্বারা নির্দিষ্ট বি, পি, ফরম নং ৬৫ অনুযায়ী একটি সাধারণ ডায়েরী দুইশত পৃষ্ঠা ধারণকারী একটি খাতায় সকল থানা, পুলিশ ফাঁড়ি এবং পুলিশ বক্সে রক্ষিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ডায়েরীর প্রতিলিপি কার্বন প্রক্রিয়ায় লিখিত হইবে।

(৩) যদি জেনারেল ডায়েরীতে এন্ট্রি-লেখক অফিসার তথ্যের প্রকৃতি হইতে জানিতে পারেন যে, একটি অংশ অবশ্যই প্রেরণ করিতে হইবে, তবে তিনি একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে প্রয়োজনানুসারে এই এন্ট্রির সম্পূর্ণ বা তার একটি অংশের কার্বন প্রতিলিপি তৈরী করবেন।

(৪) নিম্নলিখিত কর্মকর্তা কর্তৃক রেজিস্টারে এন্ট্রি হইবে, যথা ঃ—

(ক) রুটিন বা গুরুত্বহীন প্রকৃতির সকল এন্ট্রি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কার্য-অফিসার কর্তৃক কৃত হইবে;

(খ) সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন-পুলিশ কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, জনগণ এবং বাস বা ক্যাব কোম্পানির স্টাফদের মধ্যে সংঘর্ষ, বৃহৎ অগ্নিকান্ড, মারাত্মক দুর্ঘটনা,স্বাভাবিক নগর-জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সকল আন্দোলন, বিক্ষোভ ইত্যাদি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা থানায় উপস্থিত সিনিয়র সাব-ইন্সপেক্টর কর্তৃক রেকর্ড করা হইবে;

(গ) যে কর্মকর্তা অপরাধ-রেজিস্টারে একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন বা 'প্রথম তথ্য প্রতিবেদন'

(ঘ) দায়িত্বরত অবস্থায় থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি পরিত্যাগকারী কোন কর্মকর্তার যদি কার্য-কর্মকর্তাদের তুলনায় জ্যেষ্ঠ হন, তবে তিনি স্বয়ং তদ্রুপ করার কারণ সাধারণ ডায়েরীতে উল্লেখ করিবেন এবং তিনি প্রত্যাবর্তন করিলে কৃত কার্যের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উল্লেখ করিবেন এবং ব্যক্তিগত কার্যে থানা পরিত্যাগকারী একজন কর্মকর্তা স্বয়ং ব্যাপারটি উল্লেখ করিবেন;

(ঙ) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার থানায় প্রত্যাবর্তন সাপেক্ষে সাধারণ ডায়েরীতে এই মর্মে নির্দিষ্টরূপে লিখিত বিবৃতি প্রদান করিবেন যে, তিনি তাহার অনুপস্থিতিতে লিখিত এন্ট্রিসমূহ বিবেচনা করিলেন এবং প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

(৫) নিম্নলিখিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) থানা ও ফাঁড়িসমূহের এখতিয়ারে যেসকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে সেইসকল ঘটনার কালানুক্রমিক তথ্য;

(খ) দুর্ঘটনা অগ্নিকান্ড নগদ অর্থের প্রাপ্তি, আয়ন-ব্যয়ন, অতিরিক্ত গোলাবারুদ গ্রহণ ও বোঝাই স্টাফগণের দৈনিক বিন্যাস, প্যারেড আয়োজনকরণ, কিট পরীক্ষণ, পুলিশ ব্যারাক পরীক্ষণ, পুলিশ সদস্যদের আগমন ও প্রস্থান, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের পরিদর্শন, পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য বিভাগসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতি প্রদানকৃত সহায়তা, 'রাউন্ডের প্রতিবেদনসমূহ এবং পুলিশ স্টেশন বা ফাঁড়ির স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন আশঙ্কিত বিশৃঙ্খলা সংক্রান্ত সকল তথ্য;

(গ) সাধারণ ডায়েরীতে দীর্ঘ লিখিত বিবরণ পরিহার করা, যেমন-প্রকাশ্য স্থানসমূহে বিশৃঙ্খলা, সুরতহাল প্রতিবেদন, দুর্ঘটনা, কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে হাসপাতাল হইতে প্রেরিত চিকিৎসা প্রত্যয়ন পত্র হইতে উদ্ভূত অনুসন্ধানসমূহ।

(৬) সাধারণ ডায়েরীতে গৃহীত তথ্য ও প্রতিবেদনসমূহের সারাংশ ঘটনার সময় ও অকুস্থলের নাম এবং এর সাক্ষ্য দিতে পারিবে এমন প্রত্যক্ষদর্শীগণের নামসমূহ এন্ট্রি করা হইবে, প্রত্যক্ষদর্শীদের জবানবন্দী সাধারণ ডায়েরীতে লিখিত হইবে না তবে, যদি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্যের ব্যাপারে তদন্ত প্রয়োজন হইলে ঐ তথ্য সাধারণ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধকারী কর্মকর্তা ডায়েরীটি ভারপ্রাপ্ত কর্মকতাদের সম্মুখে পেশ করিবেন এবং তিনি একজন কর্মকর্তাকে তদন্তের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আদেশ করিবেন এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আদেশ ডায়েরীতে উল্লিখিত হইবে, তদন্তকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধানের বিস্তারিত বিবরণ ও তার ফলাফল একত্র করিয়া একটি পৃথক প্রতিবেদন পেশ করিবেন এবং এইরূপ সকল তদন্ত প্রতিবেদন একটি বিশেষ নথিতে নথিভুক্ত করা হইবে।

(৭) গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৪ ও ৫৫ এবং অধ্যাদেশ এর অধীন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে থানায় আনিবার পর তাৎক্ষণিকভাবে ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৮) যথাসাধ্য সংক্ষিপ্তরূপে, পরিচ্ছন্নতার সহিত সঙ্গতিপূর্ণভাবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সকল গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য অভিযোগ ও নালিশসমূহ, অভিযোগকারীদিগের ও গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিগণের নামসমূহ তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, পুলিশ কর্তৃক উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সম্পদসমূহ এবং জেরাকৃত প্রত্যক্ষদর্শীগণের নামসমূহ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৯) গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার নাম, যে মামলায় তিনি গ্রেপ্তারকৃত তার নাম্বার, গ্রেপ্তার ও থানা হাজতে আনয়নের তারিখসমূহ কোর্টে প্রেরণ করিবার তারিখ ও ঘটিকা এবং যদি তাহাকে খাওয়ানো হয়, তবে খাওয়ানো বাবদ ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ডায়েরীতে উল্লিখিত থাকিবেন।

(১০) একজন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে হাজতে প্রবেশ করাইবার পূর্বে তাহার দেহে কোন ক্ষতের চিহ্ন আছে কিনা তাহা তল্লাশী করা হইবে এবং যদি কোন ক্ষত চিহ্ন পাওয়া যায় বা বন্দী ব্যক্তি কোন অভিযোগ করেন, তবে এই বিষয়সমূহ সাধারণ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং যদি তল্লাশী চালাইয়া ক্ষতের কোন চিহ্ন না পাওয়া যায় অথবা কোন অভিযোগ না করা হয়, তাহা হইলে এ ব্যাপারে একটি স্পষ্ট বক্তব্য লিখিতে হইবে।

(১১) পেশাদার গুন্ডা কর্তৃক কৃত ছিনতাই ও আক্রমণ সম্পর্কিত এন্ট্রিসমূহ লাল কালিতে পার্শ্বে লিখিতে হইবে যাহাতে পরবর্তী তদন্তকার্য সহজতর হয়।

(১২) দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদিগের আগমন ও প্রস্থান সাধারণ ডায়েরীতে উল্লিখিত হইবে।

(১৩) পলাতক ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগের ব্যাপারে তদন্তসমূহ ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং সকল আগন্তুক, সন্দেহভাজন চরিত্র, জুয়াড়ী, প্রতারক, চোরাচালানকারী এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো দলসমূহ যাহাদের অপরাধ প্রবণতা রহিয়াছে তাহাদের উপস্থিতিও ডায়েরীতে লিখিত হইবে।

(১৪) স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনারবৃন্দ থানা বা ফাঁড়ি পরিদর্শন করিয়া সাধারণ ডায়েরীতে তাহাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বক্তব্যসমূহ নির্দেশমূলক হইলে উহা পরিদর্শন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যদি উহার কোনটি থানা বা ফাঁড়িসমূহের কার্যক্রম সম্বন্ধে হয় তবে তাহার উহার সহিত মন্তব্যও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(১৫) পুলিশ হেফাজতে থাকা বন্দীদের কোন অভিযোগ থাকিলে উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইতে এবং বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারবৃন্দের পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয় পরিদর্শন রেজিস্টারে এন্ট্রি করিতে হইবে।

(১৬) সাধারণ ডায়েরীতে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক এন্ট্রির একটি মাসিকক্রমসহ একটি যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত প্রান্তিক শিরোনাম প্রদান করিতে হইবে এবং এন্ট্রি লেখক কর্মকর্তা প্রত্যেক এন্ট্রির শেষে স্পষ্টভাবে স্বাক্ষর করিবেন।

(১৭) সাধারণ ডায়েরী ০৮.০০ ঘটিকায় বন্ধ হইবে এবং একটি কার্বন প্রতিলিপি স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট দৈনিক ডাকে তাহার বিবেচনা ও নির্দেশাবলীর নিমিত্তে প্রেরিত হইবে এবং তাহাতে পূর্ববর্তী চব্বিশ ঘন্টার সংঘটিত ঘটনাসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ থাকিবে।

(১৮) সাধারণ ডায়েরী তিন বৎসর ব্যাপিয়া সংরক্ষিত হইবে এবং উহা মাসিকভাবে বান্ডিলাবদ্ধ করা হইবে এবং প্রত্যেক বান্ডিল পরীক্ষিত হইবে এবং যদি সঠিক অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে তাহাতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্বাক্ষর করিবেন।

(১৯) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রত্যেক কার্যদিবস শেষে সাধারণ ডায়েরীতে সেসকল কর্মকর্তা দিবা ও রাত্রিকালীন পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহাদের নামসমূহ এবং তাহাদের পরিদর্শনের সময় লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২০) সাধারণ ডায়েরী ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দশা প্রকাশ করিবার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাইবে না।

১৭০। **পুলিশের জিম্মাকৃত সম্পত্তি ও বস্তুসমূহের রেজিস্টার**।—(১) বি. পি. ফরম নং ৬৮ (বি. ডি ফরম নং ৫৩৮৬) এ একটি সম্পত্তি রেজিস্টার প্রত্যেক থানায় রক্ষিত হইবে।

(২) পুলিশ ফাঁড়িসমূহে কোন সম্পত্তি রেজিস্টার রাখা হইবে না তবে, ফাঁড়িতে কোন সম্পদ জমাকৃত হইলে ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবিলম্বে তাহার সাধারণ ডায়েরীতে এন্ট্রি করিয়া তাহা থানায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৩) আদায়কৃত বা অনাদায়কৃত সকল অপহৃত সম্পত্তি এবং পুলিশের জিম্মাকৃত নগদ অর্থ ও অন্যান্য বস্তুসহ যাবতীয় সম্পদের বিবরণ থানায় রক্ষিত সম্পত্তি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং এইরূপ কোন সম্পত্তি থানায় আনা হইলে ইহা থানার মালখানায় রাখা হইবে, যতক্ষণ না পুলিশ কমিশনার বা ম্যাজিস্ট্রেট বা কোর্টের আদেশানুযায়ী উহার নিষ্পত্তি হয় এবং যেসকল সম্পদ খুব দ্রুত নষ্ট হইয়া যায় উহা যথাসম্ভব দ্রুত অনুমোদন লইয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে, এবং বিক্রয়লব্ধ প্রাপ্ত অর্থ কোর্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরিত হইবে।

(৪) অপহৃত সম্পত্তির পরিমাণ এবং আদায়কৃত সম্পত্তির পরিমাণ যাহা লিখিত হইবে তাহা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক স্বীকৃত হইতে হইবে এবং মামলার চূড়ান্ত মেমোতে প্রদর্শিত হইতে এবং প্রমিসরি নোট, বন্ড এবং অন্যান্য সম্পত্তি অপহৃত হইলে অপহৃত বস্তুর প্রকৃত মূল্য লিপিবদ্ধ হইবে।

(৫) উইল, বেওয়ারিশ বা সন্দেহজনকে সম্পত্তি, মামলার প্রদর্শনী, কোর্টের আদেশ বা ওয়ারেন্ট জারির মাধ্যমে বা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত জব্দকৃত সম্পত্তি নগদ অর্থসহ পুলিশের জিম্মাকৃত সম্পত্তির প্রত্যেক আইটেম সম্পত্তি রেজিস্টারে নিবন্ধন করিতে হইবে।

(৬) পুলিশের জিম্মাকৃত সন্দেহভাজন সম্পত্তি নিবন্ধভুক্ত হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫২৩ এর অধীনে একটি প্রতিবেদন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) জব্দকৃত সকল নগদ অর্থ সম্পত্তি রেজিস্টারে লাল কালিতে নিবন্ধন করিতে হইবে এবং প্রত্যহ একটি নির্দিষ্ট সময়ে তহবিলে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৮) জিম্মাকৃত স্বর্ণ এবং মূল্যবান অলংকারাদি পরীক্ষিত হইবে এবং যদি উক্ত পরীক্ষায় কোন খরচ হইলে তাহা আনুষাঙ্গিক মঞ্জুরি হইতে মিটানো হইবে এবং পরীক্ষাকারীর নাম ও ঠিকানা এবং বস্তুসমূহের আকার, জব্দকরণ এবং ওজন রেজিস্টারে সাবধানতার সহিত লিখিত হইবে।

(৯) হত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই এবং মাদকসেবনের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক গতি প্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অপহৃত উদ্ধারকৃত এবং অন্যান্য বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন ক্ষেত্রসমূহে প্রদর্শনসমূহ সাবধানতার সহিত সংরক্ষিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিরেকে উহাদের নিষ্পত্তি হইবে না এবং নিষ্পত্তিকরণের পূর্বে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্পেশাল ব্রাঞ্চের ছাড়পত্র এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনারের ছাড়পত্র গৃহীত হইবে।

(১০) মামলার প্রদর্শনসমূহ নমুনা হিসেবে রাখিবার পর জব্দ ও বাজেয়াপ্তকৃত আবগারী জিনিসপত্র চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদক্রমে Excise Act, 1909 (Act. V of 1909) এবং Customs Act, 1969 (Act. IV of 1969) এর অধীনে শুল্ক সংগ্রাহকের নিকট প্রেরিত হইবে।

(১১) দোষী সাব্যস্তকরণ বা বাজেয়াপ্তকরণের বিরুদ্ধে আপীলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শুল্ক সংগ্রাহক বিতর্কিত মালসমূহ নিষ্পত্তিকরণ স্থগিত রাখিতে থাকিবেন।

(১২) প্রদর্শনের নিমিত্ত নমুনা রক্ষণপূর্বক পুলিশের জিম্মাকৃত বা জব্দকৃত সকল মাদকদ্রব্য, প্রয়োজন হইলে, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনক্রমে ধ্বংস করা যাইতে পারে।

(১৪) জব্দকৃত বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত প্রদর্শনী বা সম্পত্তি, সামান্য অর্থনৈতিক মূল্য বা মূল্যহীন বা আপত্তিকর গন্ধবিশিষ্ট্য বা পচনশীল প্রকৃতির হইলেও, ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশানুসারে নিষ্পত্তিকৃত হইতে পারে এবং জরুরী অবস্থায়, বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের অনুমোদনক্রমে উহা ধ্বংস করিয়া ফেলা যাইতে পারে।

(১৫) বিপজ্জনক মাদকদ্রব্যসমূহ সর্বদা আদেশ করিবার যোগ্য ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনক্রমে দায়িত্ববান কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ধ্বংস করা হইবে।

(১৬) মালখানায় অপেক্ষমান আবগারী জিনিসপত্র অপ্রয়োজনীয়ভাবে রাখা হইয়াছে কিনা তা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারবৃন্দ দায়ী থাকিবেন।

(১৭) যখন জজ, ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার উদ্ধারকৃত বা প্রাপ্ত সম্পত্তি উহার মালিক বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিবেন, যে ব্যক্তির নিকট তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে তাহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে রেজিস্টারের দশম কলামে অবগত করানো হইবে এবং তাহার স্বাক্ষরের নিচে ফিরাইয়া দিবার তারিখ লিখিত হইবে।

(১৮) উপ-বিধি (১৭) তে উল্লিখিত সম্পত্তি ব্যবস্থাকরণের বিষয়টি উল্লেখকারী কনস্টেবলের নাম এবং প্রেরণের তারিখসহ, দশম কলামে উল্লেখ থাকিবে এবং প্রতি মাসের প্রারম্ভে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই মর্মে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করিবেন যে, তিনি নিজকে এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী মাসের সকল আইটেম এর নিষ্পত্তি যথাযথভাবে হইয়াছে এবং এইরূপ নিষ্পত্তির প্রাপ্তি (রিসিট) সমূহ সুবিন্যস্তরূপে রহিয়াছে এবং অপ্রয়োজনীভাবে কোন সম্পত্তি সংরক্ষিত হইতেছে না।

(১৯) বৎসরের সমাপ্তিতে যে সকল সম্পত্তির নিষ্পত্তি হয় নাই সেগুলোর নিবন্ধন লাল কালিতে করা হইবে।

১৭১। **খতিয়ান পরিদর্শন রেজিস্ট্রার।**—সকল আমলযোগ্য একটি তালিকা, যেসব মামলায় একটি সবার্ধিক উল্লেখযোগ্য তথ্য ব্যবহৃত হয়, তাহা বি.পি ফরম নং ৬৯ এ কালানুক্রমে বিন্যস্ত করিয়া রক্ষিত হইবে এবং নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী সূচিত করা হইবে, যথা ঃ—

(ক) **প্রথম কলাম** ঃ এই সংখ্যাটি মামলার সর্বাধিক উল্লেযোগ্য তথ্য প্রতিবেদনকে নির্দেশ করে এবং প্রত্যেক মাসে মামলা অনুক্রমিকভাবে নিবন্ধভুক্ত হইবে, অন্যান্য উপকরণরূপে নিবন্ধভুক্ত অন্যান্য কলামসমূহ মামলার বিভিন্ন পর্বে গৃহীত হইবে।

(খ) **চতুর্থ ও পঞ্চম কলামসমূহ** ঃ ম্যাজিস্টেট কর্তৃক গৃহীত কোন অপহৃত সম্পত্তির পরিমাণ লিপিবদ্ধ হইবে এবং যেসকল ক্ষেত্রে তদন্ত প্রত্যাখ্যাত হইবে, সেসকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অভিযোগকারী কর্তৃক উহাদের মূল্য অবহিত করাইতে হইবে, কিন্তু যদি আদালতের মতামত প্রকাশিত হয়, তবে তাহা গৃহীত হইবে;

(গ) **ত্রয়োদশ কলামঃ** চূড়ান্ত মেমো প্রাপ্তিতে সংশোধনপূর্বক, প্রতি অর্ধ বৎসরের সমাপ্তিতে অপেক্ষমান ব্যক্তিদিগের সংখ্যা পেন্সিল দ্বারা লিখিত হইবে;

(ঘ) **অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ কলামসমূহ** ঃ এগুলিতে বিদেশী অপরাধী অথবা সন্দেহভাজনদিগের সম্পর্কিত এন্ট্রিসমূহ লাল কালিতে লিখিতে হইবে;

(ঙ) **ত্রয়োবিংশ কলাম** ঃ পুলিশ স্টেশন পরিদর্শনকালে, স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনার এই কলামে মামলার রেকর্ডসমূহ কোন পর্যন্ত সংরক্ষিত হইবে, তাহা উল্লেখ করিবেন।

১৭২। **অপরাধ নোট-বুক।**—(১) অপরাধ কার্যকরভাবে দমন করিতে অপরাধীদিগের ব্যক্তিগত ও স্থানীয় অপরাধ বৃত্তান্তের নিরবিচ্ছিন্ন ও স্থায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক ওয়ার্ডে বা ইউনিট হিসেবে মনোনীত হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য প্রশাসনিক এলাকায় একটি অপরাধ নোট বুক রক্ষিত হইবে, যাহা দোষী ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গসহ ও অপরাধীদিগের সম্পর্কিত তথ্যাদি ধারণ করিবে।

(৩) প্রত্যেক থানায় বি. পি. ফরম নং ৭৮-৮৩ (বি. ডি ফরম ৫২৮৩/৫২৮৪) থাকিবে যাহা রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি সম্পর্কিত অপ্রকাশিত অফিসিয়াল রেকর্ড হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং ইহা একটি গোপনীয় ও বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত দলিল এবং ইহা বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন জজ ইহার ব্যবস্থার ব্যাপারে জোর করিতে পারিবেন না এবং ইহা পুলিশ কর্তৃপক্ষের তদন্তের নিমিত্তে উন্মুক্ত কিন্তু কোন বহিরাগত ইহা দেখিতে পারিবেন না বা ইহার আধেয় বস্তুর প্রতিলিপি লাভ করিতে পারিবেন না।

(২) "অপরাধ নোট বুক" নিম্নোক্ত অংশে বিভক্ত হইবে এবং বিবরণ থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) প্রথম অংশ-অপরাধ রেজিস্ট্রার, যাহা এলাকায় পেশাগতভাবে সংঘটিত অপরাধসমূহ বিবৃত থাকিবে;

(খ) দ্বিতীয় অংশ-দোষী সাব্যস্তকরণ রেজিস্ট্রার, যাহা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৯ ও ১১০ এবং দন্ডবিধির ধারা ৩০৪, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩২ এবং ৩৩৩ মোতাবেক থানার এখতিয়ারে বসবাসকারী দোষী সাব্যস্তকৃত প্রত্যেক ব্যক্তির দোষী সাব্যস্তকরণের বিস্তারিত বিবরণ;

(গ) আশ্রয়হীন ভবঘুরেদের দোষী সাব্যস্তকরণ পৃথক একটি অংশে নিবন্ধভুক্ত হইবে;

(ঘ) নিম্নে উল্লিখিত অপরাধসমূহের দায়ে দোষী ব্যক্তিবর্গের বিবরণ, যথা ঃ—

(১) দন্ডবিধির দ্বাদশ ও সপ্তাদশ অধ্যায়ের অধীনে কশাঘাত বা ৩ বৎসর বা তদূর্ধ্ব সময় কারাদন্ডের শাস্তি প্রদানযোগ্য অপরাধসমূহ;

(২) একজন সরকারী কর্মচারীর ছদ্মবেশ ধারণ, দন্ডবিধির ১৭০ এবং ১৭২ ধারা মোতাবেক;

(৩) দন্ডবিধির ৩০২ ধারা মোতাবেক লাভের নিমিত্তে হত্যা, পেশাদার ভাড়াটে গুপ্তঘাতক কর্তৃক হত্যা এবং রাজসাক্ষী ও গুপ্তচর হত্যা;

(৪) দন্ডবিধির ৩২৮ ধারা মোতাবেক পেশাগতভাবে মাদক ব্যবসা;

(৫) পেশাগতভাবে হরণ, অপহরণ এবং দাস বা ছোট শিশু ক্রয় বা বিক্রয়, দন্ডবিধির ৩৬৩ হইতে ৩৭৩ ধারা এবং নারী এবং শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (৮নং আইন, ২০০০) এর ৪ হইতে ৯ ধারা এবং ১২ ধারা;

(৬) পেশাগতভাবে প্রতারণা;

(৭) পেশাগতভাবে বিষপ্রয়োগ বা হত্যা করিয়া প্রাণীদিগের অনিষ্টসাধন, দন্ডবিধির ৪২৮ ও ৪২৯ ধারা মোতাবেক;

(৮) পেশাদার জালিয়াতি, দন্ডবিধির ৪৬৫-৪৬৯ ধারা মোতাবেক;

(৯) মুদ্রা বা ব্যাংক নোট জালিয়াতি সংক্রান্ত অপরাধ, দন্ডবিধির ৪৮৯অ-৪৮৯উ মোতাবেক;

(১০) অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক সংক্রান্ত অপরাধসমূহ Arms Act, 1878 (Act XI of 1878 এর section 19 ও 20 মোতাবেক;

(১১) Explosives Act, 1884 (Act IV of 1884) এবং Explosive Substances Act, 1908 (Act VI of 1908) এর অপরাধসমূহ;

(১২) ষড়যন্ত্র কুপ্ররোচনা এবং দফা (১) হইতে (১১) এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ করিবার চেষ্টা;

(১৩) দ্রুত বিচার আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১ নং আইন)এর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অপরাধসমূহ;

(১৪) রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কিত বিধ্বংসী প্রকৃতির অপরাধসমূহ;

(ঙ) তৃতীয় অংশ ঃ এলাকায় বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী অপরাধ সম্পর্কিত টিকা, প্রভৃতি বৃত্তান্ত ধারণ করিবে;

(চ) চতুর্থ অংশ ঃ প্রথমে একটি সূচী সম্বলিত, পেশাদার অপরাধ-প্রবণ বলিয়া বিশ্বাস করা হয় এইরূপ ব্যক্তিবর্গ, যাহারা থানার এখতিয়ারে বসবাসরত, তাহাদের বৃত্তান্ত পত্র;

(ছ) চতুর্থ অংশ ঃ সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গের চলফেরা এবং এতদ্‌সম্পর্কিত তদন্ত ধারণকারী পত্র সম্বলিত;

(জ) পঞ্চম অংশ ঃ দোষী সাব্যস্তকৃত ব্যক্তিগণের তালিকা, যাহাদের নামসমূহ দ্বিতীয় অংশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং সাব্যস্ত অপরাধী ব্যতীত এক্ষেত্রে সন্দেহভাজনদের তালিকা।

(৩) সূত্রের সহজপ্রাপ্তির লক্ষ্যে থানার এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত সকল রাস্তা, ঘাট, গলি, উপ-গলি, তাহাদের বীট নং সহ বর্ণনাক্রমিক তালিকা নিম্নোক্ত আকৃতিতে পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তুতকৃত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রথম কলাম ঃ উপ-এলাকাসমূহের (যদি থাকে) নাম সহ ফাঁড়ির নাম;

(খ) দ্বিতীয় কলাম ঃ রাস্তা, ঘাট, অলি, গলিসমূহ প্রভৃতির চিহ্নিতকরণসহ বীট নং;

(গ) তৃতীয় কলাম ঃ অপরাধ নোট বুকের খন্ড এবং নম্বর;

(ঘ) চতুর্থ কলাম ঃ অপরাধ নোট বুকের পৃষ্ঠার সংখ্যা;

(ঙ) পঞ্চম কলাম ঃ মন্তব্যসমূহ।

১৭৩। **অপরাধ নোট বুক বাঁধাইকরণ**।—(১) থানায় যত সংখ্যক ফাঁড়ি থাকিবে অপরাধ নোট বুক তত সংখ্যক খন্ডের সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং প্রত্যেক ফাঁড়ির বা খন্ডে বীটসমূহ বর্ণনাক্রমে সন্নিবিষ্ট হইবে এবং প্রত্যেক বীটের জন্য কমপক্ষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশের একটি করিয়া পৃষ্ঠা থাকিবে এবং ফরমসমূহ স্পাইরাল বাইন্ডিং সিস্টেমে সরবরাহকৃত হইবে যাহাতে পরিস্থিতির প্রয়োজনে আরো পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যায় এবং এইভাবে যদি একটি বীট দশটি রাস্তার সমন্বয়ে গঠিত হয়, তবে নোট বুকের এই খন্ড কমপক্ষে ৩০টি পৃষ্ঠা ধারণ করিবে এবং নিম্নরূপে বাঁধাইকৃত হইবে, যথা ঃ—

(ক) বীট-১ ঃ ১ম, ২য়, ৩য় অংশ-৩ পৃষ্ঠা, অর্থাৎ ১-৬ পাতা;

(খ) বীট-২ ঃ ১ম, ২য়, ৩য় অংশ-৩ পৃষ্ঠা, অর্থাৎ ৭-১২ পাতা এবং আরও।

(২) প্রত্যেক খন্ডের পৃষ্ঠাসমূহ স্পাইরাল ছিদ্রযুক্ত স্পাইরাল বাইন্ডিং কভারসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবে এবং কভারসমূহের বিশেষ রকম নকশা থাকিবে, যাহাতে প্রয়োজনের সময় পৃষ্ঠাসমূহ সহজে বাহির করা যায়।

(৩) চতুর্থ এবং চতুর্থ (ক) অংশ ঃ স্পাইরাল সিস্টেমে আবদ্ধ থাকিবে এবং প্রত্যেক দোষী বা সন্দেহভাজনের বৃত্তান্ত থাকিবে এবং তাহাদের একটি ক্রমে সংখ্যায়িত করা হইবে এবং থানার সকল বৃত্তান্তপত্র ধারণকারী একটি প্রশস্ত নথিতে সন্নিবিষ্ট রাখা হইবে।

(৪) পঞ্চম অংশ ঃ যা প্রকৃতপক্ষে একটি সূচী, তাহা পৃথকভাবে বাঁধাইকৃত রেজিস্টারের আকারে থাকিবে, যাহাতে নামসমূহ বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট থাকিবে।

(৫) রেলপথ, মহাসড়ক এবং জলপথে সম্পাদিত অপরাধ কর্মের দায়ের দোষী ব্যক্তিবর্গ এবং আশ্রয়হীন ভবঘুরের জন্য অতিরিক্ত অংশ রাখা হইবে।

১৭৪। **অপরাধ নোটবুক, ১ম অংশ, অপরাধ রেজিস্টার**।—(১) সংশ্লিষ্ট বিধিতে যে সকল অপরাধের উল্লেখ রহিয়াছে সেইসকল বিষয়সমূহ ১ম অংশের প্রথম ও দ্বিতীয় কলামে লিপিবদ্ধ হইবে এবং ইহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(২) তৃতীয় কলাম ঃ কার্যসাধন পদ্ধতিতে কিভাবে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে তাহা ধারণা করিবার সূত্রসমূহ, কিভাবে অকুস্থল পরিদর্শিত হইয়াছে, কিভাবে অপহৃত সম্পত্তি নিয়ে পলায়ন করা হইয়াছে প্রভৃতি সংযুক্ত করা আবশ্যক হইবে।

(৩) চতুর্থ কলাম ঃ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঘোষিত সম্পত্তির মূল্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং প্রথম তথ্য প্রতিবেদনে তাহা প্রদত্ত হইবে না।

(৪) পঞ্চম কলাম ঃ সংশ্লিষ্ট বিধিতে উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে সন্দেহকৃত ব্যক্তিসমূহের সন্দেহজনক সকল কিছুই পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এই কলামে থাকিবে এবং একই বা অন্য থানায় রেজিস্টারের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ অংশের সূত্র যাচাই হইবে।

১৭৫। **অপরাধ নোটবুক, দ্বিতীয় অংশ, দোষী সাব্যস্তকরণ রেজিস্টার**।—(১) এই অংশে সংশ্লিষ্ট বিধিতে বর্ণিত অপরাধসমূহের দায়ে দোষী সাব্যস্তকৃত প্রত্যেক থানায় এখ্তিয়ারাধীন এলাকায় বসবাসকারী ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(২) প্রথম এবং তৃতীয় কলামে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না।

(৩) দ্বিতীয় কলামে কোর্ট অফিসার যে চূড়ান্ত স্মারকপত্রে থানার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানার্থে লিখিয়া থাকেন উহা, তবে ব্যক্তিগত বর্ণনা অনুলিপি হইতে বাদ দিতে হইবে।

(৪) চতুর্থ কলামে সেশন কোর্ট বা হাইকোর্টে দোষী সাব্যস্তকৃত কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোর্টের নাম লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৫) পঞ্চম ও সপ্তম কলামে শনাক্তকারী জেল ওয়ার্ড-রক্ষকের নাম, পি. আর. পি. আর এবং এফ. পি. সম্পর্কিত উল্লেখসহ খালাসের তারিখ, যে হাজতখানা হইতে খালাসকৃত তাহার নাম পি. আর. পিপের রসিদে লিখিত থাকিতে হইবে।

(৬) ষষ্ঠ কলামে পুনরায় দোষী সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে সূত্র যাচাইসমূহ পুরাতন এবং শুদ্ধ এন্ট্রিতে প্রদত্ত হইবে, এই ব্যাপারটি সদৃশ্যরূপে সূচীতে (পঞ্চম অংশে) লিখিতে হইবে এবং আশ্রয়হীন ভবঘুরদের দোষী সাব্যস্তকরণ একটি পৃথক অংশে নিবন্ধভুক্ত করিতে হইবে।

১৭৬। **গোয়েন্দা বিভাগ ও পুলিশ স্টেশনে প্রেরিতব্য পি. আর সম্পাদনকারী দোষীগণের তথ্য।**—পি. আর. করা হইয়াছে এরূপ থানায় বসবাসকারী সকল দোষী ব্যক্তিগণের সম্পর্কিত তথ্য কোর্ট অফিসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং স্টেশন অফিসার সেইসব নামের ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে এফ. পি. অক্ষরদ্বয় অপরাধ নোটবুকে নিবন্ধভুক্ত করিবেন এবং দোষী সাব্যস্তকরণ পত্রে উল্লেখ্য এফ. প্রি সঙ্কেতটিতে কোর্ট অফিসার স্টেশন অফিসারের সহিত যোগাযোগ করিবেন এবং কেন্দ্রীয় রেকর্ডের নিমিত্তে তথ্যাদি গোয়েন্দা বিভাগে প্রেরিত হইবে।

১৭৭। **সাব্যস্তকৃত দোষী বা অন্যান্য তালিকাসমূহ প্রেরণ।**—(১) যখন একটি ঘটনায় জড়িত কোন ব্যক্তি অন্য থানার এখতিয়ারে বাস করেন বা যখন একজন দোষী বা সন্দেহভাজন স্থায়ীভাবে তাহার বাসস্থান অন্য থানার এখতিয়ারে স্থানান্তরিত করেন তখন উহার একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরিত হইবে।

(২) যিনি ক্ষেত্রানুসারে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অংশ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্রেরক অফিসারের নিকট তাহা ফেরত পাঠাইবেন এবং পরে উল্লিখিত অফিসার সূত্রসমূহ তাহার নোটবুকে প্রতিলিপি করিবেন এবং ইহা নথিভুক্ত করিয়া পৃথকভাবে রাখিয়া দিবেন, যাহা এক বৎসর পর নষ্ট করা হইবে।

(৩) মহানগর এলাকার বাহিরের থানাসমূহে প্রেরিত তালিকাগুলি উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসের মাধ্যমে প্রেরিত হইবে এবং যদি একজন ব্যক্তি একটি স্থানে পাঁচ বছর তাহার পরিবারের সহিত বসবাস করেন, তবে তিনি ঐ এলাকার বাসিন্দা বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১৭৮। **পি.আর.পিপ প্রাপ্তিতে গৃহীত পদক্ষেপ।**—(১) কোন জেল বা কারাগার হইতে একজন দোষী ব্যক্তির পি.আর.পিপ (মুক্তি নোটিশ) প্রাপ্তিপূর্বক, স্টেশন অফিসার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং মুক্ত দোষী ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করিয়াছে কিনা এবং তিনি তার ঠিকানায় বসবাস করিতে ইচ্ছুক কি অনিচ্ছুক তাহা নির্দিষ্ট করিয়া লিখিবেন।

(২) তিনি প্রত্যাবর্তন না করিলে স্টেশন অফিসার বিষয়টি উপ-পুলিশ কমিশনারকে অবহিত করাইবেন।

(৩) মুক্তিদানের তারিখ থানার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ হইবে এবং দোষী ব্যক্তি বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে পি.আর.পিপ এবং রেজিস্টারে এন্ট্রি প্রতিবেদনের সহিত ফিরাইয়া দেয়া হইবে এবং উপ-পুলিশ কমিশনার রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় এন্ট্রি করিয়া পি. আর. পিপটি গোয়েন্দা বিভাগে কেন্দ্রীয় রেকর্ডের জন্য প্রেরণ করিবেন।

১৭৯। **দোষী সাব্যস্তকরণ রেজিস্টার হইতে নাম অপসারণ।**—(১) মৃত ব্যক্তিদের নামসমূহ এবং সেসব ব্যক্তিবর্গ যাহারা ৬০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী দশ বছর তাহাদের দোষী সাব্যস্ত বা সন্দেহ করা হয় নাই এবং যেসব ব্যক্তিবর্গ ৫০ বৎসর বাঁচিয়াছেন এবং পূর্ববর্তী ২০ বছর তাহারা দোষী সাব্যস্ত বা সন্দেহভাজন হন নাই, তাহাদের নাম উপ-পুলিশ কমিশনারের অধীনে অপসারণ করা হইবে।

(২) প্রত্যেক বৎসরের সমাপ্তিতে সকল স্টেশন অফিসার বিগত বৎসরে যেসকল ব্যক্তির নাম অপসারিত হইয়াছে তাহাদের তালিকাগুলি জ্যেষ্ঠ কোর্ট অফিসারের নিকট পেশ করিবেন, যিনি তাহার সূচী এবং দোষী সাব্যস্তকরণ রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন এবং তাহা উপ-পুলিশ কমিশনারের দোষী সাব্যস্তকরণ রেজিস্টার এবং সূচীসমূহের সংশোধনের ব্যাপারে গোয়েন্দা বিভাগকে কেন্দ্রীয় রেকর্ডসমূহ সংশোধনের ব্যাপারে নথিভুক্ত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত প্রক্রিয়া প্রতি বৎসর পূর্ববর্তী বৎসরের জন্য জানুয়ারী মাস সমাপ্তির মধ্যেই সমাপ্ত হইবে এবং গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রীয় রেকর্ডসমূহ ক্রমানুসারে সংশোধিত হইবে এবং তাহারা পি. আর. সকল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বি. পি. ফরম নং ৮৪ এ ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোকে অবগত করাইবেন।

১৮০। **অপরাধ নোটবুক, তৃতীয় অংশ (বীট বৃত্তান্ত)।**—(১) স্টেশন অফিসারবৃন্দ, অফিসারবৃন্দ এবং ফাঁড়িসমূহের কনস্টবলবৃন্দের তাহাদের বীটসমূহ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকিতে হইবে।

(২) অপরাধ নোটবুকের (তৃতীয় অংশ) একটি অংশরূপে একটি বীট রেজিস্টার সকল থানা এবং ফাঁড়িতে রক্ষিত হইবে এবং একটি ফাঁড়ির এখতিয়ারে যত সংখ্যক বীট থাকিবে উহা তত সংখ্যক ভাগে ইহা বিভক্ত হইবে।

(৩) নিবন্ধিত তথ্য সকল নির্ভরশীল এবং সহজলভ্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত এবং যথাসম্ভব দূর অতীত হইতে সংগৃহীত হইবে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাঝে মাঝে নুতন প্রাপ্ত তথ্যাদি বা সম্প্রতি সংঘটিত ঘটনার বিবরণ সংযুক্ত করিবেন এবং একটি সাধারণ নিয়মের ন্যায় রেজিস্টার খাতা বৎসরের আরম্ভে হাল সময়ের সমস্ত তথ্য সম্বলিত করিতে হইবে।

(৪) রেকর্ডকৃত প্রত্যেক বীটের সহিত বীট সম্পর্কিত নিম্নোক্ত তথ্যাদি থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) রাস্তা, পার্ক এবং মোড়সমূহ;

(খ) মসজিদ, গির্জা, মন্দির এবং অন্যান্য উপাসনালয়সমূহ;

(গ) সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত এবং রাজনৈতিক অফিসসমূহ প্রভৃতি;

(ঘ) ক্লাব, থিয়েটার, হোটেল, গণবিনোদনের স্থানসমূহ এবং ব্যবসা কেন্দ্র, চায়ের দোকান প্রভৃতি;

(ঙ) হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ডিসপেনসারিসমূহ এবং রোগ নির্ণয় কেন্দ্রসমূহ;

(চ) জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার শাখা অফিসসহ অন্যান্য বিদেশী মিশনসমূহ এবং কূটনীতিবিদ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিদেশীগণের আবাসস্থলসমূহ;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ;

(জ) মিল, শিল্প-কারখানাসমূহ প্রভৃতি;

(ঝ) যেসব স্থানে বহুসংখ্যক শ্রমিক, রিকশা-চালক এরূপ ব্যক্তিগণ বসবাস করে এবং বস্তিসমূহ প্রভৃতির অবস্থান;

(ঞ) যেসব স্থানে বাৎসরিক ধর্মীয় উৎসবসমূহ বৃহৎ আয়োজনের মাধ্যমে পালিত হয়, অথবা যেসব স্থানে অতীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছিল অথবা যেসব স্থানে ভবিষ্যতে হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, সেরূপ ঘটনার বিশেষ সূত্রসহ;

(ট) যেসব স্থানে শ্রমিক সংঘর্ষ সংঘটিত হইয়াছে বা ভবিষ্যতে যেসব স্থানে তাহা হইতে পারে;

(ঠ) খ্যাতিমান চিকিৎসক এবং বৈধভাবে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নাম এবং বাসস্থানসমূহ;

(ড) গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রধান প্রধান নন-অফিসিয়াল ব্যক্তিবর্গের নাম এবং বাসস্থানসমূহ;

(ঢ) গুরুত্বপূর্ণ অপরাধীদিগের নাম ও বাসস্থানসমূহ;

(ণ) ট্যাক্সি-ক্যাব এবং ত্রিচক্রযানের থামার স্থলসমূহ;

(ত) সংবাদপত্র অফিসসমূহ;

(থ) যাহাদের ঠিকানায় টেলিফোন রহিয়াছে, যাহা জরুরী অবস্থায় পুলিশ কর্তৃক ব্যবহৃত হইতে পারে;

(দ) অব্যবহৃত সম্পত্তির গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের নাম ও বাসস্থানসমূহ;

(ধ) ঘড়ি, সাইকেল অথবা যন্ত্রসংগীতের উপকরণ মেরামতকারীদিগের নাম ও বাসস্থানসমূহ;

(ন) প্রয়োজন হইলে সহায়তা দিতে প্রস্তুত ব্যক্তিবর্গের নাম ও বাসস্থানসমূহ;

(প) মোটর গাড়ি মেরামতের দোকানসমূহ;

(ফ) জ্বালানী স্টেশন (পেট্রোল পাম্প) সমূহের নাম ও ঠিকানা;

(ব) ক্রেতাদের পরিচয়সহ অস্ত্র এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদি বিক্রয়ের দোকানসমূহের নাম;

(ভ) পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হওয়া অন্য যেকোন তথ্য।

১৮১। **অপরাধ নোটবুক, চতুর্থ অংশ, বৃত্তান্তপত্রসমূহ।**—(১) বৃত্তান্তপত্রে জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং অপরাধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(২) ডাকাতি, ছিনতাই, মারাত্মক চুরি বা অবৈধভাবে অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণ সংক্রান্ত সকল বৃত্তান্তপত্র যথাযথ বলিয়া বিবেচিত হইবে না যদি না ইহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধে অভিযুক্ত এবং স্বভাবজাত অপরাধী।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬২ ধারার অধীনে প্রথমবার অভিযুক্ত হিসেবে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বৃত্তান্তপত্র রচিত হইবে না।

(৪) সকল ক্ষেত্রে একটি বৃত্তান্তপত্র খুলিবার পূর্বে স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনারের নির্দেশাবলী প্রাপ্ত হইবে এবং স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনারের নির্দেশসমূহ থানা পরিদর্শনকালে বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক নিশ্চিতকৃত হইবে এবং বৃত্তান্তপত্র শুরু করিবার নির্দেশসমূহও সুবিধামত উপ-পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে চূড়ান্ত স্মারকপত্রে লিপিবদ্ধ হইতে পারে, যদি বৃত্তান্তপত্রে উল্লিখিত নামের ব্যক্তি সম্পর্কে কোন সহায়ক তথ্য পাওয়া যায়, তা সময়মত রেকর্ডকৃত হইবে।

(৫) উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক সন্দেহভাজন হিসাবে পরিগণিত না হইলে কোন ব্যক্তির বৃত্তান্তপত্র খোলা হইবে না এবং চলাফেরার উপর নিয়মিত প্রহরা থাকিবে না, কিন্তু ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাঝে মাঝে এইরূপ ব্যক্তির জীবনযাপনের গোপন তদন্ত করিবেন এবং বৃত্তান্তপত্রের তথ্য লিখিয়া রাখিবেন।

(৬) বৃত্তান্তপত্রসমূহ ধারাবাহিকভাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং একটি পৃথক নথিতে একত্রে শুরুতে সূচীসহ রাখা হইবে, যতদিন না ঐরূপ ব্যক্তিসকল সন্দেহের তালিকাভুক্ত হন।

(৭) যখন একজন ব্যক্তি, যাহার নিমিত্তে বৃত্তান্তপত্র রক্ষিত আছে, একটি থানার সীমা অতিক্রম করিয়া মহানগরের অভ্যন্তরে বা বাহিরের কোন থানায় তিন মাসের অধিক সময়ব্যাপী বসবাস করেন, তখন তাহার বৃত্তান্তপত্র সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরিত হইবে।

(৮) যখন থানাটি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার বাহিরে, বৃত্তান্তপত্রটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার বা সুপারিন্টেন্ডেটের মাধ্যমে প্রেরিত হওয়া আবশ্যক এবং ঐ ব্যক্তির নামের সহিত সূচীতে এইরূপ হস্তান্তরের উল্লেখ থাকিবে এবং বৃত্তান্তপত্র গ্রহণকারী কর্মকর্তা প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন এবং এইরূপ বৃত্তান্তপত্র জেলা ও অন্যান্য মহানগর এলাকায় অন্যান্য পত্রের ন্যায় একইভাবে পরিচালিত হইবে।

১৮২। **বৃত্তান্তপত্র লিখিবার ক্ষেত্রে নির্দেশাবলী।**—(১) কোন ব্যক্তির বৃত্তান্তপত্র নির্দেশিত শ্রেণীকরণ শিরোনাম শ্রেণীতে সর্বাগ্রে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং দন্ডাদেশপ্রাপ্ত কারাবন্দীদের সাধারণ ক্ষমা প্রদানের অনুমোদন থাকিবে এবং দোষী সাব্যস্তকরণের তারিখ, দোষী সাব্যস্তকারী আদালতের নাম, আইনের ধারাসমূহ এবং শাস্তির প্রকৃতিসহ দোষী সাব্যস্তকরণসমূহ কালানুক্রমে লিপিবদ্ধ হইবে এবং মুক্তির প্রকৃত তারিখ পি. আর আসামীদের ক্ষেত্রে পি. আর. পিপের রসিদে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোর্ট অফিসারের নিকট হইতে তারিখ জমা হইবে, যদি সাব্যস্তকৃত দোষী তাহার গৃহে না প্রত্যাবর্তন করে, তবে তাহাও লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধ সম্পাদনের সাধারণ পদ্ধতি এবং তাহার অধিকারে থাকা সকল সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ, তাহার উপর নির্ভরশীলদিগের সংখ্যা এবং তাহার পেশা, সম্ভাব্য আয় এবং যেসব ক্ষেত্রে তিনি সন্দেহভাজন দোষী সাব্যস্ত হন নাই, সেসব ক্ষেত্রে তাহার জীবনী বর্ণনামূলক আকারে প্রদত্ত হইবে।

(৩) যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেসব অপরাধকর্মের সহিত জড়িত বলিয়া সন্দেহকৃত সেসব অপরাধকর্মে তাহার লিপ্ত হওয়ার ঘটনা জানা যায়, সেসব ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ, যেভাবে ঘটনাসমূহ সংঘটিত হয়, সেইভাবে এই অংশে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং প্রত্যেক বৎসরের শুরুতে পূর্ববর্তী বৎসরে তাহার আচরণ তদন্ত প্রতিবেদনপত্রসমূহ বিবেচনা হইতে প্রাপ্ত তাহার অপরাধ বৃত্তান্তের ব্যাপারে স্থায়ী কোন কৌতূহলের বিস্তারিতসহ সংযুক্ত হইবে।

(৪) সকল এন্ট্রি পূর্ণাঙ্গভাবে পদ নাম ও তারিখ সম্বলিত এবং স্বাক্ষরিত হইবে।

১৮৩। **সন্দেহভাজনদিগের বৃত্তান্তপত্রসমূহ।**—(১) সন্দেহভাজনদিগের বৃত্তান্তপত্রসমূহ বৃত্তান্ত পত্রের প্রধান নথি হইতে সরাইয়া রাখা হইবে এবং পৃথক একটি নথিতে প্রারম্ভে একটি বর্ণানুক্রমিক সূচীসহ রাখা হইবে এবং ইহা একটি সন্দেহভাজন রেজিস্টাররূপে বিবেচিত হইবে এবং অন্য সন্দেহভাজন রেজিস্টার ইহাতে রক্ষিত হইবে না।

(২) যখন কোন ব্যক্তি হইতে সন্দেহ অপসারিত হইবে, তখন তাহার বৃত্তান্তপত্র এই নথি এবং প্রধান নথিতে এর প্রকৃত স্থান হইতে সরাইয়া রাখা হইবে এবং যখন কোন সন্দেহভাজন এক থানার সীমা অতিক্রম করিয়া মহানগর এলাকার ভিতরে বা বাহিরে অন্য কোথাও তিন মাসের অধিক সময় অবস্থান করে, তখন তাহার বৃত্তান্তপত্রসমূহ সেখানকার স্টেশনে প্রেরিত হইবে এবং ব্যাপারটি সূচীতে তাহার নামের পাশে লিপিবদ্ধ হইবে।

(৩) থানাটি ঢাকা মহানগর এলাকার বাহিরে অবস্থিত হইলে, বৃত্তান্তপত্র সংশ্লিষ্ট জেলা বা মহানগর এলাকার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বা পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে প্রেরিত হইবে এবং নতুন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৃত্তান্তপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন এবং ঐ সন্দেহভাজনকে তাহার নিজ থানার সন্দেহভাজন হিসেবে বিবেচনা করিতে থাকিবেন যতক্ষণ না উক্ত ব্যক্তি তাহার পূর্ববর্তী আবাসে ফিরিয়া যাইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে তাহার বৃত্তান্তপত্র ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

১৮৪। **অপরাধ নোটবুক, চতুর্থ অংশ (১) (তদন্ত মন্তব্যপত্র)।**—(১) এই বৃত্তান্তপত্র সংযুক্ত মন্তব্যসমূহে সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গের চলাফেরা এবং তাহাদের সম্পর্কিত তদন্তের ফলাফল লিপিবদ্ধ হইবে এবং যেসকল স্থানে সন্ত্রাসীরা ঘন ঘন আনাগোনা করিয়া থাকে, তাহার চরিত্র ও কার্যাবলী সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের মতামত, তাহার গৃহে আগন্তুক ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গের আগমন, তাহার উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে কোন স্থানে অপরাধকর্মের হ্রাসবৃদ্ধি, তাহার জীবন-যাপন রীতি বৈধ আয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি গোপন পরিদর্শনের মাধ্যমে সতর্কতার সহিত সংগৃহীত হইবে এবং অন্যান্য তদন্তসমূহও লিপিবদ্ধ হইবে, যাহাতে প্রয়োজনানুসারে ফৌজদারী কার্যবিধির নিবারক ধারাসমূহের অধীনে মামলা করিতে যাবতীয় উপকরণাদি ধারণ করে।

(২) সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তাহার গৃহ হইতে অনুপস্থিত পাওয়া গেলে, তিনি কোথায় কোথায় যান এবং তাহাদের সহযোগীবৃন্দের সম্পর্কিত তদন্তসম্পন্ন হইবে এবং তদন্ত স্লিপ বা বেতারের সংবাদ স্বাধীনভাবে যে কোন বক্তব্যের সত্যতা নিরূপনার্থে প্রেরিত হইবে, যাহা পরবর্তীতে গৃহীত হইতে পারে।

(৩) স্টেশনে কর্মকর্তার বা কর্মকর্তাবৃন্দের দ্বারা বা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা সকল পরিদর্শন এবং এসকল পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হইবে।

১৮৫। **অপরাধ নোটবুক, পঞ্চম অংশ (সূচী)।**—(১) ইহা একটি বাঁধাইকৃত রেজিস্টারের আকারে রাখা হইবে এবং ইহাতে দোষী সাব্যস্তকৃত এবং দোষী সাব্যস্তকৃত নয় কিন্তু সন্দেহভাজন ব্যক্তিবর্গের সূচী থাকিবে যাহাতে নামসমূহ এন্ট্রি করিতে যথেষ্ট সংখ্যক পৃষ্ঠা বর্ণমালার প্রত্যেক অক্ষরের মাঝে বন্টিত হইবে।

(২) দোষী সাব্যস্তকৃত ব্যক্তিবর্গের নামসমূহ লাল কালিতে এবং সন্দেহভাজনদিগের নামসমূহ কালো কালিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং যদি কোন সন্দেহভাজন পরবর্তীতে দোষী সাব্যস্তকৃত হয়, তাহার নাম লাল কালিতে লিখিতে হইবে।

(৩) নামসমূহ একবার করিয়া লিপিবদ্ধ হইবে এবং প্রত্যেক নামের নিচে যথেষ্ট জায়গা রাখা হইবে, যাহাতে পরবর্তীতে চতুর্থ ও পঞ্চম কলামে সূত্রসমূহ লিপিবদ্ধ করা যায় এবং 'মন্তব্য' কলামে দোষী ব্যক্তিদিগের নামের সহিত জন্ম তারিখ লিখিতে হইবে এবং যখন কোন ব্যক্তির নাম সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, যে পৃষ্ঠায় সেই নাম লিখিত হইয়াছে তাহার একটি সূত্র অপরাধ নোটবুকের সংযুক্ত অন্যান্য অংশে প্রদত্ত হইবে।

১৮৬। **অপরাধ নোটবুকের ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব।**—(১) উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অপরাধ নোটবুকের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিবেন এবং উহাকে তাহার কর্তব্যের একটি অপরিহার্য সঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

(২) এলাকা পরিদর্শনকালে সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দ তৃতীয় অংশে এলাকা সম্পর্কে কৃত এন্ট্রিসমূহের নির্দিষ্ট অনুপাত প্রশ্ন করিয়া স্থানীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরীক্ষা করিবেন।

১৮৭। **বিন্যাস রেজিস্টার।**—(১) বি. পি. ফরম নং ১৭১ এ প্রত্যেক থানা এবং ফাঁড়িতে একটি বিন্যাস রেজিস্টার রক্ষিত হইবে এবং নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ লিখিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) মঞ্জুরিকৃত দল এবং প্রকৃত ক্ষমতা;

(খ) কর্মকর্তা এবং অন্য লোকদের নাম ও সংখ্যা;

(গ) থানা বা ফাঁড়ির প্রতি বা হইতে পুলিশ কমিশনার ও উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক নির্দেশাবলী প্রদানের তারিখ এবং সংখ্যা।

(২) প্রত্যেক এন্ট্রি বা পরিবর্তন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত হইবে।

(৩) স্থানীয় সহ-পুলিশ কমিশনার যেসকল পুলিশ সদস্যদের বদলির জন্য নির্ধারিত হইবেন, তাহাদেরকে বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের দৃষ্টিগোচর করাইবেন।

১৮৮। **অগ্রগতি রেজিস্টার।**—(১) প্রত্যেক থানায় অগ্রিম এক বৎসরের ডায়েরির আকারে একটি রেজিস্টার থাকিবে। প্রত্যেক দিনের জন্য একটি পৃষ্ঠা প্রদত্ত হইবে এবং নিম্নোক্ত শিরোনাম সম্বলিত কলাম ধারণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) ক্রমিক নং;

(খ) দলিল, সমন, ওয়ারেন্ট, দরখাস্ত, নোটিশসমূহ প্রভৃতির প্রকৃতি;

(গ) যে কর্মকর্তার নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত হস্তান্তরিত;

(ঘ) তারিখসহ স্বাক্ষর;

(ঙ) কোর্টে অথবা প্রাপ্তি রেজিস্টারে এন্ট্রির নাম্বারের সহিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যাবর্তনের তারিখ;

(চ) মন্তব্যসমূহ।

(২) সকল সমন, ওয়ারেন্ট, নোটিশসমূহ এবং কোর্টের সকল প্রক্রিয়াসমূহ যাহাতে পুলিশের নিকট হইতে যে কোন ধরনের প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ নির্দিষ্ট সে সকল ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে তাহাদের প্রাপ্তি শুনানির যথাযথ তারিখসহ লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং যে কর্মকর্তার দলিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্ধারিত হইয়াছেন তাহার নিকট দলিলটি হস্তান্তরিত হইবে এবং ইহা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ বা তাহার অধীনস্থ কাহারও কর্তৃক এন্ট্রি করা হইবে।

(৩) প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজিস্টারটি দুইবার পাঠ করিবেন এবং তিনি ইহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত নির্ধারিত দিনের অন্ততঃ একদিন পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পৌছানোর ব্যাপারে দায়ী থাকিবেন।

১৮৯। **পত্রপ্রাপ্তি ও প্রেরণ রেজিস্টার।**—(১) প্রত্যেক থানায় বি. ডি. ফরম নং ১৬ এবং ১৯ এ দুইটি রেজিস্টার রাখা হইবে যাহাতে সকল নির্দেশাবলী, আইনগত প্রক্রিয়াসমূহ এবং অন্যান্য গৃহীত ও প্রেরিত চিঠিপত্রসমূহ সংযুক্ত হইবে এবং রেজিস্টারসমূহ বিস্তারিতরূপে সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর কর্তৃক লিখিত হইবে কিন্তু তাহা ব্যক্তিগতভাবে 'ডাকে' হাজির থাকার তারিখ প্রদান করা এবং খোলার দায়িত্ব হইতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অব্যাহতি প্রদান করিবে না।

(২) আদান-প্রদানের প্রকৃতি অনুযায়ী গৃহীত চিঠিপত্রের রেজিস্টার নিম্নরূপ সংখ্যক অংশে বিভক্ত থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) প্রথম অংশে আদালত এবং ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত নির্দেশাবলী;

(খ) দ্বিতীয় অংশে বিভাগীয় আদেশসমূহ, উদাহরণস্বরূপ, পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার, স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনারবৃন্দ হইতে গৃহীত চিঠিপত্র, অন্যান্য তদন্ত এবং যাচাইসমূহ;

(গ) তৃতীয় অংশে,—

(অ) তদন্ত স্লিপ এবং তদন্ত ও গ্রেফতারের জন্য তলব এবং অন্যান্য বিভিন্ন তদন্ত সংক্রান্ত;

(আ) অন্য কোথাও নিবন্ধভুক্ত এইরূপ পত্রসমূহ প্রাপ্তি রেজিস্টার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ই) এন্ট্রিসমূহের সহিত "এন, আর" লিখিত হইবে, যাহার কোন প্রত্যুত্তর প্রয়োজন নাই;

(ঈ) প্রত্যেক রেজিস্টারে ৭ দিন বা ততোধিক সময় ব্যাপিয়া অপেক্ষমান সকল কাগজপত্রের তালিকা সংগৃহীত হইবে;

(উ) প্রাপ্তি রেজিস্টারের প্রথম অংশ এবং প্রেরণ রেজিস্টারে তালিকাটি সাপ্তাহিক সঙ্কলিত হইবে;

(ঊ) প্রাপ্তি রেজিস্টারের অন্যান্য অংশে পাক্ষিকভাবে তালিকা সম্বলিত হইবে।

(৩) নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষাধীন কার্য তালিকা নিম্নোক্তভাবে তৈরী করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ২,৬,২০ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(খ) ১,৫ দ্বিতীয় কর্মকর্তা;

(গ) ৭ সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ;

(ঘ) ৮ মুখ্য চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত সংখ্যাসমূহ প্রাপ্তি বা প্রেরণ রেজিস্ট্রারের এন্ট্রিসংখ্যাকে বুঝাইবে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতি সপ্তাহে তাহা পরীক্ষা করিবেন এবং তাগিদপত্র প্রেরণের আদেশ প্রদান করিবেন এবং স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনারবৃন্দ আকস্মিকভাবে অপেক্ষমান তালিকাসমূহ পরীক্ষা করিবেন।

১৯০। **হাজত রেজিস্টার।**—যেসব থানা এবং ফাঁড়িতে হাজত রহিয়াছে, উহাদের প্রত্যেকটিতে একটি হাজতে রেজিস্টার রক্ষিত হইবে এবং হাজত রেজিস্টারটি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে এবং প্রতিদিন উহা সমীক্ষণের নিমিত্তে স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট উপস্থাপিত হইবে।

১৯১। **তদন্ত স্লিপসমূহ।**—(১) কোন তদন্তের ক্ষেত্রে বা অন্য কোন সময়, অসৎ চরিত্রের ব্যক্তিদের চলাফেরা সম্পর্কিত তদন্ত ব্যতীত কোন ফেরারী বা নিজ এখতিয়ারের ফৌজদারী প্রশাসন সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে একজন পুলিশ কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হইতে তথ্য আহরণের প্রয়োজনবোধ করিলে তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বি. পি ফরম নং ৭৬ (বিডি ফরম নং ৫৩৬০) এ একটি তদন্ত স্লিপ লিখিবেন।

(২) প্রেরণের তারিখ অনুযায়ী প্রত্যেক স্লিপ একটি ক্রমিক নম্বর বহন করিবে এবং গৃহীত বা প্রেরিত চিঠিপত্রের রেজিস্টারে লাল কালিতে নিবন্ধভুক্ত হইবে এবং যদি তদন্ত একজন ফেরারীর ব্যাপারে হয়, তবে তাহাকে যে ধরণের অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত হইবে এবং প্রত্যুত্তরে প্রাপ্ত একটি তদন্ত স্লিপ গ্রহণপূর্বক, ইহা যে পাতা হইতে মূলত ছেঁড়া হইয়াছিল তাহাতে আঠা দিয়া আটকাইতে হইবে এবং তদন্ত স্লিপ গ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ উহাদেরকে জরুরী হিসেবে বিবেচনা করিবেন, এবং যথাসম্ভব দ্রুত উহাদিগকে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং যদি স্লিপটি দ্রুত ফিরিয়া না পাওয়া যায় তবে একটি অনুস্মারক এবং পরবর্তীতে প্রয়োজন হইলে আরও একটি সহ স্মারক প্রেরিত হইবে।

১৯২। **কার্যবিবরণী বহি।**—(১) প্রত্যেক থানায় বি. পি. ফরম নং ৭৫ এ একটি কার্যবিবরণী বহি রাখিবে, যাহাতে থানা পরিদর্শনকালে পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ অপরাধ প্রতিরোধ বা গোয়েন্দাগিরির ব্যাপারে পরামর্শ লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(২) অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ বা অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের নিকট হইতে গৃহীত ফরমাশ ও পরামর্শসমূহ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ প্রকৃত কলামে লিখিত হইবে এবং দ্রুত ও প্রকৃত ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত করিতে কার্যবৃত্ত বইসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক পরীক্ষিত হইবে।

১৯৩। **অপরাধ সম্পর্কিত সূচী চিত্র।**—(১) ভূমি জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত থানা মানচিত্রের 'ভ্যানডাইকেড' প্রতি এক মাইল এক ইঞ্চি ধরিয়া গঠিত স্কেলে, সকল থানায় অপরাধ মানচিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হইবে যাহাতে অভ্যন্তরীণ বীট, রাস্তা, সড়ক এবং গলিসমূহের সীমানা প্রদর্শন করিবে।

(২) মানচিত্রের প্রয়োজন হইলে পুলিশ কমিশনার কর্তৃক ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট চাহিদাপত্র প্রেরিত হইবে।

(৩) প্রতিবৎসর একটি নতুন মানচিত্র ব্যবহৃত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঁচ বৎসরের ব্যবহারের জন্য এখতিয়ার চিহ্নিতকারী মানচিত্রসমূহ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রত্যেক থানায় প্রেরিত হইবে।

(৪) অপরাধ মানচিত্র কয়েক বৎসরব্যাপী থানার এখতিয়ারে প্রতি বৎসর সংঘটিত অপরাধসমূহকে নির্দেশ করিয়া অপরাধ মানচিত্রসমূহের একটি ক্রম তৈরী হইবে।

(৫) ডাকাতি, ছিনতাই, সিঁধেল চুরি এবং চুরির প্রতিবেদনসমূহ মানচিত্রের প্রকৃত স্থানসমূহের লিখিত হইবে, প্রথম দুইটি লাল কালিতে এবং পরের দুইটি কাল কালিতে।

(৬) অপরাধসমূহ আদ্যক্ষর, যথা ঃ—উ-ডাকাতি, জ-ছিনতাই, ই-সিঁধেল চুরি, ঞ-চুরির জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং আদ্যক্ষরসমূহের নিচে মামলার নং এবং মাস লিখিত হইবে এবং এইভাবে উ-২-২ দ্বারা ফেব্রুয়ারি মাসের ২নং মামলা, ই-৪-৫-এর অর্থ হইবে মে মাসের ৪র্থ মামলা ইত্যাদি।

(৭) যখন একটি অপরাধের ক্ষেত্রে একাধিক ধারা প্রযুক্ত হয়, তখন কেবল বৃহৎ অপকর্ম নির্দেশক আদ্যক্ষর লিখিত হইবে।

(৮) অপরাধ মানচিত্রে উপ-পুলিশ কমিশনার অন্যান্য মামলা নিবন্ধভুক্ত করিতে পারেন, যদি তাহারা সেই সকল মামলাকে বিশেষভাবে মনোনিবেশযোগ্য বলিয়া মনে করেন এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকৃত চিহ্ন সহকারে লিপিবদ্ধ করেন।

(৯) একটি লাল ক্রস চিহ্ন (×) সন্দেহভাজন বাঁচিয়া আছেন তাহা প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

(১০) 'ভানডাইকেড' মানচিত্র ছাড়াও একটি শক্ত ক্যানভাসে বাঁধাইকৃত মুদ্রিত থানা মানচিত্র ব্যবহারের জন্য রক্ষিত হইবে এবং ইহা যতদূর সম্ভব রঙে চিহ্নিত হইবে, চায়ের দোকান, সরকারী ফেরীসমূহ, এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে স্টেশন, বাস, ট্রাকের টার্মিনাল, অন্য থানার সীমানাসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যাহা উপ-পুলিশ কমিশনার চিহ্নিত করিয়া রাখিবার যোগ্য বলিয়া মনে করিবেন।

১৯৪। **যে সকল মামলায় প্রাথমিক তথ্য পেশকৃত হয় নাই।**—(১) বি. পি. ফরম নং ৩৩ (বিডি ফরম নং ৫৩৫৭) এ একটি রেজিস্টার রাখা হইবে যাহাতে যেসব মামলা কোন প্রাথমিক তথ্য নিষ্প্রয়োজন সেগুলি লিপিবদ্ধ হইবে, উদাহরণস্বরূপ, পৌর কর্পোরেশনের অধীনে মামলাসমূহ অথবা রেলপথ আইন, ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৭, ১০৯, ১১০ এবং ১৪৫ ধারার অধীনে মামলাসমূহ, অন্য কোন আইনের অধীনে অগ্রাহ্য মামলাসমূহ, দন্ডবিধির ১৭৬, ১৮২, ২১১ ধারার অধীনে মামলাসমূহ, মোটরযান সংক্রান্ত আইন।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৭ এবং ১৪৫ ধারার অধীনে আদালতে বিচারাধীন মামলার প্রতিবেদনসমূহের প্রতিলিপি বি. পি. ফরম নং ৩৬ এ পেশকৃত হইবে এবং উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অন্য সকল মামলার ক্ষেত্রে প্রতিলিপি বি. পি. ফরম নং ৩৫-এ পেশকৃত হইবে।

(৩) কোর্ট কর্মকর্তার চূড়ান্ত স্মারকপত্রের পরিবর্তে প্রতিলিপিটিতে মামলার ফলাফল দেখাইয়া তাহা স্টেশন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং এই সকল বিষয়াদি দ্বারা ফরম নং ৩৩ এর ষষ্ঠ কলাম পূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহা যত্নের সহিত পরীক্ষিত হইবে এবং যদি একটি নির্দিষ্ট সময় পর ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশাবলীর সহিত প্রতিলিপিটি না প্রেরিত হয়, কোর্ট পুলিশ অফিসে একটি অনুস্মারক প্রেরিত হইবে।

১৯৫। **ট্রাফিক দুর্ঘটনার মামলাসমূহের অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—(১) বি. ডি. ফরম নং ৮০৩(ছ) এ (বি. পি. ফরম নং ৩৪) একটি পৃথক রেজিস্টার মোটর যানবাহন সংশ্লিষ্ট সকল সংঘর্ষ, বিপর্যয় ও দুর্ঘটনা নিবন্ধনের জন্য রক্ষিত হইবে এবং ফরমটির বাঁধাইকৃত খাতায় প্রতিলিপি মুদ্রিত হইবে এবং উপরকার অংশে ছিদ্র থাকিতে করা হয়।

(২) যখন উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ঘটনা সম্পর্কে কোন থানায় জানানো হয়, যেখানে কোন গ্রাহ্য মামলা নিবন্ধীকৃত হয় নাই, সেক্ষেত্রে এই ফর্মে (বাংলাদেশ ফরম নং ৪০৩(ছ), বি. পি. ফরম নং ৩৪) সাধারণ ডায়েরিসহ একটি এন্ট্রি করা হইবে এবং তদন্তটি হস্তান্তর করিয়া লইতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ট্রাফিক কর্মকর্তাদেরকে ওয়্যারলেস বা টেলিফোন মারফত অবহিত করা হইবে।

(৩) ট্রাফিক দুর্ঘটনা সম্পর্কিত সকল মামলায় থানায় উপস্থিত সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তের প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ গৃহীত হইবে এবং ট্রাফিক পুলিশের তদন্ত কারী কর্মকর্তা এই ফরমে কৃত এন্ট্রির সহিত তাহার তদন্তের মূল প্রতিবেদনটি পরবর্তী পূর্বাহ্নে ট্রাফিক বিভাগের তদন্ত শাখায় সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরিত হইবে।

(৪) গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুতর মামলাসমূহের ক্ষেত্রে, দ্রুততম উপায়ে ট্রাফিক পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তাবৃন্দকে অবহিত করানো হইবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে পুলিশ কমিশনারকে অবগত করা হইবে এবং সর্বোপরি, তদন্তের ফলাফলসহ মামলার একটি সারবিবরণ ট্রাফিক পুলিশ (তদন্ত শাখা) এর সহকারী পুলিশ কমিশনার কর্তৃক পরবর্তী পূর্বাহ্নে পুলিশ কমিশনারের নিকট তাহার উপ-পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে প্রেরিত হইবে।

(৫) তদন্ত সম্পূর্ণ হইলে, ট্রাফিক বিভাগের (তদন্ত শাখা) সহকারী পুলিশ কমিশনার গুরুতর বা গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের কাগজপত্র তাহার মন্তব্যাদিসহ নির্দেশাবলীর নিমিত্তে ট্রাফিক বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং যদি উপ-পুলিশ কমিশনার মামলা করিতে আদেশ করেন, তবে একটি মামলা শুরু হইবে।

(৬) প্রথম প্রতিবেদনটি প্রথম তথ্য হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং ফরমটি মূল এন্ট্রির সহিত মামলার ডায়েরির সহিত নথিভুক্ত হইবে এবং যদি অপর পক্ষে, উপ-পুলিশ কমিশনার বিবেচনা করেন যে, তদন্তটি মোটরযান সংক্রান্ত আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালা বা অন্যান্য ছোটখাট আইনের অধীনে কোন অপরাধ উন্মোচিত করে; তখন এই ফরম বি. পি. ফরম নং ৩৫ এ একটি প্রতিবেদনের সহিত তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রধান মহানগর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশকৃত হইবে।

(৭) যে মামলার ক্ষেত্রে কোন অভিযোগ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয় না, সে ক্ষেত্রে ফর্মের ছিদ্রকৃত প্রতিলিপিটি উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক থানায় ফিরাইয়া লওয়া হইবে এবং প্রতিপত্রের সহিত নথিভুক্ত হইবে এবং যে মামলার ক্ষেত্রে অভিযোগ করিতে আদেশ করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে ফরমটি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত স্মারকপত্রের সহিত একত্রে উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট পেশ করা হইবে এবং তিনি পাঠের পর প্রয়োজন হইলে আদেশ জারি করিবেন এবং চূড়ান্ত স্মারকপত্র থানার কপির সহিত ফিরাইয়া লইবেন।

১৯৬। **কোর্ট পেন্ডিং কেস রেজিস্টার।**—(১) নির্ধারিত ফরমে একটি হাতে লেখা কোর্ট পেন্ডিং কেস রেজিস্টার প্রত্যেক থানায় অগ্রায়ন ডায়রির ফরমে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

(২) চালান পেশের তারিখে মামলাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং আদালত হইতে শুনানীর তারিখ ও পরবর্তী মুলতবির তারিখ প্রাপ্তির পর, মামলাসমূহ এই সকল ভিন্ন ভিন্ন তারিখের নিম্নে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩) কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব হইবে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় রেজিস্টার দেখিয়া পরবর্তী দিন যে সকল মামলা আসিবে তাহা নোট করা এবং তাহারা সেই অনুযায়ী সময়মত আদালতে যাইবার জন্য থানা ত্যাগ করিবে এবং রেজিস্টারে ও সাধারণ ডায়েরীতেও উহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাধারণ পরিদর্শনের জন্য এবং জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট ব্যর্থতার রিপোর্ট করিবার জন্য দায়ী হইবেন।

(৫) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রত্যেকদিন ডায়েরি পেশ করা হইবে এবং তিনি উহাতে অনুস্বাক্ষর করিবেন।

১৯৭। **থানার অধিক্ষেত্রের মধ্যে বসবাসকারী বা যোগাযোগ রক্ষাকারী ফেরারী ও পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামীর রেজিস্টার।**—(১) বি. পি ফরম নং ৬৬ অনুসারে রক্ষিত রেজিস্টারটি দুই অংশে ভাগ করিতে হইতে হইবে।

(২) অংশ ১ এ সেই সকল পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামী ও ফেরারী অপরাধীদের নাম অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাদের প্রকৃত বাসস্থান যে থানায় রেজিস্টারটি রক্ষিত তাহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে, তাহারা যেখানেই অপরাধ সংঘটন করুক না কেন।

(৩) উপ-পুলিশ কমিশনারের রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট থানার জন্য প্রস্তুতকৃত এন্ট্রিসমূহের সহিত অবশ্যই মিল থাকিতে হইবে যাহার সহিত বৎসরে একবার তুলনা করা হইবে এবং উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসেও বি. পি. ফরম নং ২১০ এ একটি রেজিস্টার দুইটি অংশে বিভক্ত করিয়া রক্ষিত হইবে।

(২) অংশ ২ এ নিম্নরূপ পলাতক সাজাপ্রাপ্ত আসামী ও ফেরারী অপরাধীর নাম থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) যাহারা থানার অধিক্ষেত্রের মধ্যে অপরাধ সংঘটন করিয়াছে কিন্তু যাহাদের বাসস্থান হয় অজ্ঞাত না হয় অন্য কোন থানার অধিক্ষেত্রে;

(খ) অপরাধ সংঘটনের অবস্থান নির্বিশেষে, যাহাদের আত্মীয়-স্বজন অথবা সহযোগীরা উক্ত থানার অধিক্ষেত্রে বসাবাস করে;

(গ) যেক্ষেত্রে ফেরারী আসামী রেলওয়ে অথবা হাইওয়ের আওতায় অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত, সেইক্ষেত্রে রেলওয়ে বা হাইওয়ে পুলিশের সুপারিন্টেনডেন্ট ফেরারী আসামী যে এলাকায় স্থায়ী বা অস্থায়ী হিসাবে বসবাস করে অথবা তাহার আত্মীয়-স্বজন বা সহযোগী রহিয়াছে সেই এলাকার উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট তাহাদের নামের তালিকা প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) উপ-পুলিশ কমিশনার তাহার অফিসে রক্ষিত রেজিস্টারে এবং সংশ্লিষ্ট থানার রেজিস্টারে তাহাদের সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করাইবেন।

(৩) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ফেরারী অপরাধী হিসাবে বিবেচিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) আমলযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, যাহাদের বিরুদ্ধে শুনানী করিবার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ রহিয়াছে এবং যাহারা পুলিশী তদন্ত সমাপ্তির পর চার্জ-সিট দাখিলের সময় মুক্ত রহিয়াছে, এবং সাজাপ্রাপ্ত ফেরারী আসামী;

(খ) পুলিশ কাস্টটি অথবা জেল হাজত হইতে পালাইয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গ;

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, যাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৮৭ এর অধীন ইস্তাহার জারি করা হইয়াছে;

(ঘ) যাহারা আমলযোগ্য অপরাধ অথবা ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ৮ এর অধীন মামলাসমূহে জামিনে রহিয়াছে এবং তাহাদের জামিনদারের মাধ্যমে হাজির হইতে বলা হইলেও, হাজির হইতে ব্যর্থ হইয়াছে।

(৪) উপ-পুলিশ কমিশনারের লিখিত আদেশ ব্যতীত রেজিস্টারে কোন এন্ট্রি করা যাইবে না এবং যতশীঘ্র সম্ভব স্টেশনে অফিসার কর্তৃক গ্রহণ করিতে হইবে যখন ইহা উদ্ভূত হয় যে জারিকৃত গ্রেফতারি পরোয়ানা অথবা আমলযোগ্য মামলায় জারি হইতে পারে এমন গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করা যাইবে না অথবা যখনই ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৮৭ এর অধীন জারিকৃত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়।

(৫) রেজিস্টারে নাম রহিয়াছে এইরূপ প্রত্যেক ফেরারী আসামীর সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক অনুসন্ধান ও তদন্ত করিতে হইবে, এবং এইরূপ তদন্তের তারিখ ও ফলাফলের সহিত তদন্তের সময় উপস্থিত ছিলেন এমন দুইজন সম্মানীয় বাসিন্দার নাম উক্ত আসামীর নাম রেজিস্টারের যে পাতায় রহিয়াছে তাহার পিছনে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং পলাতককে খোঁজকারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পলাতককে যে স্থানে পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেখানে অনিয়মিত বিরতিতে আকস্মিক যুগপৎভাবে অভিযান চালাইবার ব্যবস্থাও করিবেন।

(৬) কোন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী অথবা ফেরারী অপরাধী ধরা পড়িলে দ্রুত তাহা উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে, যিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিজের রেজিস্টার এবং যে সকল থানার রেজিস্টারে নামের তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহার রেজিস্টারের এন্ট্রি বাতিলের নির্দেশ দিবেন।

(৭) জেল অথবা পুলিশ কাস্টডি হইতে পলায়নকারী কোন অপরাধী গ্রেফতার হইলে তাহাকে, ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স গেজেটে পলায়ন সম্পর্কিত নোটিশসহ একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইবে এবং উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৮৬ এর অধীন অপরাধীকে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারিকারী ম্যাজিস্ট্রেটের জিম্মায় হস্তান্তর করিবার কোন কারণ রহিয়াছে কিনা।

(৮) যদি ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স গেজেট বা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গেজেটে পলায়ন সম্পর্কিত কোন নোটিশ প্রকাশ করা না হয়, তাহা হইলে কোর্ট অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মুলতবির জন্য আবেদন করিবেন যাহাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্তের মাধ্যমে ইহা নিরূপণ করিতে পারে যে আদালত হইতে তাহার পুনঃগ্রেফতারের পরোয়ানা লওয়া প্রয়োজন।

(৯) যে পুলিশ কর্মকর্তার প্রতি ইস্তাহার প্রকাশের আদেশ প্রদান করা হয়, তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৮৭ এর বিধানাবলী কঠোরভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা তাহার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তিনি এই মর্মে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিখিত প্রতিবেদন দিবেন যাহাতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে আইনের ঐ ধারা অনুযায়ী ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে।

(১০) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ক্রোকের আদেশ প্রাপ্তির পর উক্ত ক্রোকাদেশ কার্যকর করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং আদেশ জারিকারী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বি. পি ফরম নং ৬৭ তে একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(১১) ক্রোক করিবার সময় প্রস্তুতকৃত তালিকা ব্যবহার করিতে হইবে এবং যদি দেখা যায় যে তালিকায় প্রদর্শিত অভিযুক্তের কোন সম্পত্তি পাওয়া যাচ্ছে না তাহা হইলে উক্ত ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ধারা ২০৬ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৯৮। **অপরাধের পরিসংখ্যান রেজিস্টার।**—(১) তদন্তকারী কর্মকর্তার ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক থানায় বি. পি ফরম নং ৭০ এ অর্ধ বাৎসরিক একটি খতিয়ান রেজিস্টার রাখিতে হইবে যাহাতে অপরাধের ঘটনা এবং পুলিশ ও আদালত কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার উল্লেখ থাকিবে এবং প্রত্যেক অর্ধ বৎসরান্তে উহা উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(২) বিবৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) অর্ধ বৎসরের মধ্যে কোন মামলা অব্যাহত থাকা পর্যন্ত ৩ হইতে ১০ এবং ১২ হইতে ১৯ পর্যন্ত কলামে পেন্সিল দ্বারা এন্ট্রিসমূহ লিখিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে আবশ্যক হইলে সহজে এন্ট্রিসমূহ মুছিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যায় ;

(খ) জানুয়ারী ও জুলাই মাসের ১ তারিখে অর্ধ বৎসরের পরিসংখ্যান থানার স্টাফদের দ্বারা একটি লুজ সীটে কপি করিতে হইবে এবং জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট অগ্রায়ন করিতে হইবে ;

(গ) প্রত্যেক জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনার থানার ফরমসমূহ হইতে তাহার জোনের জন্য একই রকম ফরমে থানাভিত্তিক একটি সামগ্রিক পরিসংখ্যানের দুইটি কপি প্রস্তুত করিবেন (তদন্তকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা নহে) এবং একটি কপি থানার ফরমের সহিত একসঙ্গে রেকর্ড করিবার জন্য উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসে পেশ করিবেন এবং একইভাবে উপ-পুলিশ কমিশনার তাহার বিভাগের জন্য থানা ভিত্তিক না করিয়া জোন ভিত্তিক একটি সামগ্রিক পরিসংখ্যান প্রস্তুত করিবেন ;

(ঘ) উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসে সমগ্র পরিসংখ্যান পরীক্ষার পর থানার কপিসমূহ সরাসরি থানাসমূহে ফেরত পাঠানো হইবে এবং নকল কপি জোনাল উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসে বিভাগীয় টোটালের সহিত নথিভুক্ত করিতে হইবে ;

(ঙ) পরবর্তী অর্ধ বৎসর সমাপ্তির পর, সদ্য সমাপ্ত অর্ধ বৎসরের রিটার্ন পেশ করিতে হইবে এবং পূর্ববর্তী চার অর্ধ বৎসরের রিটার্নসমূহ দফা (ক) তে উল্লিখিত পেন্সিলে লেখা এন্ট্রিসমূহের হালনাগাদ সংশোধিত কপির সহিত পেশ করিতে হইবে এবং এই সকল রিটার্নসমূহ হইতে জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনার ও উপ-পুলিশ কমিশনারগণ তাহাদের মোট রিটার্নসমূহ হালনাগাদ করিবেন এবং পূর্ববর্তী অর্ধ বাৎসরিক রিটার্ন সমূহের পুনঃপেশ অব্যাহত থাকিবে যতদিন না সকল মামলাসমূহ সম্পূর্ণভাবে নিস্পত্তি হয় এবং চূড়ান্তভাবে কাটিয়া দেওয়া যায়।

(৩) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা, পুলিশ কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ফরম প্রস্তুতের নির্দেশ প্রদান করিবেন না ।

১৯৯। **পরিদর্শন রেজিস্টার**—(১) বি. পি. ফরম নং ২০৭ (বিডি ফরম নং ৫৩০৮) এ প্রত্যেক থানা ও ফাঁড়ির অফিসে (জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনারের অফিসসহ) একটি পরিদর্শন রেজিস্টার রাখিতে হইবে।

(২) উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিস সম্পর্কে পুলিশ কমিশনার ও অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনারের বাৎসরিক পরিদর্শন মন্তব্য এবং উহার রিভিউ মন্তব্যসমূহের তিনটি কপি উপ-পুলিশ কমিশনারের প্রতি জারি করা হইবে।

(৩) মূল কপি ফেরৎ পাঠাইতে হইবে, একটি কপি পরিদর্শনকৃত অফিসের পরিদর্শন রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হইবে এবং তৃতীয় কপি উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসে নথিভুক্ত করা হইবে এবং তিনটি কপির সবগুলিতে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে কথাটি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) থানা বা অধীনস্থ ফাঁড়ীর পরিদর্শন রেজিস্টারে মাননীয় মন্ত্রীবর্গ অথবা উপ-পুলিশ কমিশনার ব্যতীত অন্য কোন কর্মকর্তা অথবা তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তার মন্তব্যের কপিসমূহ সম্পূর্ণভাবে উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যিনি, গুরুত্ব অনুযায়ী, হাফ মার্জিন অনুলিপিসহ কপিসমূহ পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) উপ-পুলিশ কমিশনার অথবা তাহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত পরিদর্শন মন্তব্যের কপিসমূহ সম্পূর্ণটুকু উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে না, কেবল পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা যে অংশটুকু প্রেরণের নির্দেশ দেন তাহাই প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) কপিসমূহ প্রতিলিপিসহ ও হাফ মার্জিন প্রেরণ করিতে হইবে এবং উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসে গ্রহণ করিবার পর স্টেনোগ্রাফারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, যিনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মূল কপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা সহকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন এবং প্রতিলিপির উপর মূল কপির গতিবিধি লিখিয়া রাখিবেন এবং তিনি কোন অতিরিক্ত বিলম্বের বিষয় উপ-পুলিশ কমিশনারের নজরে আনিবেন এবং সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পর, চূড়ান্ত আদেশের জন্য নথিটি উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন।

(৭) পরিদর্শন কর্মকর্তার সেনিটারী ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোন মন্তব্যের অংশ পুলিশ কমিশনারের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণের জন্য উপ-পুলিশ কমিশনার (সদর দপ্তর) এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৮) পরিদর্শন সংক্ষিপ্ত হইলেও, পরিদর্শন কর্মকর্তার রিপোর্ট পরিদর্শন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

২০০। **অস্ত্র বহন, অস্ত্র অধিকারে রাখিবার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও অস্ত্র আইন হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রেজিস্টার**।—(১) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক থানাসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে Arms Act. 1878 (Act. XI of 1878) এর প্রয়োগ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা সরবরাহ করিতে হইবে যাহাতে তাহারা নিরূপণ করিতে পারেন যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি উক্ত আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অথবা অব্যাহতিপ্রাপ্ত নহেন।

(২) অস্ত্র বহন বা রাখিবার জন্য যে সকল ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে বি. পি ফরম নং ৭৩ এ প্রত্যেক থানায় তাহাদের একটি তালিকা রাখিতে হইবে এবং তালিকায় তাহাদের নাম ওয়ার্ড ভিত্তিক এবং বিটভিত্তিক সাজাইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক বৎসর লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকায় যে সংযোজন ও পরিবর্তন করা হইবে তাহা অবিলম্বে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন এবং লাইসেন্স নবায়ন সমাপ্তির পর পরই বৎসরের শেষে অনবায়নকৃত লাইসেন্সের তালিকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) তালিকায় সংযোজন বা সংযোজনের নোটিশ লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক থানায় প্রেরণের ব্যাপারে কোন ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য এবং এই ধরনের তথ্য থানায় পাইবার পর তাহা রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত না করিবার সম্ভাবনা দূর করিবার জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক বৎসর উক্ত তালিকায় হালনাগাদ কপি প্রত্যেক থানায় পাঠিয়ে দিবেন এবং থানা কর্তৃপক্ষ তাহাদের রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া উক্ত তালিকা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরৎ পাঠাইবে।

(৩) প্রত্যেক বৎসর নভেম্বর মাসে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট নিম্নরূপ বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন, যথা ঃ—

(ক) কোন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে কিনা ; এবং

(খ) কোন লাইসেন্স নবায়নে কোন আপত্তি আছে কিনা ; কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপযুক্ততার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন নাই, তবে কোন লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে আপত্তি থাকিলে আপত্তির কারণ উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) উপ-পুলিশ কমিশনার তাহার মন্তব্যসহ ঐ সকল রিপোর্ট নির্দেশের জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইবেন এবং কোন লাইসেন্স বাতিল করা হইলে, উক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নোটিশ পাইবার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে নিকটবর্তী থানায় তাহার অস্ত্র, গুলি ও লাইসেন্স জমা করিবার জন্য আহবান করিতে হইবে।

২০১। **হৈ চৈ নোটিশ জারি**।—(১) চুরি যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধার করা না গেলে অবিলম্বে গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রচার ও মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যের ও বাহিরের পার্শ্ববর্তী থানার কর্মচারীদের সহযোগীতার প্রয়োজন হইয়া পড়িলে, বি. পি ফরম নং ২৮ এ নিম্নোক্ত শ্রেণীর মামলাসমূহের ক্ষেত্রে হৈ চৈ নোটিশ জারি করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) পেশাগত মাদক পাচারকারীদের ক্ষেত্রে ;

(খ) ডাকাতি এবং সব সংঘবদ্ধ অপরাধ যাহাতে ভ্রাম্যমান দল, অথবা অন্য এলাকার বাসিন্দাদের জড়িত থাকিবার ব্যাপারে জ্ঞাত হওয়া বা সন্দেহ হইবার ক্ষেত্রে ;

(গ) আইনানুগ হেফাজত হইতে বন্দিদের পলায়নের ক্ষেত্রে ;

(ঘ) পেশাগত অপরাধীদের দ্বারা প্রতারণার ক্ষেত্রে ;

(ঙ) বিশেষ কার্যপদ্ধতি (modus operandi) অবলম্বনকারী গ্যাঙ্গের সদস্যগণ কর্তৃক পুলিশের তদারক উপেক্ষা করা ; এবং

(চ) গুরুত্বপূর্ণ মামলা, যাহাতে অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধী পালিয়ে গেছে অথবা সনাক্তকরণযোগ্য প্রচুর মূল্যমানের সম্পত্তি চুরি যাইবার ক্ষেত্রে।

(২) হৈ চৈ নোটিশ সাধারণতঃ ডাকযোগে বা, প্রয়োজনে, বেতার যোগে প্রেরণ করিতে হইবে, যদি না ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কিছু বিশেষ কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণের নিকট অবিলম্বে খবর প্রেরণ করা না হইলে দুস্কৃতিকারীদের খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না বা চুরি যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধার করা যাইবে না, এইরূপ ক্ষেত্রে হৈ চৈ নোটিশের বিষয়বস্তু উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে বিশেষ পুলিশ ওয়ারলেস অথবা বিশেষ বাহকের মাধ্যমে, যাহা দ্রুততম হইবে, প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) নগরীর সকল থানায় পার্শ্ববর্তী জেলা, রেলওয়ে ও হাইওয়ে থানা এবং উহাদের গাড়িসমূহের দূরত্ব উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা রাখিতে হইবে।

(৪) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যিনি এফআইআর রচনা করেন তিনি হৈ চৈ নোটিশ প্রণয়ন করিয়া এক কপি যতদ্রুত সম্ভব কেসের প্রাথমিক তথ্য বিবরণীসহ উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরন করিবেন এবং অন্য আর কোন কর্মকর্তার নিকট হৈ চৈ নোটিশ প্রেরণ করা উচিত কি না তাহা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহার নিজস্ব বিবেচনায় স্থির করিবেন।

(৫) কোন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হৈ চৈ নোটিশ প্রাপ্তির পর লাল কালিতে তাহা চিঠি প্রাপ্তির রেজিস্টারে এবং সাধারণ ডায়েরীতেও উঠাইবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং হৈ চৈ নোটিশে উল্লিখিত যে সকল বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে তদন্ত করিবেন এবং সংক্ষিপ্ত সম্পূরক কেস ডায়রিতে উহার ফলাফল জানাইবেন এবং সকল ক্ষেত্রে নোটিশের বিষয়বস্তু তাহার অধঃস্তন কর্মকর্তা ও কনস্টেবলদের অবহিত করিবেন।

(৬) গৃহীত সকল পদক্ষেপ প্রত্যেকটি নোটিশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে এবং নম্বর প্রদানপূর্বক নথিভুক্ত করিতে হইবে এবং সফলভাবে অপরাধীদের সনাক্তকরণ ও চুরি যাওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য পুরস্কার এবং ব্যর্থতার জন্য তিরস্কার করিবেন।

২০২। **রাজস্বাক্ষীদের তালিকা**।—(১) স্টেশন অফিসার তাহার এলাকায় বসবাসকারী রাজ সাক্ষীদের বৃত্তান্তপত্রসহ (with history sheet) তাহাদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবেন এবং তাহাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহাদের আচরণ ও জীবন যাপনের ধারা সম্পর্কে তদন্ত করিয়া উহার ফলাফল বৃত্তান্তপত্রে নোট করিবেন এবং বৎসরান্তে স্টেশন অফিসার প্রত্যেক রাজসাক্ষী সম্পর্কিত উক্ত নোটসমূহের সার-সংক্ষেপ উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন।

(২) উপ-পুলিশ কমিমনার তাহার বিভাগের রাজসাক্ষীগণের রেকর্ড এইরূপ ফরমে রাখিবেন যেন স্টেশন অফিসারদের প্রেরিত বাৎসরিক প্রতিবেদন উহার সহিত সংযুক্ত করা যায় এবং তিনি যখন থানা পরিদর্শনে যাইবেন তখন তিনি তাহার রেজিস্টার সঙ্গে লইয়া যাইবেন এবং লক্ষ্য রাখিবেন যে কোন বিষয়ে অবহেলা না করা হয়।

২০৩। **অসচ্চরিত্রের লোকদের তালিকা 'ক'**।—(১) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন তথ্য পাইবার পর অবিলম্বে অসচ্চরিত্রের লোকদের তালিকা 'ক' বিপি পরম নং ৫৯ (বিডি ফরম নং ৫৩৭৬) পূরণ করিয়া এইরূপ অসচ্চরিত্রের লোকের অভ্যাস ও আচরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তাহা হাতে হাতে বা ডাকযোগে হউক সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত দ্রুততম মাধ্যমে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পাঠাইবেন যে থানার এলাকায় অসচ্চরিত্রের লোকটি গিয়াছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে বা সন্দেহ করা হইয়াছে এবং নিরীক্ষণে আছে এমন ব্যক্তি রেল বা স্টীমারে গিয়াছে বলিয়া অনুমিত না হইলে নির্দিষ্ট থানার পথে অন্য কোন থানা থাকিলে সে থানাকেও উক্ত বিষয় অবহিত করিতে হইবে।

(২) অসচ্চরিত্র লোকের গন্তব্যস্থল জানা না থাকিলে উক্ত তালিকার একটি কপি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ভিতর বা বাহিরের সকল থানায় প্রেরণ করিতে হইবে যেখানে উক্ত ব্যক্তির যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং নিরীক্ষণে রহিয়াছে এমন ব্যক্তি যদি রেলওয়ের অপরাদের সহিত জড়িত থাকে তাহা হইলে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে কমলাপুর রেল স্টেশনের রেলওয়ে থানায় সংবাদ দিতে হইবে।

(৩) নিরীক্ষণে রহিয়াছে এমন ব্যক্তি যদি কোন দাগী অপরাধী চক্রের সদস্য হয়, তাহা হইলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপরি-উক্ত ব্যবস্থা ছাড়াও তাহার থানাধীন বসবাস করুক বা অন্য থানা এলাকায় বসবাস করুক, নিরীক্ষণাধীন ব্যক্তি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত উক্ত দাগী অপরাধীচক্রের অন্যান্য সদস্যদের নজরে রাখিবার জন্য অনতিবিলম্বে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) কোন পুলিশ কর্মকর্তা তালিকা প্রাপ্তির পর অসচ্চরিত্রের লোকটি তাহার এলাকায় আসিয়াছে কি না তাহা নিরূপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং অসচ্চরিত্রের লোকটিকে পাওয়া গেলে পুলিশ কর্মকর্তা তাহার আগমনের তারিখ ও সময়, যাহার সহিত তিনি বসবাস করিতেছে তাহার নাম এবং সে যদি অন্য কাহারো সহিত মেলামেশা করে তাহার নামও লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি তাহার ব্যাপারে এমন কার্য-ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যেমনটি তিনি তাহার এলাকায় কোন অসচ্চরিত্রের লোকের ক্ষেত্রে করেন এবং তালিকা প্রাপ্তির তারিখ হইতে সাত দিন অতিক্রান্ত হইবার পর তাহাকে পাওয়া না গেলে তালিকাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত তালিকার পিছনে এ সম্পর্কিত তাহার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা জারীকারী থানায় ফেরত পাঠাইবেন।

(৫) অসচ্চরিত্রের লোকটি যখন ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ভিতরে বা বাহিরে তাহার নিজের বাড়ি বা অন্য কোন স্থানে যাইবার জন্য থানার এলাকা ত্যাগ করে, তখন উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তি যে থানায় গিয়াছে সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তালিকাটির অপর পৃষ্ঠায় উক্ত ব্যক্তি তাহার থানায় বসবাসের সময় সংগৃহীত সকল গতিবিধি উল্লেখ করিয়া প্রেরণ করিবেন এবং নির্দিষ্ট থানার পথে অন্য কোন থানা থাকিলে সে থানাকেও এ সম্পর্কে অবহিত করিবেন, যদি না ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি রেলপথে বা স্টীমারে যাইবে এবং অসচ্চরিত্রের লোকটি যদি তাহার নাম যে থানায় তালিকাভুক্ত রহিযাছে সেই থানা ব্যতীত অন্য থানায় যায়, তাহা হইলে পরবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে।

২০৪। **অসচ্চরিত্রের লোকের তালিকা 'খ'**।—(১) কোন থানার এলাকায় সন্দেহজন লোক আসিয়াছে এমন তথ্য পাইবার পর উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে উক্ত লোকটি যে এলাকায় বাস করে সেই এলাকার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অসচ্চরিত্রের লোকের তালিকা 'খ' বি. পি ফরম নং ৬০ (বিডি ফরম নং ৫৩৭৬) সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা এবং উক্ত তালিকা প্রাপ্তি স্বীকারের পূর্বেই যদি লোকটি উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোন থানা এলাকায় যায়, তাহা হইলে তালিকার একটি কপি উক্ত থানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তালিকা প্রাপ্তির পর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য, যদি সে উক্ত থানার অধিবাসী হয়, অবিলম্বে পাঠাইয়া দিবেন এবং লোকটি উক্ত থানার অধিবাসী না হইলে, সে সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করিয়া তালিকাটি ফেরত পাঠাইতে হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত তালিকা জারিকারী কর্মকর্তা উক্তলোকের পরিচিতি উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ উল্লিখিত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৯ বা ১১০ এর অধীন মামলা দায়ের করিবেন নাকি উক্ত লোকটির গতিবিধি নজরে রাখিবেন এবং অসচ্চরিত্রের লোকদের তালিকা 'ক' এবং'খ' যে কর্মকর্তা জারি করিবেন সেই কর্মকর্তার নিকট ফেরৎ আসিলে তাহা তালিকা বহির মুড়িতে লাগাইয়া রাখিতে হইবে এবং ৩ (তিন) বৎসর পর সেগুলি বিনষ্ট করিতে হইবে।

২০৫। **দায়িত্বের দৈনিন্দন তালিকা**।—(১) বিপি ফরম নং ৬১ তে প্রত্যেক দিনের দায়িত্বের একটি নিয়মিত রোস্টার রাখিতে হইবে এবং এই রোস্টারে কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যদের প্রতিদিনের দায়িত্ব উল্লেখ থাকিবে।

(২) প্রত্যেক কর্মকর্তা ও পুলিশ সদস্যকে যথাযথ ক্রমানুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করা হইবে যেমন গার্ড, পেট্রোল, ইত্যাদি এবং কাজের সময় বন্টন বজায় রাখিতে হইবে এবং কোন পক্ষপাতিত্ব করা যাইবে না।

(৩) জোনাল সহকারী পুলিশ কমিশনার থানা পরিদর্শনকালে রোস্টার বিষয়ক রেজিস্টারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন।

২০৬। **থানার নগদ হিসাব।**—(১) প্রত্যেক থানায় বিপি ফরম নং ৮৫ তে (বিডি ফরম নং ৫৩৮১) দুই প্রস্থ নগদ হিসাব রাখিতে হইবে এবং থানায় গৃহীত সকল অর্থ অর্থাৎ, পুলিশ কমিশনার অফিস হইতে প্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতন, মাল ক্রোকের পরোয়ানা হইতে আদায়কৃত অর্থ, উদ্ধারকৃত চুরি যাওয়া টাকা, বিবিধ দ্রব্য বিক্রয়ের লভ্যাংশ (Proceeds) এবং অন্য যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ নগদ হিসাব রেজিস্টার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অথবা তিনি দায়িত্ব পালনের সময় থানায় অনুপস্থিত থাকিলে, সাময়িকভাবে দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা কর্তৃক হিসাব সংক্রান্ত রেজিস্টার এন্ট্রি করা হইবে, তবে কোন টাকা জমা বাদ পড়িবার জন্য এবং হিসাবের সঠিকতার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়ী থাকিবেন।

(৩) অপ্রয়োজনীয়ভাবে নগদ টাকা হাতে রাখা যাইবে না যদি দুই মাসের অধিক কোন টাকা হাতে রাখা হয়, তাহা হইলে পুলিশ কমিশনার অফিসে মাসিক নগদ হিসাব দাখিলের সময় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিস্তারিতভাবে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিবেন।

(৪) একাধিক ব্যক্তিকে বেতন ভাতা পরিশোধ করা হইলে, পরিশোধিত বেতন ভাতার হিসাব পৃথক পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে না এবং এই খাতের মোট প্রদেয় অর্থ বা খরচপত্র (disbursement) দিন শেষে একটি এন্ট্রিতে দেখাইতে হইবে এবং ফরমের শেষ কলামে বেতন বহির সংশ্লিষ্টের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক দিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা খরচের হিসাব নিকাশ করিতে হইবে এবং নগদ হিসাবে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(৬) যে ব্যক্তি বা অফিস হইতে থানায় টাকা আসিয়াছে সেই ব্যক্তি বা অফিসকে বিডি ফরম নং ৩৯ এ একটি রসিদ দেওয়া হইবে।

(৭) থানা হইতে পাঠানো সকল টকার জন্য ছাপানো ফরমে নিয়মিত রসিদ সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৮) সকল রসিদ ভাউচারে মাস হিসাব নম্বর প্রদান করিতে হইবে এবং তারিখ মোতাবেক মাসিক বান্ডেল রাখিতে হইবে এবং নগদ হিসাবে প্রত্যেক প্রদত্ত অর্থের বরাবরে তারিখসহ মাসিক ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

(৯) রসিদ চেক ও ভাউচার তিন বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১০) দাবীহীন ক্রোকের ফলে আদায়কৃত মালপত্র, চুরি যাওয়া ও উদ্ধারকৃত মালামাল, নগদ অর্থ, বিচারাধীন কয়েদীর কাছে প্রাপ্ত অর্থ কোর্ট পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উইল বিহীন অর্থ (intestate money) মেট্রোপলিটন দায়রা জজের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(১১) মাসের শেষে সমস্ত মাসে ব্যবহৃত মূল ফরম ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোর্ট কর্মকর্তার মাধ্যমে পুলিশ কমিশনারের অফিসে পাঠাইবেন এবং মূল ফরমের নকল কপি থানায় রাখিয়া দিবেন।

(১২) থানায় নিয়মিত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজের সুবিধার জন্য প্রয়োজনবোধে জেনারেল ডায়েরিতে লিখিত নির্দেশ, ধারা সাব-ইন্সপেক্টরের নামে নগদ হিসাব রক্ষণ, অর্থ ব্যয় অথবা চেকে স্বাক্ষর করিবার ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে পারিবেন, তবে যাহাই হউক, প্রকৃত নগদ অর্থ, এবং নগদ হিসাব রেজিস্টারের এন্ট্রিসমূহে স্বাক্ষর করিবার দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর থাকিবে।

২০৭। **স্থায়ী অগ্রিম রেজিস্টার**।—(১) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার থানাসমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে জরুরী প্রয়োজনে আকস্মিক ব্যয় নির্বাহের জন্য, তাহাদের ব্যবস্থাপনায় "স্থায়ী অগ্রিম" নামে একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ রাখিতে হইবে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি নির্ধারিত ফরমে এই তহবিলের হিসাব রক্ষণের দায়িত্বে থাকিবেন।

(২) স্থায়ী অগ্রিম হইতে কেবল আকস্মিক ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৩) স্থায়ী অগ্রিম ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার জিম্মায় থাকিবে যিনি ব্যক্তিগতভাবে ইহার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তিনি নিজেই ব্যয় পরিশোধ করিবেন এবং তাহার ব্যক্তিগত তদারকি ও দায়িত্বে রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৪) থানার দায়িত্ব হস্তান্তর করা হইলে দায়িত্ব গ্রহণকারী কর্মকর্তা (relieving officer) এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবেন যে, অব্যবহৃত থাকা পাওনা পরিশোধের সকল ভাউচার সঠিকভাবে রহিয়াছে এবং দায়িত্ব গ্রহণ সিটে ক্যাশ ও ভাউচারের প্রাপ্ত সকল অগ্রিমের প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

২০৮। **ভূমি ও ভবনসমূহের রেকর্ড**।—(১) প্রত্যেক থানায় উক্ত থানার সহিত সংশ্লিষ্ট ভূমি ও ভবনসমূহের রেকর্ড রাখিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভূমি ও ভবনসমূহের রেজিস্টার হইতে বি পি ফরম নং ২৩৯ এ উপ-পুলিশ কমিশনারের নিকট রক্ষিত একটি উদ্ধৃতাংশ প্রত্যেক বৎসর মেরামতের জন্য ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে যাহাতে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা বার্ষিক মেরামতের জন্য প্রাক্কলন পরীক্ষা করিতে পারেন।

(খ) সীমানা এবং সীমানা পিলারসহ অধিকারে থাকা সকল ভূমির সঠিক সাইট প্লান এবং ইহা অবশ্যই উপ-পুলিশ কমিশনারের অফিসে রক্ষিত সঠিক ও প্রত্যায়িত প্লানের প্রতিচ্ছবি হইবে।

পরিশিষ্ট-১

(বিধি ৩ দ্রষ্টব্য)

থানার গঠন, অধিক্ষেত্র, স্থান বা নাম পরিবর্তনের জন্য অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি

১। থানার গঠন, অধিক্ষেত্র, স্থান বা নামফলক পরিবর্তনের সহিত সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত সকল প্রস্তাব পুলিশ কমিশনার কর্তৃক স্বাক্ষর করিয়া বাংলাদেশ পুলিশের মহা-পুলিশ পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪(১) এর অধীন নূতন থানা ঘোষণা করিবার প্রস্তাব ;

(খ) বিদ্যমান থানাসমূহের মধ্যে ওয়ার্ড, গ্রাম ও রোডসমূহ পুনবণ্টন অথবা সিকস্তির পর পুর্নগঠিত ওয়ার্ড, গ্রাম ও রাস্তাসমূহ কোন থানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব ;

(গ) থানার স্থান বা নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব ; যেহেতু কোন থানার সীমানা পুনবণ্টনের সহিত ভূমিরাজস্ব, ইত্যাদি আদায়ের প্রশ্ন জড়িত সেহেতু প্রস্তাবটি ঢাকা জেলার জেলা প্রশাসক ও ঢাকা বিভাগের কমিশনারের বিবেচনাপ্রসূত মতামতের জন্য তাহাদের মাধ্যম হইয়া প্রস্তাবটি প্রেরণ করিতে হইবে।

(ঘ) এইরূপ প্রস্তাব দফা (ক) এর ক্ষেত্রে ফরম 'ক' দফা (খ) এর ক্ষেত্রে ফরম 'খ' দফা (গ) এর ক্ষেত্রে ফরম 'গ' এ একটি খসড়া প্রজ্ঞাপনের সহিত পেশ করিতে হইবে এবং সকল ক্ষেত্রে নূতন ও পুরাতন সীমানা, থানাসমূহের বর্তমান ও প্রস্তাবিত স্থানের সহিত স্থানান্তরিত ওয়ার্ড, রাস্তা ও গ্রাম সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিয়া সাধারণ অধিক্ষেত্রের মানচিত্রের ট্রেসিং কপি প্রস্তাবের সহিত পেশ করিতে হইবে ; মহা-পুলিশ পরিদর্শক নিরীক্ষিত প্রস্তাব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জে, এল, নম্বর, ইত্যাদি পরিবর্তন সম্পর্কে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের মতামত গ্রহণ করিবে এবং প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞাপন জারি করিবে।

২। কোন ইউনিয়ন পরিষদের অধিক্ষেত্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, পুলিশ কমিশনার মহা-পুলিশ পরিদর্শকের নিকট প্রস্তাব অগ্রায়নের পূর্বে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ লক্ষ্য করিবেন, যথা ঃ—

(ক) বিবেচ্য সময়ে কোন নির্বাচনী কার্যক্রম মূলতবী রহিয়াছে কিনা অথবা সম্প্রতি ঐ এলাকায় নির্বাচন আরম্ভ হইবে কিনা এবং যদি হয়, তাহা হইলে তিনি মনে করেন কিনা যে থানার অধিক্ষেত্র, পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে নির্বাচন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা।

(খ) নির্বাচন স্থগিত হইতে পারে কিনা এবং যদি না হয়, তাহা হইলে ঐ বিশেষ সময়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তন কার্যকর হইলে কোন মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা।

৩। ফরম 'ক' ও 'খ' এর তফসিলসমূহ সাধারণ অধিক্ষেত্র তালিকা হইতে প্রস্তুত করা হইবে এবং ওয়ার্ড গ্রামসমূহ ঐ সকল তালিকা অনুসারে ক্রমানুযায়ী সাজাইতে হইবে ; যখন এইরূপ তালিকা না থাকে অথবা যে এলাকায় কোন মানচিত্রে ওয়ার্ড বা গ্রামগুলিকে পৃথকভাবে দেখানো না হয়, তখন সাম্প্রতিক কালের তালিকা ও মানচিত্র অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে ; সাধারণতঃ ওয়ার্ড বা গ্রামের নাম অথবা এলাকার আকার বা সীমানা থানায় অন্তর্ভুক্ত করাই বাঞ্ছনীয় এবং ওয়ার্ড বা গ্রামের তালিকা বাদ দিতে হইবে।

৪। সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত পরিবর্তন অনুমোদন এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির পর, সরকার মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বিভাগীয় কমিশনার এবং মহা পরিচালক, ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সেটেলমেন্ট অধিদপ্তর এর নিকট প্রজ্ঞাপনের কপি প্রেরণ করিবে এবং ভূমি রেকর্ড, জরিপ ও সেটেলমেন্ট অধিদপ্তরের মহা পরিচালক—

(ক) পুলিশ অধিক্ষেত্রের পরিবর্তন দেখাইয়া সাধারণ অধিক্ষেত্র তালিকায় সংশোধনী স্লিপ; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বণ্টন তালিকা অনুসারে অধিক্ষেত্রের মানচিত্রের সংশোধন দেখাইয়া নক্সা জারি করিবেন ;

(গ) পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাহাদের নিজস্ব অধিক্ষেত্রের হালনাগাদকৃত মানচিত্র এবং নির্ধারিত ফরম 'গ' এ হালনাগাদকৃত পুলিশ অধিক্ষেত্র তালিকা সংরক্ষণ করিবেন।

৫। থানাসমূহের গঠন, অধিক্ষেত্র, স্থান বা নাম পরিবর্তন অথবা এতদ্‌সম্পর্কিত অন্য কোন পরিবর্তন বিষয়ক প্রজ্ঞাপনের নথি নিম্নবর্ণিত অফিসসমূহে সংরক্ষণ করিতে হইবে ;

(ক) পুলিশ কমিশনার ;

(খ) অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম-কমিশনার এবং উপ-পুলিশ কমিশনার ;

(গ) সহকারী পুলিশ কমিশনার ; এবং

(ঘ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

৬। যেক্ষেত্রে নূতন থানা প্রতিষ্ঠার জন্য অথবা বিদ্যমান থানার স্থান পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে নূতন স্থান ক্রয় ও নূতন ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সম্পর্কে একটি খসড়া প্রাক্কলন হিসাব প্রদান করিতে হইবে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কিভাবে বিদ্যমান স্থান ও ভবনসমূহের নিষ্পত্তি করা হইবে তাহা বর্ণনা করিতে হইবে এবং যখনই অনুমোদিত বাহিনী বৃদ্ধি অথবা পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হইবে তখনই পরিবর্তনের কারণসমূহের সহিত বর্তমান ও প্রস্তাবিত বাহিনী সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। প্রস্তাবিত পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত প্রত্যেকটি থানা সম্পর্কে এবং ইহা ছাড়াও বদলির জন্য প্রস্তাবিত এলাকা বা এলাকাসমূহ সম্পর্কে আলাদাভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর তথ্য প্রদান করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) আয়তন ;

(খ) লোক সংখ্যা ;

(গ) রিপোর্টকৃত আমলযোগ্য মামলার সংখ্যা ;

(ঘ) তদন্তকৃত আমলযোগ্য মামলার সংখ্যা ;

(ঙ) তদন্তকৃত অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলার সংখ্যা ;

(চ) ফৌজদারী কর্যবিধির ধারা ১০৭, ১০৯, ১১০ ও ১৪৫ ধারার অধীন দাখিলকৃত রিপোর্টের সংখ্যা ;

(ছ) রিপোর্ট প্রদানের সময় নিরীক্ষণাধীন অসচ্চরিত্রের লোকের সংখ্যা।

৭। থানার অধিক্ষেত্রের গঠন মূলতঃ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাজের সুবিধা ও অপারেশনাল সহজগম্যতার উপর নির্ভর করিবে।

৮। সেটেলমেন্টের কাজ সম্পন্ন হইবার পর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কমিশনার সেটেলমেন্ট বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নূতন অধিক্ষেত্র তালিকা ও থানার মানচিত্র পরীক্ষা করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে, নূতন সেটেলমেন্টের মাধ্যমে ইউনিট হিসাবে গৃহীত ওয়ার্ড ও গ্রাম সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খসড়া প্রজ্ঞাপন দাখিল করিবেন।

ফরম 'ক'

১। সরকার সন্তুষ্ট হইয়া ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার .....স্থানে একটি তদন্ত কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করিতেছে।

২। ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫নং আইন) এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (৫) ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ধারা ১০৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার.....থানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এলাকা সম্পর্কিত সরকারী গেজেটে প্রকাশিত সকল পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে সরকার সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত তদন্ত কেন্দ্রকে থানা হিসাবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত তফসিলে উল্লিখিত ওয়ার্ড, রাস্তা ও গ্রামসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিবার ঘোষণা প্রদান করিতেছে ঃ

তফসিল

ওয়ার্ড/রাস্তা/গ্রামের নাম	সাধারণ অধিক্ষেত্র তালিকা, থানার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩

ফরম 'খ'

ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ এর ৫নং আইন) এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ধ) এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ধারা ১০৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার.....থানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এলাকা এবং ঐ এলাকার সীমানা সম্পর্কিত সরকারী গেজেটে প্রকাশিত সকল পূর্ববর্তী প্রজ্ঞাপন সংশোধনক্রমে সরকার সন্তুষ্ট হইয়া ঘোষণা করিতেছে যে, নিম্নবর্ণিত তফসিলে উল্লিখিত ওয়ার্ড, রাস্তা ও গ্রামসমূহ যাহা..... থানার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে (যাহা ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার কোন থানায় বর্তমানে অন্তর্ভুক্ত নেই) তাহা..... থানায়, নিম্নে উল্লিখিত নূতন অধিক্ষেত্রের তালিকা নম্বর অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিতে হইবে)

তফসিল

ওয়ার্ড/রাস্তা/গ্রামের নাম	সাধারণ অধিক্ষেত্র তালিকা, থানার সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩

ফরম 'গ'

পুলিশ অধিক্ষেত্রের তালিকা

থানা.....

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।

রাজস্ব থানার অধিক্ষেত্র তালিকা নম্বর	ওয়ার্ড/রাস্তা/ গ্রামসমূহের নাম	আয়তন একরে	ওয়ার্ড/গ্রামের নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো	কলাম-১ এ নম্বর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

ফরম 'ঘ'

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সরকার..... জেলার..... থানা ইহার বর্তমান অবস্থান ..... ওয়ার্ড/গ্রাম, অধিক্ষেত্র তালিকা নং..... হইতে একই থানাধীন..... ওয়ার্ড/গ্রাম, অধিক্ষেত্র তালিকা নং..... এ স্থানান্তরের আদেশ প্রদান করিতেছে এবং নির্দেশ প্রদান করিতেছে যে উক্ত থানায় এখন হইতে উহার পুরাতন নাম..... থানার পরিবর্তে..... থানা হিসাবে পরিচিত হইবে।

ফরম 'ঙ'

আয়তন	জনসংখ্যা					
	মুসলিম	সাধারণ				
		হিন্দু	বৌদ্ধ	খ্রীস্টান	মোট (কলাম ৩, ৪, ৫ এর)	মোট কলাম ২ ও ৬ এর)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

টীকা ঃ যদি সংশ্লিষ্ট এলাকার কিছু অংশ শহর ও কিছু অংশ গ্রাম হয়, তাহা হইলে শহর ও গ্রাম এলাকার জন্য পৃথক সংখ্যা প্রদান করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট–২
[বিধি ৭(৩) দ্রষ্টব্য]

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব–কর্তব্য

১। বিভাগীয় উপ-পুলিশ কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষে, রেজিস্টারসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সাব-ইন্সপেক্টরগণ এবং সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরগণের মধ্যে বন্টন করিবেন এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নির্দেশিতরূপে থানার সকল রেকর্ড এবং রেজিস্টারের প্রকৃত পরিচর্যার দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর বর্তাইবে এবং তিনি বারংবার পরীক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট করিবেন যে, নিম্নপদস্থ ব্যক্তিবর্গ তাহাদের কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করিতেছেন।

২। প্রকাশ্য গুরুত্বসম্পন্ন সকল ব্যাপারে (যেমন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং, ধর্মঘট, দাঙ্গা, রাজনৈতিক বিস্ফোরণ প্রভৃতি) বার্তা সংগ্রহ করিবেন এবং অবিলম্বে তাহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করিবেন।

৩। শান্তি শৃঙ্খলার বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ঘটনাসমূহের দ্রুত প্রতিবিধানের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন।

৪। বিস্তারিত এবং যথাযথ স্থানীয় জ্ঞান, সৎ নাগরিক মন্ডলীর নিরাপদ সহায়তা লাভ করিবেন এবং তাহাদের ও তাহার অধঃস্তন কর্মচারীদের মাধ্যমে অপরাধ ও অপরাধী সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিবেন এবং কুখ্যাত ব্যক্তিদিগের উপর সর্বদা প্রহরা রাখিবেন।

৫। প্রত্যেক থানায় একটি রেজিস্টারে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দের একটি তালিকা রক্ষিত হইবে এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে এবং তাহার সাব-ইন্সপেক্টরগণও মাঝে মাঝে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ভদ্র মহোদয়গণকে আহবান করিবেন এবং তাদের কুশলাদি জানিবেন এবং পুলিশের কর্তব্যসমূহ সঠিকভাবে পালনে তাহাদের পরামর্শ চাহিবেন।

৬। কার্যভারের সীমার মধ্যে প্রধান তদন্ত কর্মকর্তা হইবেন এবং এইক্ষেত্রে তাহার কর্তব্যসমূহ সতর্কতার সহিত পালিত হইবে এবং তিনি মামলার ডায়েরীসমূহ পড়িয়া এবং তদন্ত কর্মকর্তাদিগকে তদন্তসমূহ সম্পূর্ণরূপে এবং সঠিকভাবে পরিচালিত হইয়াছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেকে সন্তুষ্ট করিবেন এবং নিজে গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ তদন্ত করিবেন।

৭। অপরাধের রেকর্ডসমূহ তৈরী করার ব্যাপারে দায়ী থাকিবেন।

৮। সকল কোর্ট দরখাস্ত, সময়মত প্রক্রিয়াসমূহের নিষ্পত্তির ব্যাপারে অনুসন্ধান এবং তদন্ত স্লিপসমূহ হইতে উদ্ভুত বিভিন্ন তদন্তসমূহ এবং তাহার থানা সংশ্লিষ্ট মহানগর এলাকার অভ্যন্তর বা বাহির হইতে প্রেরিত অধিযাচনপত্রসমূহের ব্যাপারে অনুসন্ধান এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৪ এবং অধ্যাদেশ এর বিধান অনুযায়ী গ্রেফতারকৃতদের ব্যাপারে তদন্তের জন্য দায়ী থাকিবেন।

৯। উপ-পুলিশ কমিশনার কর্তৃক প্রণীত টহল পরিকল্পনা অনুসারে তিনি টহল দলসমূহের বিন্যাস ও তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে এক থানার এখতিয়ারের মধ্যে সহকারী পুলিশ কমিশনার (টহল) এবং টহল ইন্সপেক্টরদের সহিত রাত্রিকালীন পরিদর্শনের ব্যাপারে দায়ী থাকিবেন।

১০। ট্রাফিক দুর্ঘটনাসহ সকল মামলার প্রাথমিক পদক্ষেপসহ দ্রুত এবং যথাযথভাবে গৃহীত হইয়াছে কিনা তাহা লক্ষ্য করিবার ব্যাপারে তিনি দায়ী থাকিবেন।

১১। থানার মামলার সম্পত্তিসহ সরকারী সম্পত্তি এবং মালখানার আধেয়সমূহের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে দায়ী থাকিবেন।

১২। নিম্নরূপ বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন, যথা ঃ

(ক) অস্বাভাবিক ও রহস্যজনক মৃত্যুর মামলাসমূহের তদন্ত;

(খ) হাসপাতাল হইতে প্রাপ্ত চিকিৎসা প্রত্যয়নপত্রের দ্বারা ব্যক্ত রহস্যজনক আহাতের মামলাসমূহের তদন্ত;

(গ) খাবার ঘর, বার এবং রেস্তোরার লাইসেন্সসমূহের প্রয়োগের ব্যাপারে তদন্ত;

(ঘ) সরকারী উর্ধ্বতন পদসমূহের নিয়োগে প্রার্থীদের পূর্বাপরিচয় সম্পর্কিত অনুসন্ধান;

(ঙ) নতুন খাবার ঘরসমূহের লাইসেন্সের প্রয়োগ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বয়ং বা তাহার প্রতিনিধিত্বকারী কোন সাব-ইন্সপেক্টর কর্তৃক তদন্ত করিবেন।

১৩। জনসাধারণের সহিত আচরণে সর্বদা ভদ্র, বিচক্ষণ এবং তৎপর থাকিবেন এবং জনসাধারণের সহিত অধঃস্তনদের ভদ্র আচরণের উপর জোর দিবেন।

১৪। থানায় জিম্মাকৃত সকলের প্রতি কোন হয়রানিমূলক বা নিষ্ঠুর আচরণ করা হয় নাই এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন।

১৫। মহানগর এলাকার অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত কাছাকাছি সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সহিত সৌহার্দ্যমূলক ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখিবেন।

১৬। এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত সকল পুলিশ ফাঁড়ি ও পুলিশ বক্সসমূহ বারং বার পরিদর্শন করিবেন এবং তাহাদের অবস্থিতির ব্যাপারে এবং এ সকল স্থানে নিযুক্ত কর্মকর্তার ও ব্যক্তিবর্গের পরিচালনা করিতে দায়িত্বাবদ্ধ থাকিবেন।

১৭। এখতিয়ারের মধ্যে সকল লাইসেন্সকৃত অস্ত্র এবং বিস্ফোরকের নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন এবং বিস্ফোরক দ্রব্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের বিস্ফোরক দ্রব্যসমূহ উহাদের অপব্যবহার প্রতিরোধ করিতে নিয়মিত পরীক্ষা করাইয়া নিতে হইবে।

১৮। ক্ষতিগ্রস্ত ও অপরাধের শিকার ব্যক্তিদিগের প্রতি যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় শুনানি পাঠ করিতে স্বয়ং থানায় উপস্থিত থাকিবেন।

১৯। ভাবমূর্তি সৃষ্টিকারী কার্যক্রম এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগাইবেন, ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং অংশগ্রহণ করিবেন।

২০। প্রতি সন্ধ্যায় গত চব্বিশ ঘন্টায় ঘটিয়া যাওয়া সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের একটি প্রতিবেদন তাহার স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং প্রতিবেদনটি নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ ধারাবাহিকভাবে ধারণ করিবেন—

(ক) গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহ;

(খ) বিশেষ ঘটনাসমূহ;

(গ) রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ;

(ঘ) সভা এবং মিছিলসমূহ;

(ঙ) ধর্মঘট এবং শ্রমিক বিক্ষোভসমূহ;

(চ) সাম্প্রদায়িক ব্যাপারসমূহ;

(ছ) লিফলেট, পেম্পলেট, পোস্টারিং, প্ল্যাকার্ড, গ্রাফিটসমূহ প্রভৃতি;

(জ) গুরুতর বা মারাত্মক মোটর দুর্ঘটনাসমূহ;

(ঝ) জুয়া সম্পর্কিত মামলাসমূহ;

(ঞ) নারী ও শিশু অনৈতিকভাবে পাচার ও নির্যাতন সম্পর্কিত মামলাসমূহ;

(ট) হকার বা অন্যান্য সড়ক অবরোধ মামলাসমূহ;

(ঠ) ভিক্ষুকগণ;

(ড) খোঁয়াড়ে আটককৃত গরু বাছুর/মালিক বিহীন কুকুরের সংখ্যা;

(ঢ) পুলিশ বা জনসাধারণ কর্তৃককৃত ভাল কাজের উদাহরণ;

(ণ) উল্লেখ্য অন্যান্য বিষয়সমূহ;

(ত) মন্তব্যসমূহ।

২১। বি. পি. ফরম নং ১৮ এ একটি ব্যক্তিগত ডায়েরি রাখিবেন, প্রত্যেক দিন তাহার প্রতিলিপি লিখিত হইবে এবং প্রত্যহ স্থানীয় সহকারী পুলিশ কমিশনারের নিকট এর একটি প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

২২। কর্তৃত্বসম্পন্ন কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিশিষ্ট ৩

প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষার (Chief Chemical Examiner) সি. আই. ডি/কোন বিশেষায়িত ফরেনসিক সাইন্স ল্যাবরেটরিতে প্রদর্শন সামগ্রিক (exhibits) প্রেরণে পদ্ধতি।

কর্তৃপক্ষ ঃ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ

থানা—

বিভাগ—

রেফারেন্স ঃ মামলা নং—

ঃ তারিখ—

আইনের ধারা—

পরীক্ষাগারে কোন বস্তুর/দ্রব্যের পরীক্ষার প্রয়োজন হয় এইরূপ সকল ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব এই ফরমের একটি কপি কলম দ্বারা পূরণ করিয়া পরীক্ষিত বস্তুটির সহিত প্রেরণ করিতে হইবে।

১। অপরাধের প্রকৃতি (অভিযোগের প্রকৃতি, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবরণ ইহার সহিত অন্তর্ভুক্ত হইবে)।

২। পরীক্ষার জন্য প্রেরিত প্রদর্শন সামগ্রির তালিকা ঃ

লেবেল নং	প্রদর্শন সামগ্রি	প্রাপ্তির স্থান	প্রাপ্ত ব্যক্তি

৩। প্রয়োজনীয় পরীক্ষার প্রকৃতি/কি ধরণের পরীক্ষা প্রয়োজন (পরীক্ষার সহায়ক হইতে পারে এইরূপ যে কোন তথ্য অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে)।

পূর্ণ নাম	পেশা	বয়স	লিঙ্গ	গ্রেফতারের তারিখ ও সময়	যে পর্যন্ত জামিন বা রিমান্ডে আছে	আদালত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

স্বাক্ষর

(মামলার কর্মকর্তা)

তারিখ

প্রেরিত/অগ্রায়ণকৃত ঃ

উপ-পুলিশ কমিশনার।

ব্যাখ্যা ঃ

(১) "অপরাধের প্রকৃতি" ও "পরীক্ষার প্রকৃতি বা ধরণ" ফরম দুইটি পূরণের সময় এই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যাহাতে দাখিলকৃত নমুনাসমূহ সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়।

(২) বিশেষজ্ঞ পরীক্ষার জন্য কোন বস্তু মোড়কবদ্ধ করিবার সময় ইহা খেয়াল করা গুরুত্বপূর্ণ যেন বাহিরের কোন উৎসের মাধ্যমে নমুনা বা আদর্শ (specimen or sample) কলুষিত বা দূষিত না হয়।

(৩) পরীক্ষাগারে গৃহীত নমুনা অবশ্যই অপরাধ সংঘটনের স্থলে প্রাপ্ত বস্তুর প্রকৃত অবিমিশ্রিত নমুনা হইতে হইবে।

(৪) প্রদর্শন সামগ্রী পরিষ্কার সাদা স্বচ্ছ কাগজে অথবা সেলোফেনে মোড়ক বদ্ধ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে চুল, আঁশ, ধূলা ইত্যাদির ন্যায় ক্ষুদ্র প্রদর্শন সামগ্রী স্পষ্ট ও পৃথকভাবে চিহ্নিত করিয়া কাঁচের টিউবে অথবা সেলোফেন কার্ড এনভেলাপে মোড়কবদ্ধ করিতে হইবে।

(৫) তরল পদার্থ জীবাণুমুক্ত পরিষ্কার ছিপিওয়ালা বোতলে রাখিয়া সিল করিতে হইবে।

(৬) প্রত্যেকটি নমুনা অবশ্যই পৃথক মোড়কে ও স্বতন্ত্র চিহ্ন দ্বারা লেবেল করিয়া প্রেরণ করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট–৪
নমুনা কেস ডায়রি
(সিঁধকাটা মামলার একটি নমুনা কেস ডায়রি)

তদন্তের বিবরণ			
নম্বর এবং এন্ট্রির সময়	এন্ট্রির স্থান	এন্ট্রির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	
১৫.৭.২০০৫ ১ ১০.০০ টা	থানা	এফ. আই. আর. এর সার-সংক্ষেপ	মোহম্মদপুর থানার তাজমহল রোডের আবদুর রহমান খান থানায় আসিয়া অভিযোগ করেন যে কতিপয় অজ্ঞাত চোর বা চোরেরা তার বাড়িতে সিঁধ কাটিয়াছে। তিনি বলেন যে, দুষ্কৃতকারীরা সিঁধ কাটিয়া তাহার বাড়িতে ঢোকে এবং নগদ টাকাসহ স্বর্ণালংকার চুরি করিয়া লইয়া যায়, যার মূল্যমান ৬২,০০০/০০ টাকা। তিনি কাউকে সন্দেহ করেননি, সাব-ইন্সপেক্টর মাসুদুর রহমান, প্রাথমিক তথ্য রেকর্ড করেছিলেন এবং তদন্ত করেছিলেন।
২ ১০.৩০ টা	ঐ	ক্রাইম নোট বুক পর্যালোচনা	আমি এই ওয়ার্ডের ক্রাইম নোট বুক পর্যালোচনা করেছি এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পর্কে নোট নিয়েছিলাম। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে আমি ফজলুল হক শেখ, থানা টঙ্গি, জেলা গাজিপুর (একজন দাগি আসামী) কে পাইয়াছি যাহার মোহম্মদপুর থানার অপরাধীদের সহিত যোগাযোগ রহিয়াছে। ক্রাইম নোট বুকের তৃতীয় অংশ হইতে দেখা যায় যে এই গ্যাঙের সরকার ফজলুল হক, তাহাদের শক্ত বস্তু দ্বারা সিঁধ কাটার অভ্যাস রহিয়াছে। চলতি ও পূর্ববর্তী বৎসরসমূহের মানচিত্র হইতে প্রয়োজনীয় নোট নিয়েছি। চলতি বৎসরের রেকর্ড হতে দুটির মামলা পাওয়া গিয়াছে যাহাতে টঙ্গির কিছু কাচুয়া অপরাধীর সাথে ফজলুল হককে সন্দেহ করা হইয়াছে।
৩ ১১.০০ টা	ঐ	ঘটনাস্থলে যাত্রা	মামলাটি তদন্তের জন্য তাজমহল রোডের উদ্দেশ্যে কনস্টবল নং..... রুহুল আমিনকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা করি।

৪ ১৩.১৫ টা	তাজমহল রোড	আগমন ঘটনাস্থল পরীক্ষা	তাজমহল রোডে পৌছাই এবং অভিযোগকারীর দেখিয়ে দেওয়া মতে ঘটনার স্থান পরিদর্শন করি। ইহা একটি আঁধা পাকা টিনের ছাউনি বিশিষ্ট ঘর যাহা দক্ষিণ মুখি এবং টিনের দেয়াল। একটি সিঁধ মেঝের পূর্ব কোনায় কাটা হইয়াছে এবং দেখিয়া বোঝা যায় একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সহজে প্রবেশ করিবার মত প্রশস্ত। দেখিয়া মনে হয় কোন শক্ত যন্ত্রপাতি দিয়া সিঁধ কাটা হইয়াছে। মাটিতে ব্লেডের দাগ হইতে বোঝা যায় বাহির হইতে সিঁধ কাটা হইয়াছে এবং ভিতর হইতে নয়। মেঝেতে থাকা ব্লেডের সুস্পষ্ট চিহ্ন/দাগ এর মাপে একটি কাগজ কাটি এবং কেস ডায়রিতে উহার একটি ডায়াগ্রাম আঁকি। ইহা অভিযোগকারীর প্রতিবেশী আবদুল হালিম ও আবদুল হাকিমের সম্মুখে করা হয়।
৫ ১৩.৫১ টা	ঐ	পায়ের দাগ পাওয়া যায়	সিঁধের পূর্ব পার্শ্বের গেট হইতে আমি কিছু সংখ্যক অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখিতে পাই। পায়ের ছাপগুলি পরীক্ষা করিবার মাধ্যমে বোঝা যায় অপরাধীরা অবশ্যই দুই এর অধিক। আমি অভিযোগকারীর নিকট হইতে জানিতে পারি চুরি যাওয়া ট্রাংকটি উহার মালামালসহ যথেষ্ট উচুঁতে একটি বাশের তাকের উপর ছিল। আমি তাকের নিকটে রাখা একটি কাঠের আলমারি ছাড়া অত উঁচু তাকের উপর সহজে উঠিবার আর কোন মাধ্যম দেখিতে পাই না। অতএব, আমি আলমারির উপরিভাগ পরীক্ষা করি এবং ধুলার উপর একটি সুস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখিতে পাই যাহা কোন সময় আলমারির উপর উঠিয়া দাঁড়ানোর ফলে সৃষ্টি হইয়াছে।
৬ ১৪.০০ টা	ঐ	ছাপের প্রতিলিপি গ্রহণ	যেহেতু আমার নিকট কোন কাঁচ ছিল না, তাই আমি অভিযোগকারীর অনুমতি সাপেক্ষে তাহাদের একটি পারিবারিক গ্রুপ ফটো হইতে কাঁচ খুলিয়া পায়ের পাতার প্রতিলিপি করিয়া তাহা একটি কাগজের উপর পুনরায় প্রতিলিপি করি। আমি সাক্ষী আব্দুল হালিম, সলিমুল্লাহ ও বাবুল যাহারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমার কার্য পদ্ধতি দেখিতেছিল তাহাদের উপস্থিতিতে ইহা করি এবং আমার অংকনের সঠিকতার প্রমাণ হিসাবে পায়ের ছাপের প্রতিলিপি করা কাগজের উপর তাহাদের স্বাক্ষর গ্রহণ করি।

৭ ১৫.১৫ টা	ঐ	তথ্য এবং আদালতের সিজার	অভিযোগকারীর পাশের বাড়ির প্রতিবেশি আহমেদ আলি জানায় যে, তাহার বাড়ির পশ্চিম পার্শ্বে বেতঝোপের মধ্যে একটি স্থানে কোন একটি ট্রাংক পড়িয়া আছে যাহা সম্ভবত অভিযোগকারীর হইতে পারে। ইহা তাহার ছেলে হামিদ গত রাতে হারিয়ে যাওয়া গরু খুঁজিতে যাইবার সময় দেখিতে পাইয়াছে। এই সংবাদ পাইবার পর আমি ও অভিযোগকারী পূর্বে উল্লিখিত সাক্ষীগণের সহিত ঐ স্থানে যাই এবং ভাঙ্গা অবস্থায় একটি ট্রাংক দেখিতে পাই যাহা অভিযোগকারী সিঁধেল চোর কর্তৃক লইয়া যাওয়া ট্রাংক হিসাবে চিহ্নিত করে। এই স্থানটি লোকালয় হইতে দূরে কাটা ঝোপের পার্শ্বে। কদাচিৎ কেউ সেখানে যায় এবং কৌতুহলি প্রতিবেশী কর্তৃক উহাতে হাত দিবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এলাকাটি নিবিড়ভাবে পরীক্ষার পর একটি ছোট বাশের উপর আমি লুঙ্গি বা গামছা বা এইরূপ কোন কিছু ছেড়া অংশ, যাহা দাগি আসামীরা পড়িয়া থাকে এবং অভিযোগকারীর বাড়ির পিছন পর্যন্ত একটি সরুপথ দেখিতে পাই। সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে ট্রাংকটি এবং উহার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দ্রব্যাদি এবং গামছা বা লুঙ্গির ছেড়া অংশ সিজ করি।
৮ ১৫.৩৯ টা	ঐ	আঙ্গুলের ছাপের সন্ধান ও সংরক্ষণ	গ্রাফিক পাউডার দিয়ে ট্রাংকের হাতলসহ ট্রাংকটি ট্রিট করিবার পরেও কোন আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। কাগজের খালি সিট গ্রাফিক পাউডার দিয়ে ট্রিট করিবার পর একটি কাগজে সুস্পষ্ট একটি স্বতন্ত্র আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া যায়। আমি সিআইডির ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরোর নিকট আঙ্গুলের ছাপ প্রেরণের জন্য কাগজটি সংরক্ষণ করি এবং কাগজের ওপর সাক্ষী আকবর হোসেন ও হালিমের স্বাক্ষর গ্রহণ করি। তাহাগের উপস্থিতিতে আঙ্গুলের ছাপ সুস্পষ্ট/ইনটেন্সিফাই করা হইয়াছিল।

৯ ১৬.০৭ টা	ঐ	তদন্ত	আমি ঘটনার বাড়িতে ফিরিয়া আসি এবং নিরুপণ করি যে সোনা ও রূপার গহনার মূল্য ৫০,০০০.০০ টাকা, পোশাক পরিচ্ছেদ সর্বোচ্চ ৫০০০.০০ টাকা এবং নগদ টাকা কয়েন ও ৫০০ টাকার নোটের মোট ৭০০০.০০ টাকা চুরি হইয়াছে। যে স্বর্ণকার গহনা তৈরী করিয়াছিল তাহার নাম জানা যায়নি কারণ এগুলি অভিযোগকারীর বাবা তৈরি করিয়াছিল যিনি কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছে। জানিলাম যে অভিযোগকারী ও তাহার স্ত্রী উভয়ে হারিয়ে যাওয়া মালামাল সনাক্ত করিতে পারিবে। চুরি যাওয়া নেকলেস হইতে খসিয়া পড়া একটি সোনালী পুথি অভিযোগকারীর স্ত্রী পরবর্তীতে তাহার ছেড়া নীল শাড়ির আঁচল হইতে সুঁতা তুলিয়া লাগাইয়াছিল। অভিযোগকারী ও তাহার স্ত্রী ইহা প্রমাণ করিতে পারিবে। আমি তখন প্রতিবেশি আবদুল হালিম ও আকবর হোসেনের উপস্থিতিতে শাড়িটির অবশিষ্ট অংশ সিজ করি। অভিযোগকারী কর্তৃক ধোলাইকৃত কাপড় চোপড় পরিদর্শন হইতে আমি জানিতে পারি চুরি যাওয়া পোশাক পরিচ্ছদের ধোবি মার্ক। জানিতে পারি যে অভিযোগকারীর বাড়ির পার্শ্বের সুনীল চরণ দে তাহার পোশাক পরিষ্কার করে।
১০ ১৬.৩০ টা	ঐ	ধোপার বাড়িতে তদন্ত	ধোপার বাড়িতে আসিয়া দেখি যে অভিযোগকারীর কিছু কাপড় ধোপা বাড়ির সামনে দড়িতে শুকানো হইতেছে যাহাতে উপরে উল্লিখিত একই ধোবি মার্ক রহিয়াছে। আমি সাক্ষী আবদুল হালিম ও আকবর হোসেনের সম্মুখে অভিযোগকারীর একটি গেঞ্জি সিজ করি। ইহাতে ঐ বিশেষ ধোবি মার্ক কাপড়ে দেওয়া হয়। ধোপা সুনীল চন্দ্র দে উক্ত বিষয়ে প্রমাণ দিতে পারিবে।
১১ ১৬.৪৫ টা	ঐ	বাড়ির সদস্যদের নিকট হইতে কোন ক্লু/সূত্র পাওয়া যায়নি	সকাল হইবার পূর্বে অভিযোগকারী বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য কোন কিছু জানতে পারেনি। তাহারা কাউকে সন্দেহ করে না এবং তাহারা কোন সূত্র দিয়েও আমাকে সাহায্য করেনি। প্রতিবেশিদেরও কেহ আমাকে তথ্য দিয়া সহযোগিতা করিতে পারেনি।
১২ ১৭.০০ টা	ঐ	সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পর্কে তদন্ত	স্থানীয় সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সম্পর্কে গোপন তদন্ত করিয়া জানিতে পারি টঙ্গির ফজলুল শেখ বর্তমানে নূরজাহান রোডে থাকে, ঘটনার পূর্বের দিন সন্ধ্যা হইতে বাড়িতে অনুপস্থিত রহিয়াছে। টিডিপি গার্ড সোহরাব ও বদরুল এই ঘটনা প্রমাণ দিবে। আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফজলুল হকের বাড়িতে পরিদর্শন করা হইতে বিরত ছিলাম কারণ কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হইতেছে সে বিষয়টি কাউকে জানিতে না দেওয়া প্রয়োজন। বাজারের বেশ্যালয়ে তদন্ত করিয়া গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু পাওয়া যায়নি।

১৩ ১৮.০০ টা	তাজমহল রোড এবং নূরজাহান রোড	একজন দাগীর বাড়িতে আগন্তুকের আগমন	ঐ এলাকার ওয়ার্ড কমিশনার কবির হোসেন আমাকে গোপনে জানান যে তিনি যখন চলতি মাসের ১৫ তারিখ ফজলুল শেখের বাড়ির পাশ দিয়া যাচ্ছিলেন তখন তাহার বাড়ির পার্শ্বে একজন কালো লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখেন। লোকটির গড়ন ভাল এবং তাহার ডান গালে সুস্পষ্ট কাটা দাগ রহিয়াছে। আমি ওয়ার্ড কমিশনারকে আলাদা ডাকিয়া লই এবং তাহাকে উক্ত আগন্তুক সম্পর্কে পুনরায় খোজখবর লইবার এবং একই সাথে লোকটির মনে যেন কোন রকম সন্দেহের সৃষ্টি হয় না যে পুলিশ তাহাকে এই মামলার সূত্রে খুঁজিতেছে সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকিবার অনুরোধ করি।
১৪ ১৯.৩০ টা	মোহম্মদপুর	থানায় থাকিবার সংবাদ	মিরপুর থানার ও শ্যামলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ঘটনার রাত্রে তাহাদের এলাকার সন্দেহভাজন ও অসচ্চরিত্রের লোকদের গতিবিধি জানিয়া সে ব্যাপারে রিপোর্ট করিবার অনুরোধ করা হইয়াছিল।
১৫ ১৯.৩০ টা	ঐ	ডায়েরী ক্লোজ	মামলাটির অনুসন্ধানের জন্য বাকি থাকা সকল বিষয় আরও তদন্ত মূলতবি করিয়া ডায়েরী ক্লোজ করি। স্বাক্ষর তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৫.৭.২০০৫
১৬.৭.২০০৫			কেস ডায়েরী নং ১ গতকাল পেশ করা হইয়াছিল।
১৬ ০৭.১৫ টা	তাজমহল রোড	তদন্ত	এলাকার লোকদের সহিত কথা বলি তবে কোন সূত্র পাওয়া যায় নি। ফজলু শেখ এখনও বাড়িতে অনুপস্থিত।

১৭ ০৮.৪৫ টা	ঐ	মিরপুর থানা এলাকায় একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের সংবাদ	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে এ সম্পর্কিত একটি সংবাদ পাই যে গত রাত আনুমানিক ০১.৩০ টায় গ্রাম পুলিশ ও টাউন ডিফেন্স পার্টির সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি পেট্রোল পার্টির কর্তৃক মিরপুর থানা এলাকার আগারগাঁওয়ে সিঁধ কাঠিসহ একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি গ্রেফতার হইয়াছে। ১৫ই জুলাই ২০০৫ তারিখের শ্যামলী হলের একটি সিনেমা হলের টিকিটও পাওয়া গিয়াছে।
১৮ ০৯.১৫ টা	ঐ	প্রস্থান	গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা সেই উদ্দেশ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে মোহম্মদপুর থানা হইতে মাত্র প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরের মিরপুর থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।
১৯ ১০.০৭ টা	মিরপুর থানা	আগমন ও গ্রেফতারকৃত অভিযুক্তের সাক্ষাৎকার ও আলামত পরীক্ষা	মিরপুর থানায় পৌছাইয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে বিস্তারিত শুনি। আমি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নিকট পাওয়া সিঁধকাঠি ও টিকিট দেখি। সিঁধকাঠিটি পরীক্ষা করি যাহা বহনযোগ্য বাঁশের হাতল ওয়ালা বাটালির মত। ব্লেডের সাইজ আমার মামলার ব্যবহৃত ব্লেডের সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। শ্যামলী সিনেমা হল হইতে ইস্যুকৃত একটি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট, নং এ ৭২৯১৫৭ অভিযুক্তের নিকট পাওয়া যায়। ইহা ১৫ই জুলাই ২০০৫ তারিখে ইস্যু করা। টাউন ডিফেন্স পার্টির সদস্য গ্রেফতারের প্রমাণ দেয়। যেহেতু ইতোমধ্যে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তাহার কেস ডায়রিতে সবিস্তারে নোট করা হইয়াছে, আমি তাহা সবিস্তারে রিপিট করব না।

২০ ১০.১৮ টা	মিরপুর থানা	অভিযুক্ত ও তাহার সনাক্তকারীর সহিত সাক্ষাৎকার	টিডিপি সদস্য ছোবহানের সহিত থানার লক আপে অভিযুক্তকে দেখি। টিডিপি সদস্য নূরজাহান রোডের ফজলুল শেখ নূরজাহান রোডের ফজলু শেখ হিসাবে সনাক্ত করে যিনি আমার মামলার ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যা হইতে তাহার বাড়িতে অনুপস্থিত রহিয়াছে। আমি অভিযুক্তকে পরীক্ষা করি সে ঘটনাটির বিষয় অস্বীকার করে। এই মাসের ১৫ তারিখের সন্ধ্যায় কোন ব্যক্তি তাহার সহিত দেখা করিয়াছে সে বিষয়েও সে অস্বীকার করে। আমি তাহাকে পায়ের ছাপ দিতে বলিলে সে তাহা দিবার ইচ্ছা পোষণ করে। সুতরাং আমি মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও স্থানীয় সাব-রেজিস্টারের সম্মুখে তাহার পায়ের ছাপ নেই। ছাপটিকে অভিযোগকারীর আলমারির উপর হইতে গৃহীত পায়ের ছাপের সহিত তুলনা করি এবং দেখি যে উহা সব দিক দিয়া মিলে যায়। আমি তাহার আঙ্গুলের ছাপও গ্রহণ করি।
২১ ১১.৩৮ টা	ঐ	অভিযুক্তের পায়ের ছাপ গ্রহণ	ঐ
২২ ১২.৩০ টা	মিরপুর	অভিযুক্তকে গ্রেফতার	আমি এই মামলায় উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করি এবং মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একটি ফরোয়ার্ডিং রিপোর্ট হস্তান্তর করিয়া অভিযুক্তকে কোর্ট হাজতে প্রেরণের জন্য বলি। আমি ২০০৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর এই মামলার আমার প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য করি।
২৩ ১০৩.০০ টা	ঐ	শুরু/আরম্ভ	আমার জোনাল এসি এর অনুমতিক্রমে সোহরাব হোসেন সি/২৭২ এর সহিত টঙ্গির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।
২৪ ১৪.১৩ টা	টঙ্গি	আগমন ও তল্লাশি গহনাপাতি ও পোশাক পরিচ্ছদ আটক	টঙ্গি পৌছাই। সকল আইনগত কার্যক্রম অনুসরণ ও স্থানীয় থানা ও ম্যাজিস্ট্রেটকে তল্লাশির কারণ অবগত করিবার পর সভাপতি কবির হোসেন সরকার ও আবদুল হালিমের উপস্থিতিতে আমি ফজলু শেখের বাড়ি তল্লাশি করি। দুইটি রূপার গহনা ও একটি নোংরা ধুতি যাহাতে গলিত গালার গন্ধ তাহার কুড়ে ঘরের একটি মাটির পাত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। ফজলুর শ্যালক ফজলুর পক্ষে এই তল্লাশি দেখে। অভিযোগকারী সনাক্ত করে এবং দুই প্রকারের গহনা নিজের বলিয়া দাবি করে। অভিযোগকারীর চুরি যাওয়া সম্পত্তির তালিকা, মাল তালিকার আইটেম নং ৮ ও ৯ এ আমি এইরূপ গহনার উল্লেখ দেখিতে পাই। অতএব, আমি সেইগুলি ও ধুতিখানা যাহা কোন স্বর্ণকারের হইবে সন্দেহে আটক করি। আমি একটি সার্চ লিস্ট প্রস্তুত করি এবং ইহাতে ও লেবেলের উপর সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করি। আমি সার্চ লিস্টের একটি কপি ফজলুর প্রতিনিধি সমির শেখের নিকট প্রদান করি।

২৫ ১৫.০৭ টা	তাজমহল রোড	সনাক্তকৃত গহনা	তাজমহল রোডে আমি এবং অভিযোগকারীর স্ত্রীকে গহনা দেখাই যিনি উহা তাহার নিজের হিসাবে দাবি করে।
২৬ ১৬.২১ টা	টঙ্গি	ফজলুর একজন সহযোগির অনুসন্ধান	আমি আমার সহযোগী বাহিনীর সহিত ফজলুর এক সহযোগির খোঁজে টঙ্গি আসি। আমি একজন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্যকে সঙ্গে লইয়া টঙ্গি বাজার হইতে বেশ কিছু দূরে যাই। একটি বেশ্যালয়ের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় আমরা একটি লোককে লুকাইবার জন্য দ্রুত একটি ঘরে প্রবেশ করতে দেখলাম। আমরা বাড়ীর মালিক কালু পেশকারকে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে তাহাকে আটক করি। লোকটির চেহারা ওয়ার্ড কমিশনার ঘটনার পূর্বের দিন সন্ধ্যায় যে ব্যক্তিকে ফজলুর সহিত কথা বলিতে দেখিয়া ছিলেন তাহার সহিত মিলিয়া যায়। তাহার পরিচয় আরও স্পষ্ট হয় কমিশনারের বর্ণনামত ও প্রথম ডায়রি অনুযায়ী তাহার ডান গালের কাটা দাগ দেখিবার পর। ওয়ার্ড কমিশনার লোকটিকে ঘটনার পূর্বের সন্ধ্যায় ফজলুর সহিত দেখা লোক হিসাবে চিহ্নিত করেন। তাহার হাতে বাঁধা একটি নেপকিন দেখিতে পাওয়া যায় যাহার এক অংশ নেই। ছেঁড়া অংশের আকার ও মান পূর্বে পাওয়া র‍্যাগের মত মনে হয় যাহা আমি ফেলে রাখা ভাঙ্গা ট্রাংকের সহিত পাইয়াছিলাম।
২৭ ১৬.৫১ টা	মাউনা	তল্লাশি	লোকটি তাহার নাম বলে মোহন দে, মৃত পিতাম্বর দের পুত্র, গ্রামের নাম মাউনা, একই থানাধীন, টঙ্গি বাজার হইতে তিন কিলোমিটার দূরে। আমি আমার লোকজনের সহিত তাহাকে সঙ্গে নিয়ে তাহার বাড়িতে যাই। সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন ও স্থানীয় পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করিবার পর আমি তাহাদের উপস্থিতিতে তাহার খানা/বাড়ি তল্লাশি করি এবং দুইটি পোশাক পাই যাহাতে ধোপা মার্ক সেলাই করা রহিয়াছে।

			অভিযোগকারী দুটি পোশকই তাহার নিজের বলি দাবি করে। আমি পোশাক দুটি ও তাহার হাতে বাঁধা নেপকিন সিজ করি এবং একটি সিজার লিস্ট প্রস্তুত করিয়া উহাতে ও লেবেলে সাক্ষীদের সাক্ষী গ্রহণ করি। সার্চ লিস্টের একটি কপি মোহন দে-কে দেই। মোহন ঘটনার সহিত জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে এবং ফজলুর সহিত কোন যোগাযোগ নেই জানায়। সে পোশাক দুটি তাহার বলে দাবি করে এবং বলে যে উহা সে সুনীল চন্দ্র ধোপার নিকট হইতে উহা ধোলাই করাইয়াছে। সুনীল ধোপাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলে সে মোহনের বক্তব্য অস্বীকার করে। তদন্ত হইতে ইহা প্রকাশ পায় যে ঘটনার কয়েক দিন আগে মোহনকে হারিনি সরকারের সহিত মোহনের সখ্যতা গড়িয়া উঠে। হারিনি সরকার একজন কুখ্যাত টাউট। এই লোকটি সম্পর্কে জোনাল এএসপির অফিস হইতে প্রেরিত একটি পরোয়ানার মাধ্যমে আমি এই তথ্যটি জানতে পারি। এই তথ্য প্রাপ্তির পর আমি তল্লাশি বিষয়ক সকল আনুষ্ঠানিকতা অনুসরণ ও স্থানীয় থানাকে অবগত করিবার পর, যাহের ও কালু দের উপস্থিতিতে হারিনির খানা/বাড়ি তল্লাশি করি এবং ৪১/২ তোলা ওজনের একটি সোনার স্টিক আটক করি। আমি একটি সার্চ লিস্ট প্রস্তুত করিয়া উহাতে ও লেবেলে সাক্ষীদের স্বাক্ষর গ্রহণ করি। সার্চ লিস্টের একটি কপি হারিনিকে প্রদান করি। এই সোনার স্টিকটি সম্ভবত চোরাই গহনা গলিয়ে করা হইয়াছে। অভিযোগকারী ইহা চিহ্নিত করিতে পারিবেনা এবং অন্য কেহই ইহা দাবি করিতে পারিবেনা।
২৮ ১৭.৩০ টা	ঐ	অভিযুক্তকে গ্রেফতার এবং তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ	আমি মোহনকে গ্রেফতার করি এবং তাহার দেহ তল্লাশি করি কিন্তু তাহার দেহে কোন জখম বা অত্যাচারের চিহ্ন পাওয়া যায় না। সে নিজেও পুলিশ কর্তৃক কোন দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করেনি। মোহনের আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ করি।
২৯ ০৭.৪১ টা	ঐ	ধোলাইকারী কর্তৃক উদ্ধারকৃত পোশাক চিহ্নিত করণ	নিরূপন করি যে কাপড়গুলি সুনীল চন্দ্র ধোপা ধোলাই করেছিল এবং সেই ঐ কাপড়ে (^) চিহ্ন দিয়েছিল। এই দুটি উদ্ধারকৃত পোষাক অভিযোগকারীর মর্মে সুনীল চন্দ্র ধোপা চিহ্নিত করে।
৩০ ১৭.৩০ টা	টঙ্গি	অভিযুক্তকে আদালতে প্রেরণ	অভিযুক্ত মোহন দে কে কনস্টবল সোহরাব ও জহিরের জিম্মায় আদালতে প্রেরণ করি এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ আমার রিপোর্ট দাখিলের তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করি।

৩১ ১৯.০০ টা	তাজমহল রোড	তদন্ত ও নমুনা মাটি সিজার	মোহম্মদপুর ফিরে আমি এবং ফজলু শেখের বাড়িতে পাওয়া ধুতির মালিক সম্পর্কে আবারও খোঁজ খবর নেই এবং আরও তদন্ত করি এই কেসে আর কেহ সংশ্লিষ্ট আছে কিনা কিন্তু কোন কিছু জানা যায় না। ঘটনাস্থলে আমি এবং সাক্ষী আবদুল হালিম ও ওয়ার্ড কমিশনার শফি বক্সের উপস্থিতিতে পরীক্ষার জন্য সিঁধ এর মুখ হইতে কিছু মাটি সংগ্রহ করি।
৩২ ২০.২৭ টা	ঐ	প্রস্থান	থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।
৩৩ ২৩.০০ টা	মোহম্মদপুর	থানায় পৌছান	ডায়েরী ক্লোজ থানায় পৌছাই এবং উদ্ধারকৃত সকল মালামাল ও আলামত থানার মালখানায় আটক রাখি। পরবর্তী তদন্ত মূলতবি রাখিয়া ডায়েরী ক্লোজ করি। (স্বাক্ষর) তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৬.৭.২০০৫
৩৪ ০৬.৩০ টা	থানা	আলামত বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ	২নং কেস ডায়েরী যথাযথভাবে দাখিল করা হইয়াছিল। আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া (সুস্পষ্টকৃত) কাগজটির সহিত অভিযুক্ত ফজলু ও মোহন দে-র দুই সেট আঙ্গুলের ছাপ বিশেষজ্ঞ দ্বারা তুলনা করিবার জন্য সিআইডি-তে প্রেরণ করি। ভাঙ্গা ট্রাংকের নিকট প্রাপ্ত ছেড়া ব্যাগ, মোহন দে-র নিকট পাওয়া নেপকিন যাহার একটি অংশ নিই, সিঁধ কাঠি ও উহাতে লাগিয়া থাকা মাটি, সিঁধের মুখ হইতে নেওয়া মাটি, ফজলুর বাড়িতে পাওয়া ধুতি, এই সকল আলামত বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) এর বিশেষ পুলিশ পরিদর্শক (বিজ্ঞান) এর নিকট প্রেরণ করা হয়।

			এই সকল আলামত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। থানার রেকর্ড হইতে দেখা যায় মোহন দে-কে কখনও কোন মামলায় সন্দেহ ও দোষীও সাব্যস্ত করা হয়নি। ফজলু ২০০১ সালের ১৯শে জুলাই টঙ্গি থানায় দায়েরকৃত একটি মামলার দণ্ড বিধির ৪১১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত হইয়া ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল।
৩৫ ০৯.১৩ টা	মোহম্মদপুর থানা	ডায়েরী ক্লোজ	বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে রিপোর্ট গ্রহণ পর্যন্ত তদন্ত মুলতবি রাখিয়া আমি ডায়েরী ক্লোজ করি। (স্বাক্ষর) তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৬.৭.২০০৫
১৮-৭-২০০৫			৩নং কেস ডায়েরী ১৭ জুলাই ২০০৫ তারিখে দাখিল করা হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে রিপোর্টের জন্য মামলাটি মুলতবি প্রাপ্ত রাখা হয়।
৩৬ ০৮.১৫ টা	থানা	বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার ফলাফল	আঙ্গুলের ছাপ বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ট্রাংকের নিকট পাওয়া সাদা কাগজের উপরের ছাপের সহিত মোহন দে-র আঙ্গুলের ছাপ মিলে যায়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রবিদের রিপোর্ট হইতে আমি জানতে পারি যে ট্রাংকের নিকট পাওয়া কাপড়ের টুকরো/ব্ল্যাগ অভিযুক্ত মোহন দে-র নেপকিনের খোয়া যাওয়া অংশ। বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট হইতে আমি আরও জানতে পারিলে সিঁধ কাঠির সহিত লাগিয়া থাকা মাটি ও সিঁধের মুখ হইতে সংগ্রহ করা মাটি একই।
৩৭ ১২.১৭ টা	ইংলিশ রোড কোতওয়ালি থানা	আগমন	ইংলিশ রোডে আসি এবং বিভিন্ন রকম তদন্ত করি কিন্তু সবই বৃথা হয়। নিরূপণ করি যে, ইংলিশ রোডের পতিতা সরলাবালা কোতয়ালী থানা তদন্ত বাজারের মৃত শ্যামল চন্দ্র দে-র পুত্র বকুল দেকে দিয়া তাহার কিছু গহনা করিয়েছিল। পতিতা তন্নি বাজারেরই বাসিন্দা সুতরাং সে বকুল দে-কে চেনে। আমি জানিতে পারিলে তাহাদের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব আছে। সরলা পোদ্দার ইহার সাক্ষ্য দিবে।

৩৮ ১৩.২১	ঐ	তাঁতী বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা	ওয়ার্ড কমিশনারের সহিত কোতয়ালী থানার তাঁতী বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।
৩৯ ১৫.১৭ টা	তাঁতী বাজার	আগমন তল্লাশি এবং চুরি যাওয়া নেকলেস/ হার উদ্ধার	ওয়ার্ড কমিশনার ও সাক্ষী মহাদেব, জগদিশ পাল ও আবদুল করিমের সহিত তন্নি বাজারে পৌছাই। তল্লাশি সম্পর্কিত সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিবার পর আমি স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় বাবুল দে এর বাড়ি তল্লাশি করি। একটি সোনার নেকলেস আটক করি যাহা বালিশের মধ্যে লুকানো ছিল এবং দেখা যায় সে উহার একটি সোনার পুথি শাড়ির আঁচলের সুতা দ্বারা আটকানো। বকুল এই হার তাহার অধিকারে থাকিবার ব্যাপারে এবং তাহার পরনের ধুতি যাহা আবদুল হাসেম চিহ্নিত করে উহা ফজলুর বাড়িতে পাইবার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আমি সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে নেকলেস আটক করি ও একটি সার্চ লিস্ট প্রস্তুত করি এবং তালিকা ও লেবেলের উপর সাক্ষীগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করি। সার্চ লিস্টের একটি কপি বকুল দে-কে প্রদান করি। আমি বকুল দে-কে গ্রেফতার করি এবং তাহার শরীর পরীক্ষা করি কিন্তু কোন জখম ও অত্যাচারের দাগ পাই না। সে পুলিশ বা অন্য কাহারও দুর্ব্যবহার সম্পর্কে কোন অভিযোগ করে না। (আবদুল করিম চিহ্নিত করে যে দুইজন ব্যক্তিকে সে ফজলুর সহিত ২০০৫ সালের ১৫ তারিখ সকালে টঙ্গি বাজারে দেখিয়াছিল বকুল দে তাহাদের মধ্যে একজন)।
৪০ ১৭.০৬ টা	ঐ	যাত্রা	অভিযুক্ত ও উদ্ধারকৃত সম্পত্তিসহ তাজমহল রোডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।
৪১ ১৪.৩০ টা	তাজমহল রোড	আগমন ও সম্পত্তি চিহ্নিতকরণ	তাজমহল রোডে পৌছাই এবং নেকলেসটি অভিযোগকারী ও তাহার স্ত্রীকে দেখাইলে তাহারা উহা তাহাদের বলিয়া চিহ্নিত করে।
৪২ ১৯.৩৫ টা	ঐ	অভিযুক্তকে প্রেরণ	অভিযুক্ত বকুল চন্দ্র দে-কে হাজতে প্রেরণ করি এবং আমার প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ হিসাবে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ নির্ধারণ করি।
৪৩ ১৯.৩৭ টা	ঐ	থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা	উদ্ধারকৃত মালামালসহ মোহম্মদপুর থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

৪৪ ২২.০৫ টা	থানা	আগমন	মোহম্মদপুর থানায় পৌছাই এবং উদ্ধারকৃত মালামাল গ্রহণ করি। পরবর্তী তদন্ত পর্যন্ত ডায়েরী ক্লোজ করি। (স্বাক্ষর) তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৮.৭.২০০৬
১৪-৯-৩৭			৪নং কেস ডায়েরী গতকাল দাখিল করা হইয়াছিল।
৪৫ ০৮.৩০ টা	থানা	প্রদর্শন সামগ্রী বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ	বিশেষজ্ঞ পুলিশ পরিদর্শক (বিজ্ঞান) এর নিকট পরীক্ষার জন্য (১) নেকলেসের পুথি বাঁধিবার জন্য ব্যবহৃত সুতা, ও (২) অভিযোগকারী কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত শাড়ীর পাড় প্রেরণ করি।
৪৬ ০৮.৪৫	ঐ	পরবর্তী আদশের জন্য রিপোর্ট	যেহেতু ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ এর মধ্যে আমার রিপোর্ট দাখিল করা সম্ভব নয়, সেহেতু আমি পরবর্তী একটি তারিখ নির্ধারণের জন্য একটি রিপোর্ট প্রেরণ করি।
৪৭ ০৯.৪৫ টা	ঐ	পুলিশ কমিশনারের ওয়ারলেস মেসেজের জন্য তদন্ত স্লিপ	বকুল চন্দ্র দে পূর্বে কোন শাস্তি পাইয়াছে কিনা তাহার রিপোর্ট সরাসরি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের উর্ধ্বতন কোর্ট অফিসে প্রেরণের জন্য কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ।
৪৮ ৯.১৫ টা	ঐ	ডায়েরী ক্লোজ	বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত মূলতবি করিয়া ডায়রি ক্লোজ করি। (স্বাক্ষর) তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৮.৭.২০০৫
১৯.৭.২০০৫			৫নং কেস ডায়েরী ১৮ জুলাই, ২০০৫ তারিখে দাখিল করি। কেসটি বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পাওয়া পর্যন্ত মূলতবি রাখা হইয়াছিল।

৪৯ ০৮.৩৭ টা	ঐ	বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট প্রাপ্তি/ গ্রহণ	বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট গ্রহণ করি। রিপোর্ট হতে দেখা যায় যে পুথি বাঁধার জন্য ব্যবহৃত সুতা অভিযোগকারী কর্তৃক প্রদত্ত শাড়ির পাড় হইতে নেয়া হইয়াছিল।
৫০ ১০.০৮ টা	ঐ	চার্জ সিট দাখিল	যেহেতু অভিযুক্ত তিন জনের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধির ধারা ৪৫৭/৩৮০ ও ৪১১ এর অধীন অভিযোগ সমর্থিত হইয়াছে, সেহেতু আমি ১৯.৭.২০০৫ তারিখে বিচারের জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে চার্জ সিট দাখিল করি, এবং শুনানীর তারিখ নির্ধারণের বিষয়টি আদালতের উপর ছেড়ে দেই। অভিযোগকারীর নিকট তদন্তের ফলাফল জানাইয়া সংবাদ পাঠানো হয়।
	থানা	মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	(১) ঘটনাস্থল..... (২) ঘটনার তারিখ..... (৩) অভিযোগকারীর নাম..... (৪) হাজতে প্রেরিত অভিযুক্তের নাম..... (৫) হাজতে প্রেরিত হয়নি এমন অভিযুক্তের নাম..... (৬) সাক্ষীর নাম..... (৭) তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম.....
৫১ ১১.৩৫ টা	ঐ	ডায়রি ক্লোজ	চার্জসিট/অভিযোগ নামা দাখিলের পর ডায়েরী ক্লোজ করি। (স্বাক্ষর) তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৯.৭.২০০৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সুজায়েত উল্যা
উপ-সচিব (পুলিশ)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।